বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-৩ সংখ্যা-০১ ॥ ১৬ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ৩ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা ॥ ১৭ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

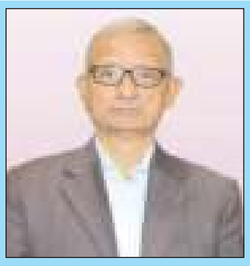

এই আইন মেঘনা আলমের সঙ্গে প্রথম ব্যবহৃত হচ্ছে না: প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদা বখস চৌধুরী বলেন, মেঘনা আলমের সঙ্গে এই আইন প্রথম ব্যবহৃত হচ্ছে, বিষয়টা তা নয়। তিনি বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এসেছে। বিষয়টি আদালতে গেছে। বিচারাধীন বিষয়ে কথা বলা ঠিক হবে না। গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন খোদা বখস চৌধুরী।

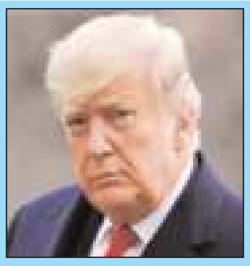

হার্ভার্ডের ২২০ কোটি ডলারের অনুদান স্থগিত করলেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, তারা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২০ কোটি ডলারের ফেডারেল তহবিল স্থগিত করেছে। প্রতিষ্ঠানটি হোয়াইট হাউজের কিছু দাবি প্রত্যাখ্যানের কয়েক ঘণ্টা পর এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দেশটির শিক্ষা বিভাগ এক বিবৃতিতে বলেছে, হার্ভার্ডের আজকের বিবৃতি আমাদের দেশের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে থাকা উদ্বেগজনক দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও ঘনীভূত করেছে। ক্যাম্পাসগুলোতে ইহুদি বিদ্বেষ মোকাবেলা করতে গত সপ্তাহে হার্ভার্ডকে এক গুচ্ছ দাবির একটি তালিকা পাঠানোর কথা জানিয়েছিল হোয়াইট হাউজ।

ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় সনদ তৈরি করা যাবে: আলী রীয়াজ

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, আলোচনার মাধ্যমে মতপার্থক্য দূর করে যেসব জায়গায় ঐকমত্য হবে, তার ভিত্তিতে জাতীয় সনদ তৈরি করা যাবে। জাতীয় সনদ তৈরির মাধ্যমে জাতির যে রাষ্ট্র সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা, সেদিকে অগ্রসর হওয়া যাবে।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিএনপি নেতাদের বৈঠক আজ

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে আজ বুধবার (১৬ এপ্রিল) বৈঠক করবে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল। প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় দুপুর ১২টায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রেস উইং থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রেস উইং থেকে জানানো হয়, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিএনপি মহাসচিবের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সাক্ষাৎ করবেন। দলটির নেতারা জানিয়েছেন, বুধবারের বৈঠকে জাতীয় নির্বাচনের জন্য সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ এবং নির্বাচন ঘিরে বিভ্রান্তি দূর করা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এ ছাড়া নির্বাচন নিয়ে সরকারের মনোভাব কী, তা স্পষ্ট হওয়ার চেষ্টা থাকতে পারে। একই সঙ্গে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলতে চান নেতারা। পরদিন (১৭ এপ্রিল) সংস্কার ইস্যুতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করবে বিএনপি। এর আগে, গত ৯ এপ্রিল দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছিলেন,

২-এর পাতায় দেখুন

রেলে ইঞ্জিন-কোচ সংকট বন্ধ ৭৯, চলছে ২৭৫টি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের মতো অধিক জনসংখ্যার দেশে আরামদায়ক যানবাহন হিসেবে ট্রেন ব্যাপক জনপ্রিয়। ঈদ বা কোনো উৎসবে যাত্রী চাহিদার শীর্ষে থাকে এ বাহন। তবু, এত বছর পরও আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি ট্রেনে। বিলাসবহুল কোচ কিংবা দ্রুতগতির ইলেকট্রিক ট্রেনও আমাদের বহরে যোগ হয়নি। সেই অর্থে বাড়েনি রুট। উল্টো ইঞ্জিন, কোচ, ক্রু সংকটে বর্তমানে বন্ধ ৭৯টি ট্রেন। রেলের কর্মকর্তারা বলছেন, যাত্রীসেবা দিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন তারা। তবে ইঞ্জিন কেনা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। বাজেট সংকুলান না হওয়ায় সংকট দূর করা যাচ্ছে না। তবে যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সময়ের কাজ সব সময়ই অসময়ে করে রেল। ঢিলেঢালাভাবে কাজ আর গা-ছাড়া ভাবের কারণে প্রতিষ্ঠানটি আজও উন্নত হতে পারেনি। সঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ না করায় জনগণ রেল থেকে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছে না। বর্তমানে চালু আছে ২৭৫টি ট্রেন : বাংলাদেশ রেলওয়ের তথ্য বলছে, সারাদেশে মোট ১২০টি আন্তঃনগর ট্রেন চলাচল করে। এর মধ্যে পূর্বাঞ্চলে ৫৮টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ৬২টি। কমিউটার ও মেইল ট্রেন চলাচল করে ১২৮টি। এর মধ্যে পূর্বাঞ্চলে ৬০টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে চলে ৬৮টি। এছাড়া সারাদেশে আটটি কনটেইনার ট্রেন এবং ১৯টি গুডস ট্রেন চলাচল করে। সব মিলিয়ে বর্তমানে চালু আছে ২৭৫টি ট্রেন।বন্ধ থাকা ট্রেনের হিসাবে দেখা যায়, লোকাল ও ডেমু ট্রেন মিলিয়ে পূর্বাঞ্চলে ৩৬টি এবং লোকাল ও মিশ্র মিলিয়ে ৩৭টি ট্রেন বন্ধ আছে। আর গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে চলাচলকারী বন্ধন, মিতালি এবং মৈত্রী- এই তিন জোড়া অর্থাৎ ছয়টি ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে। সব মিলিয়ে বর্তমানে চলছে না ৭৯টি ট্রেন। অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল পেরিয়েছে ৫১ শতাংশ ইঞ্জিনের বাংলাদেশ রেলওয়ের তথ্য বলছে, বর্তমানে রেলের বহরে মোট ইঞ্জিন রয়েছে ২৯৭টি। এর মধ্যে মিটারগেজ ইঞ্জিন ১৬৭টি ও ব্রডগেজ ইঞ্জিন ১৩০টি। রেলট্র্যাকে যুক্ত হওয়ার পর একটি ইঞ্জিনের অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল ধরা হয় ২০ বছর। অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল রয়েছে রেলওয়েতে এমন ইঞ্জিনের সংখ্যা ১৪৭টি। বাকি ১৫০টি ইঞ্জিনের মধ্যে ২১ থেকে ৩০ বছর বয়সী ৫০টি ও ৩১ থেকে ৪০ বছর বয়সী রয়েছে ১৬টি। অবশিষ্ট ৮৪টি ইঞ্জিনের বয়স ৪০ বছর পেরিয়ে গেছে। সব মিলিয়ে বর্তমান রেলওয়ের বহরে থাকা ইঞ্জিনগুলোর মধ্যে ৫১ শতাংশের অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল পেরিয়েছে। যেসব রুটের ট্রেন বন্ধ বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, পূর্বাঞ্চলে বন্ধ থাকা ময়মনসিংহ-দেওয়ানগঞ্জ বাজার-ময়মনসিংহ রুটে চলাচলকারী লোকাল ২৫১/২৫২

২-এর পাতায় দেখুন

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনের জন্য লাগবে এক লাখ ৭০ হাজার রিম কাগজ, ব্যয় ৩৬ কোটি

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ব্যালট পেপার, মনোনয়ন ফরমসহ বিভিন্ন নির্বাচনী সামগ্রী ছাপাতে প্রয়োজন হবে এক লাখ ৭০ হাজার রিম কাগজ। এসব সামগ্রী ছাপানোর কাজ করবে সরকারি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান বিজি প্রেস। এজন্য ব্যয় হবে প্রায় ৩৬ কোটি টাকা। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) সকালে বিজি প্রেসের সঙ্গে বৈঠকে বসে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বৈঠকের কার্যপত্র থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ইসির নির্বাচন পরিচালনা শাখার প্রস্তুত করা কার্যপত্রে বলা হয়েছে, জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের জন্য ভোটার সংখ্যা প্রায় ১১ কোটি। প্রতিটি কেন্দ্রে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করে ব্যালট ছাপাতে কাগজ ও কালি সংগ্রহ, ফর্ম, প্যাড, ব্যানার, পোস্টার, নির্দেশিকা, রেজিস্টার, হিসাবরক্ষণ খাতা ও অন্যান্য সামগ্রী প্রস্তুতের প্রয়োজন রয়েছে। ইসির কার্যপত্র অনুযায়ী, আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের নির্বাচন এবং অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত) নির্বাচন উপলক্ষ্যে নির্বাচনী সামগ্রীর মুদ্রণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে নির্বাচনী বিভিন্ন ধরনের কাগজ ক্রয়/সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ২১ প্রকার ফরম, ১৭ প্রকার প্যাকেট, ৫ প্রকার পরিচয়পত্র, আচরণ বিধি, প্রতীকের পোস্টার, নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়েল, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, নির্দেশিকা ইত্যাদি মুদ্রণ কার্যক্রম শুরু করা প্রয়োজন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালট পেপার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক সংবলিত হয়ে থাকে। এ কারণে নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণার পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল পরিমাণ পেপার স্বল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রণপূর্বক মাঠ কার্যালয় সমূহে বিতরণ করতে হবে। অন্যান্য ফরম, প্যাকেট, পরিচয়পত্র, আচরণ বিধিমালা, প্রতীকের পোস্টার, ম্যানুয়াল, নির্দেশিকা ইত্যাদি সম্ভাব্য সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে মুদ্রণ পূর্বক সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। ইসি জানায়, আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ এবং অন্যান্য স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত) নির্বাচনে ব্যালট পেপারসহ অন্যান্য মুদ্রণ সামগ্রী মুদ্রণের জন্য কী পরিমাণ কাগজ প্রয়োজন হবে, তার হিসাব জানার জন্য গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, তেজগাঁও এবং কাগজের বর্তমান মজুদ সম্পর্কে জানার জন্য বাংলাদেশ

২-এর পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্য-পরিবেশ খাতে ব্যাংকগুলোর সিএসআর ব্যয় বেড়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ব্যাংকগুলো ২০২৪ সালের প্রথমার্ধের চেয়ে শেষ ছয় মাসে করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার-সিএসআর ব্যয় কিছুটা কমেছে। তবে বছরের শেষ ছয় মাসে আগের চেয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রশমন অভিযোজন খাতের সিএসআর ব্যয় বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, দেশের ব্যাংকগুলো ২০২৪ সালে করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার-সিএসআর ব্যয় করেছে ৬১৫ কোটি ৯৬ লাখ টাকা। এর মধ্যে জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাস সময়ে ব্যাংকগুলোর সিএসআর ব্যয় হয়েছে ৩০৬ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। বছরের প্রথম ছয় মাস অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত

২-এর পাতায় দেখুন

৫ বছর সরকারকে ক্ষমতায় রাখার বিষয়ে আমি কিছু বলিনি, জনগণ বলেছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, পাঁচ বছর সরকারকে ক্ষমতায় রাখার বিষয়ে আমি কিছু বলিনি। এ কথা জনগণ বলেছে। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত কোর কমিটির বৈঠক শেষে তিনি ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন। জাহাঙ্গীর আলম বলেন, নির্বাচন কবে হতে পারে তা বলে দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা, এর বাইরে আমার কিছু বলার নেই। তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রাম ডিসি হিলে বৈশাখের অনুষ্ঠানের আগেরদিন হামলার ঘটনা ঘটেছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যেন না ঘটে সরকার ব্যবস্থা নেবে। এ সময় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) প্রধানের পদ থেকে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার রেজাউল করিম মল্লিকের বদলি নিয়ে প্রশ্নে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ডিবিপ্রধানকে সরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে মডেল মেঘলা আলম ইস্যুর সংশ্লিষ্টতা নেই। এটা রুটিন প্রক্রিয়া। কেউ দায়িত্বে আসবেন, আবার চলেও যাবেন। সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশের লোগো পরিবর্তনের বিষয়ে তিনি বলেন, পর্যায়ক্রমে পুলিশের পোশাক ও লোগো পরিবর্তন কার্যকর হবে। পহেলা বৈশাখ উদযাপন সফল হয়েছে জানিয়ে জাহাঙ্গীর আলম আরও বলেন, প্রথমবারের মতো জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণে চৈত্রসংক্রান্তি ও পহেলা বৈশাখ উদযাপন হয়েছে। সবার সহযোগিতায় নিরাপত্তা বাহিনীও ভালোভাবে কাজ করতে পেরেছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, গণমাধ্যমকর্মী ও সাধারণ মানুষজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রসঙ্গত, এর আগে সুনামগঞ্জে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছিলেন, সাধারণ মানুষ বলছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আগের থেকে ভালো হয়েছে। রাস্তা থেকে আমাকে বলতেছে আপনারা আরও ৫ বছর থাকেন। এ নিয়ে পরবর্তীতে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়।

ডাকসু নির্বাচনের টাইমলাইন ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের টাইমলাইন ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সে অনুযায়ী, আগামী মে মাসে নির্বাচন কমিশন গঠন ও ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা হবে। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) ঢাবির জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন মনে করে, ডাকসু প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষার্থীদেরও ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ আছে। সেই কারণে প্রশাসন ডাকসু নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য ডাকসু নির্বাচন সম্পাদনের জন্য

২-এর পাতায় দেখুন

শিগগির চালের দাম সহনীয় হবে: বাণিজ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, দুই সপ্তাহের মধ্যে বাজারে বোরো ধানের চাল আসবে। আশা করি নতুন ধান উঠলে চালের বাজার আরও সহনীয় হয়ে ওঠবে। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) ভোজ্যতেলের আমদানি ও সরবরাহসহ সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা সংক্রান্ত এক সভা শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, দুঃখজনকভাবে বেশ কিছুদিন ধরেই চালের দাম বেড়েছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে বাজারে বোরো ধানের চাল আসবে। চিকন যে চাল বিশেষ করে নাজিরশাইল বা মিনিকেট এটা কিন্তু বোরো মৌসুমের চাল থেকেই আসে। তিনি বলেন, এ বছর আমাদের আবহাওয়া ও বিদ্যুতের অবস্থা ভালো ছিল। তাছাড়া সারের সরবরাহসহ সামগ্রিক বিষয় ভালো ছিল। আমরা মনে করছি আল্লাহর রহমতে আমাদের ফসল তথা ধানেও একটা বরকত আসবে। আশা করি নতুন ধান উঠলে চালের বাজার আরও

২-এর পাতায় দেখুন

হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে এলো ৮৪৩১ টন চাল

স্টাফ রিপোর্টার : পহেলা বৈশাখের ছুটির দিনেও দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে একদিনেই রেকর্ড সংখ্যক ২০১ ট্রাকে আট হাজার ৪৩১টন চাল আমদানি হয়েছে। এদিকে আমদানি বন্ধের খবরে বন্দরে বেড়েই চলেছে চালের দাম। প্রতি কেজিতে প্রকারভেদে ২ থেকে ৩ টাকা করে বেড়েছে। আবার কিছু কিছু চালের দাম ৪/৫ টাকা করে বেড়েছে। এলসি করা সব চাল দেশে প্রবেশের লক্ষ্যে গত সোমবার পহেলা বৈশাখের ছুটির দিনেও বিশেষ ব্যবস্থায় বন্দরের আমদানি-রফতানি কার্যক্রম খোলা রাখা হয়েছিল। গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে বন্দর দিয়ে ভারত থেকে চালসহ অন্য পণ্য আমদানি অব্যাহত রয়েছে। তবে নতুন করে চাল আমদানির মেয়াদ না বাড়ানো হলে বুধবার থেকে আর চাল আমদানি হবে না। হিলি স্থলবন্দর

২-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে ঢাকা কলেজ ও ঢাকা সিটি কলেজের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে সায়েন্সল্যাব মোড়ে দুই কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার সূত্রপাত হয়। তবে তাৎক্ষণিকভাবে সংঘর্ষের কারণ জানা যায়নি। সরেজমিনে দেখা গেছে, সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা সায়েন্সল্যাব ফুটওভার ব্রিজের নিচে এবং ঢাকা কলেজে শিক্ষার্থীরা সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সামনে অবস্থান নিয়েছেন। উভয়পক্ষ ইটপাটকেল নিক্ষেপ করছে। এদিকে, ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের থামাতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের রমনা বিভাগের ডিসি মাসুদ আলমকে তৎপরতা চালাতে দেখা গেছে।

জনমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো 'বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ আয়োজিত এবারের পয়লা বৈশাখের এই বর্ণিল শোভাযাত্রার প্রতিপাদ্য ছিল 'নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান'। ছবিটি সোমবার তোলা।

সুদানে দারফুরে আধাসামরিক বাহিনীর হামলায় চার শতাধিক নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সুদানের আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) দারফুর অঞ্চলের দুর্ভিক্ষকবলিত শরণার্থীশিবিরে টানা দুই দিন হামলা চালিয়েছে। এতে চার শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে বলে 'বিশ্বাসযোগ্য সূত্রের' বরাত দিয়ে জানিয়েছে জাতিসংঘ। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। সুদানি সেনাবাহিনীর কাছ থেকে দারফুরের শেষ বড় শহর আল-ফাশেরের নিয়ন্ত্রণ নিতে গত সপ্তাহে আরএসএফ আশপাশের শরণার্থী শিবিরগুলোতে স্থল ও আকাশপথে ব্যাপক হামলা চালানো শুরু করে। জাতিসংঘ জানিয়েছে, তারা বৃহস্পতিবার থেকে শনিবারের মধ্যে অন্তত ১৪৮ জন নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। নিহতের প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি

২-এর পাতায় দেখুন

গাজায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৯ জন নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় ২৪ ঘণ্টায় কমপক্ষে ৩৯ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এর ফলে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের গণহত্যায় মৃতের সংখ্যা ৫০ হাজার ৯৮৩ জনে দাঁড়িয়েছে। সোমবার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। খবর আদাদোলু এজেন্সির। মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আরও ১১৮ জন আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে, যার ফলে ইসরায়েলি হামলায় আহতের সংখ্যা ১ লাখ ১৬ হাজার ২৭৪ জনে দাঁড়িয়েছে। "অনেক ভুক্তভোগী এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় আটকা পড়েছেন। কারণ উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না," এতে আরও বলা হয়েছে। জানুয়ারিতে যুদ্ধবিরতি এবং বন্দী বিনিময় চুক্তি কার্যকর হওয়ার পরও ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ১৮ মার্চ গাজা উপত্যকায় এক আকস্মিক বিমান অভিযান শুরু করে, যার ফলে ১৬১৩ জন নিহত এবং ৪২০০ জনেরও বেশি আহত হয়। গত নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গাজায় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং তার সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। ছিটমহলের ওপর যুদ্ধের জন্য ইসরায়েল আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার মামলার মুখোমুখি।

ঢাকার সড়কে সকালে গণপরিবহন কম, অফিসগামী মানুষের ভোগান্তি

স্টাফ রিপোর্টার : নববর্ষে একদিনের ছুটি শেষে মঙ্গলবার যথারীতি খুলেছে সব সরকারি-বেসরকারি অফিস। ফলে সকাল থেকেই রাজধানীর সড়কগুলোতে যানবাহনের চাপ বেড়েছে। গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছুটতে দেখা গেছে কর্মজীবী মানুষদের। তবে ঢাকার সড়কে অফিসগামী মানুষের চাপ থাকলেও এদিন সকালে গণপরিবহনের সংখ্যা ছিল তুলনামূলক কম। বাস স্টপেজগুলোতে গাড়ির কিছুটা ধীরগতি লক্ষ্য করা গেলেও কোথাও দীর্ঘ যানজটের চিত্র দেখা যায়নি। তবে কোথাও কোথাও স্টপেজগুলোতে গণপরিবহনের কিছুটা জটলা দেখা গেছে। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) সকালে সরেজমিনে রাজধানীর কল্যাণপুর, শ্যামলী, আগারগাঁও, ফার্মগেট ও কারওয়ানবাজার এলাকা ঘুরে ও গুগল ম্যাপের সহায়তায় এমন চিত্র দেখা গেছে। সরেজমিনে দেখা যায়, অফিসগামী মানুষ সকাল ৮টার আগে থেকেই বাস স্টপেজগুলোতে ভিড় করেন। যদিও সড়কে গণপরিবহনের উপস্থিতি ছিল কম।

২-এর পাতায় দেখুন

আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে তিন গুণ টাকা আবদার, কমিশনের বাগড়া

স্টাফ রিপোর্টার : প্রতিটি দুই কোটি ১৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছিল সরকার। একই মানের ৮০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় নির্মাণে এবার প্রতিটির জন্য ব্যয়প্রস্তাব করা হয়েছে ছয় কোটি ৮৩ লাখ টাকা। একই প্রকল্পের তৃতীয় ধাপে এসে সময়ের ব্যবধান থাকলেও এই ব্যয় 'অযৌক্তিক' মনে করছে পরিকল্পনা কমিশন। উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ তৃতীয় ধাপের প্রকল্পে এ ব্যয়প্রস্তাব করেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। প্রকল্পের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের এ প্রস্তাবনা নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন তুলেছে কমিশন। পরিকল্পনা কমিশন জানায়, ব্যয় কমানোর জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত 'উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (তৃতীয় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পে নানা প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে দেশের খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের ১৩ জেলার ৪৬টি উপজেলায় ৮০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রথম ধাপে মার্চ ২০১১ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে মোট ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে জুলাই ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে মোট ৫৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২২০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। বর্তমান বাস্তবতা ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের প্রকল্প ব্যয় এবং সংখ্যা আনুপাতিক হারে যৌক্তিক পর্যায়ে কমানো হবে। প্রকল্পে আপ্যায়ন খরচ বাবদ দুই লাখ, অনিয়মিত শ্রমিক মজুরি খাতে ১০ লাখ, ইন্টারনেট-ফ্যাক্স খাতে ৫ লাখ, টেলিফোন বিল খাতে ৭ লাখ টাকাসহ অন্য অঙ্গের ব্যয় যৌক্তিক হারে কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া, যে সব খাতের একক পরিমাণ থোক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট করে প্রকল্পে উল্লেখ করা জরুরি বলে মত দিয়েছে কমিশন। পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতিটি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে ছয় কোটি ৮৩ লাখ টাকা খরচ পড়বে। আগের দুই ধাপ বিবেচনায় প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ বাবদ চার কোটি ৬৪ লাখ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়প্রস্তাব করা হয়েছে। বাড়তি এ ব্যয় কমানোর প্রস্তাব করেছে কমিশন। প্রকল্পের

২-এর পাতায় দেখুন

এএসপি জাবেদকে বরখাস্ত করে প্রজ্ঞাপন

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে র‍্যাব-২ এর সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) জাবেদ ইকবালকে সাময়িক বরখাস্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, মোহাম্মদপুর র‍্যাব-২ এর সহকারী পুলিশ সুপার জাবেদ ইকবালকে গত ১১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন ১৯৭৩ এর ৩ পরোয়ানামূলে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করা হয়। সেহেতু জাবেদ ইকবালকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে সরকারি চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। তবে, বিধি অনুযায়ী খোরপোশ ভাতা প্রাপ্য হবেন তিনি। এর আগে, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক উপকমিশনার (ডিসি) মো. শহিদুল্লাহ, বাগেরহাট জেলার সাবেক পুলিশ সুপার আবুল হাসনাত খান ও নোয়াখালীর সাবেক পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আসাদুজ্জামানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। এ ছাড়া গত ১৬ মার্চ

২-এর পাতায় দেখুন

হাসিনা-জয়সহ ২৯ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে দুদকের করা পৃথক দুই মামলায় পলাতক শেখ হাসিনা ও তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়সহ ২৯ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। দুদকের দেওয়া চার্জশিট আমলে নিয়ে মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিব এ আদেশ দেন। আদালতে দুদকের প্রসিকিউশন বিভাগের সহকারী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। দুদকের করা দুটি মামলার প্রথমটিতে ১২ জন এবং দ্বিতীয় মামলায় ১৭ জনকে আসামি করা হয়েছে। আসামিরা পলাতক থাকায় আদালত তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম সরকার, জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব পূরবী গোলদার, অতিরিক্ত সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, সচিব মো. শহীদ উল্লা খন্দকার, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানের পিএ মো. আনিছুর রহমান মিঞা, রাজউকের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, কবির আল আসাদ, তন্ময় দাস, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মেজর (ইঞ্জি.) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী (অব.), মো. নুরুল ইসলাম,

২-এর পাতায় দেখুন

গুলশানের ফ্ল্যাট দখল

মামলার আসামি টিউলিপসহ ৩

স্টাফ রিপোর্টার : অবৈধ সুবিধা নিয়ে রাজধানীর গুলশানে ইস্টার্ন হাউজিং লিমিটেডের ফ্ল্যাট নেওয়ার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগনি ও যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রতিমন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিকসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে সংস্থাটির উপপরিচালক মনিরুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। দুদকের ঊর্ধ্বতন একটি সূত্র মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। আসামিরা হলেন- টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) সাবেক সহকারী আইন উপদেষ্টা শাহ মো. খসরুজ্জামান এবং সাবেক সহকারী আইন উপদেষ্টা-১ সরদার মোশারফ হোসেন। এজাহার সূত্রে জানা যায়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, অপরাধমূলক অসদাচরণ ও অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোনো টাকা পরিশোধ না করেই অবৈধ পারিতোষিক হিসেবে

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বুধবার ॥ ১৬ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ৩ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

শিল্পগ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) ঘোষিত গ্যাসের নতুন মূল্যহারকে বৈষম্যমূলক আখ্যায়িত করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সংগঠন ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। সংগঠনটির মতে, নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন গ্রাহক, প্রতিশ্রুত গ্রাহক ও বিদ্যমান গ্রাহকদের জন্য আলাদা আলাদা গ্যাসের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা কোনোভাবেই গ্রহনযোগ্য নয়। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি জানায়, সরকারের টেকসই ও নির্ভরযোগ্য জ্বালানী সরবরাহের যে লক্ষ্য রয়েছে তাতে পূর্ণ সমর্থন জানালেও বিইআরসি ঘোষিত প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহারের ফলে নতুন বিনিয়োগ ও শিল্প সম্প্রসারণ চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হবে। বিইআরসির নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যমান গ্রাহকদের চেয়ে নতুন গ্রাহক, নতুন গ্যাস সেলস অ্যাগ্রিমেন্ট, অনুমোদিত লোডের চেয়ে অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী এবং প্রতিশ্রুত গ্রাহকদের বেশি মূল্য পরিশোধ করতে হবে, এমনকি তা একই খাতের কোম্পানি হলেও। এই দ্বৈত-মূল্যনীতি কেবল ন্যায্য প্রতিযোগিতার নীতিকে লঙ্ঘন করে না বরং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি অনিশ্চিত করে। ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের যে মডেলটি বিইআরসি ঘোষণা করেছে তা নজিরবিহীন এবং এর কারণে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে। একই খাতে পরিচালনাকারী কোম্পানিগুলোর মধ্যে আলাদা আলাদা জ্বালানী খরচের কারণে উৎপাদন খরচে পার্থক্য তৈরি হবে এবং এ ধরনের মূল্য কাঠামো সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরির নীতির পরিপন্থি। সর্বোপরি, বাংলাদেশ সরকার যখন বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে নানাবিধ পদক্ষেপ নিচ্ছে তখন শুধু নতুন শিল্প কিংবা নতুন বিনিয়োগকারীদের জন্য গ্যাসের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত একটি বিপরীতমুখী আচরণ। এ ধরনের সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের আস্থা নষ্ট করবে, ভবিষ্যৎ বিনিয়োগকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে এবং ইনভেস্টমেন্ট সামিটের মতো ইতিবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে অর্জনকে ধ্বংস করবে। ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি জাভেদ আখতার বলেন, শিল্পের প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনে একটি স্বচ্ছ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্বালানী মূল্য নির্ধারণ কাঠামো আবশ্যক। আমরা জ্বালানীর চাহিদা ও তা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিইআরসিকে নতুন এই গ্যাসের মূল্য কাঠামো পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানাচ্ছি এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের মতো বৃহৎ লক্ষ্যগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে নীতি নির্ধারণে দাবি জানাই। সংগঠনটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, সবশেষ ঘোষণা অনুযায়ী যে কোনো নতুন গ্যাস সেলস অ্যাগ্রিমেন্ট নতুন সংযোগ হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ, দীর্ঘদিন ধরে গ্যাস ব্যবহার করে আসা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকেও চলতি চুক্তি শেষ হলে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে করলে অতিরিক্ত গ্যাস ট্যারিফের স্ল্যাবে ফেলতে পারবে। এ ধরনের বিধান শুধু অযৌক্তিক ও অন্যায্যই নয়, বরং নিয়ন্ত্রকদের হাতে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ তৈরি করে দেয়। যার মাধ্যমে তারা আগের চুক্তি জোরপূর্বক ৭-এর পাতায় দেখুন

গরম ও বৃষ্টি নিয়ে নতুন বার্তা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের আট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় বজ্রসহ বৃষ্টির পাশাপাশি গরম কমার আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) সকালে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। এ অবস্থায় মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ সময়ে সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। সন্দ্বীপ ও সীতাকুন্ড অঞ্চলসহ ঢাকা, টাঙ্গাইল, নারায়নগঞ্জ, মাদারীপুর, মৌলভীবাজার, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, খুলনা, বাগেরহাট ও পটুয়াখালী জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া মৃদু তাপপ্রবাহ কিছু কিছু জায়গা থেকে প্রশমিত হতে পারে। বুধবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। তবে, খুলনা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বরিশাল বিভাগের দু-এক বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় জ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে পররাষ্ট্রসচিবের সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার : সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. ভিভিয়ান বালাকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব মো. জসীম উদ্দিন। স্থানীয় সময় সোমবার (১৪ এপ্রিল) সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তরে এ সাক্ষাৎ হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, পররাষ্ট্রসচিব বাংলাদেশসহ এশীয় দেশগুলোর জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সুশাসন এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে উদাহরণ হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য সিঙ্গাপুরের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। তিনি সিঙ্গাপুরের চমৎকার অভিবাসী কর্মী ব্যবস্থার জন্যও প্রশংসা করেন। ক্রমবর্ধমান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করে জসীম উদ্দিন সিঙ্গাপুরের বাজারে এবং তার বাইরে বাংলাদেশি পণ্য, বিশেষ করে ওষুধ, চামড়াজাত পণ্য, তৈরি পোশাক, সিরামিক, সাইকেল, হোম টেক্সটাইল এবং পাদুকা আমদানির সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য তিনি আলোচনাধীন সিঙ্গাপুরের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সম্পাদনের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। বাংলাদেশে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের (এফডিআই) একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে সিঙ্গাপুরকে তুলে ধরে তিনি জ্বালানি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, টেলিযোগাযোগ, বন্দর ও বিমানবন্দর অবকাঠামো, নগর উন্নয়ন এবং কৃষি প্রক্রিয়াকরণের মতো অগ্রাধিকারমূলক খাতে আরও বিনিয়োগের আহ্বান জানান। পররাষ্ট্র সচিব পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্বাস্থ্য খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষতা ভাগাভাগি এবং বাংলাদেশে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে ও স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতার ওপর জোর দেন। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিবের কাছে রোহিঙ্গা সংকট সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে হালনাগাদ তথ্য শোনেন এবং এই বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতি সিঙ্গাপুরের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। আসিয়ান সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার মর্যাদার জন্য বাংলাদেশের প্রচেষ্টার বিষয়ে সিঙ্গাপুরের মন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতি দেশটির সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, দুটি বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ পারস্পরিক স্বার্থের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয়গুলোতে একে অপরকে সমর্থন অব্যাহত রাখবে। পররাষ্ট্রসচিব পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান এবং আশা করেন যে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে এই বিষয়ে ঐকমত্য তৈরিতে আসিয়ান প্ল্যাটফর্মের মধ্যে সিঙ্গাপুর তার ভূমিকা পালন করবে। পররাষ্ট্র সচিব দুই বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার জন্য রাজনৈতিক পর্যায়ে নিয়মিত যোগাযোগ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরসহ উচ্চ পর্যায়ের সফর বিনিময়ের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

আউটসোর্সিং সেবাগ্রহণ নীতিমালা জারি

স্টাফ রিপোর্টার : আউটসোর্সিং সেবাকর্মীদের জন্য সেবাগ্রহণ নীতিমালা-২০২৫ জারি করা হয়েছে। নতুন এই নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য হলো-আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে দক্ষ, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং মানসম্পন্ন সেবা নিশ্চিত করা এবং একই সঙ্গে সেবাকর্মীদের উৎসাহিত করা। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) এ নীতিমালা জারি হয় বলে অর্থ মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস নোটে বলা হয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পক্ষ থেকে নববর্ষের উপহার হিসেবে এ নীতিমালা জারি হয়। এতে আরও বলা হয়, পাঁচটি ক্যাটাগরির সেবা ও তিনটি বিশেষ সেবা জনপ্রতি মাসিক সেবামূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ছাড়া এক মাসের সমপরিমাণ সেবামূল্যের অর্ধেক (৫০ শতাংশ) হারে দুটি ও এক পঞ্চমাংশ (২০ শতাংশ) হারে বৈশাখী প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি ৭-এর পাতায় দেখুন

বিশুদ্ধ পানি যেন সোনার হরিণ!

৮টি গ্রামের মানুষ পানির সংকটে পড়েছেন

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী উপজেলা ধোবাউড়া। এই উপজেলা ভারতের মেঘালয় রাজ্যের সীমান্তঘেঁষা। বর্ষা মৌসুমে পাহাড় থেকে ঝর্ণার পানি নিচে নামে। সেই পানিই ভরসা ধোবাউড়ার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ স্থানীয়দের। পাহাড়ি ছড়ায় বালু সরিয়ে গর্ত করে পানি সংগ্রহ করেন তারা। এই পানির সংকট দেখা দিলে সংগ্রহ করা হয় পুকুরের পানি। উপজেলার দক্ষিণ মাইজপাড়া ও ঘোষগাঁও ইউনিয়নের অন্তত ৮টি গ্রামের মানুষ বিশুদ্ধ পানির সংকটে পড়েছেন। ফলে পুকুর ও ছড়ার পানিই তাদের জীবনধারণের একমাত্র ভরসা হয়ে উঠেছে। তবে এই পানি পান করে পেটের পীড়া, চর্মরোগসহ নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন তারা। এমন ভোগান্তির সমাধান চেয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ভুক্তভোগীরা। স্থানীয়রা জানান, উপজেলার দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়নের গিলগড়া, কাশিপুর, বাকপাড়া, শানখলা, পঞ্চনন্দপুর গ্রাম ও ঘোষগাঁও ইউনিয়নের গোলইভাংগা, চন্দকোনাসহ আরও কয়েকটি এলাকা পাহাড়ি অঞ্চল। এসব গ্রামের গুটিকয়েক মানুষ বেশি টাকা ব্যয় করে সাবমারসিবল পাম্প বসালেও বেশিরভাগ মানুষ অর্থাভাবে তা পারছে না। ফলে ভাগ্যে জুটছে না বিশুদ্ধ পানি। স্থানীয় মতিন মিয়া বলেন, পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় নলকূপ স্থাপন করা খুব কঠিন। কারণ নিচে পাথরে আটকে যায় পাইপ। তারওপর বেশিরভাগ মানুষ আর্থিকভাবে অসচ্ছল। ফলে খরচ অনেক বেশি হওয়ার কারণে নলকূপ সবাই স্থাপন করতে পারে না। সরকারিভাবেও নলকূপ স্থাপন করে সহায়তা না করায় মানুষ খুব ভোগান্তিতে পড়েছে। বাধ্য ৭-এর পাতায় দেখুন

আশুলিয়ায় মরদেহ পোড়ানো মামলায় ৩ পুলিশ কর্মকর্তা কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে সাভারের আশুলিয়ায় মরদেহ পোড়ানোর ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তারা হলেন ঢাকা জেলার সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. আব্দুল্লাহিল কাফী, ঢাকা জেলা পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত সুপার (সাভার সার্কেল) মো. শাহিদুল ইসলাম ও সাবেক ডিবি পরিদর্শক মো. আরাফাত হোসেন। প্রসিকিউশনের আবেদনের শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর মিজানুল

লাগামহীন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে কর্মরত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলছে লাগামহীনভাবে। সরকার কোনোভাবেই তা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না। বর্তমানে দেশের ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্য নেই। আর ৮৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-উপাচার্য নেই। তাছাড়া কোষাধ্যক্ষ (ট্রেজারার) নেই ৩৭ বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়নি। অভিযোগ রয়েছে অনিয়ম করতেই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ এসব পদ কৌশলে দীর্ঘদিন ধরে ফাঁকা রাখা হচ্ছে। আর সরকার চেষ্টা করেও লাগামহীন এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করতে সফল হতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দেশে কর্মরত বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারের নির্দেশনা তোয়াক্কা না করা, বিধিবহির্ভূতভাবে একাডেমিক প্রোগ্রাম পরিচালনা, দীর্ঘ সময়েও স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়া, যেনতেনভাবে পাঠদান শেষে সার্টিফিকেট প্রদান ছাড়া আরো অনেক অনিয়মে জড়িত রয়েছে। আর অনিয়ম করতেই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদগুলো বছরের পর বছর ফাঁকা রাখছে। মূলত খেয়ালখুশিমতো বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতেই এ অনিয়ম করা হচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী ও একাডেমিক কর্মকর্তা হলেন উপাচার্য (ভিসি)। তিনি সিন্ডিকেট ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন। কিন্তু না থাকায় ওসব প্রতিষ্ঠান খেয়ালখুশি মতো চলছে। সূত্র জানায়, যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই তার মধ্যে রয়েছে পিপলস ইউনিভার্সিটি, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে শূন্য), ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে), প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, স্টেট ৭-এর পাতায় দেখুন

আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করাই সর্বপ্রথম সংস্কার: ববি হাজ্জাজ

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ বলেছেন, আমরা ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে রাষ্ট্র সংস্কারের মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। তবে আমরা মনে করি, ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত হওয়া এই সরকারের দায়িত্ব ছিল টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের জন্য ফ্যাসিবাদী সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার করা। কারণ আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করাই সর্বপ্রথম সংস্কার। মঙ্গলবার ড. আলী রিয়াজ-এর নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ-এর নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল, জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে মিডিয়া ব্রিফিংয়ে বক্তব্য রাখেন ববি হাজ্জাজ। ববি হাজ্জাজ বলেন, ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় উন্নীত করতে চায় বাংলাদেশ-তুরস্ক

স্টাফ রিপোর্টার : সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা দুই দেশের মধ্যে অংশীদারত্বকে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করবে বলে আশা করছে বাংলাদেশ ও তুরস্ক। যার মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করবে। সোমবার (১৪ এপ্রিল) আঙ্কারায় তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের কার্যালয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন এবং তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বৈঠকে দুই সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা হয়। পরে বাংলাদেশ সরকারের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈঠকের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল অমীমাংসিত সমস্যাগুলো সমাধান করা এবং নতুন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে তুরস্ক এবং বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক শক্তিশালী ৭-এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রামের সিআরবি শিরীষতলায় বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে শিল্পীদের পরিবেশনা। ছবিটি সোমবার তোলা।

নেতানিয়াহুকে ইসরায়েলের 'শত্রু' বললেন দেশটির সাবেক সেনাপ্রধান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের মধ্যেও গাজায় অবিরাম হামলা চালিয়ে যাচ্ছে দখলদার ইসরায়েল। এমনকি গাজাতে সর্বাত্মক অবরোধও জারি রেখেছে তারা। এমন অবস্থায় ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে 'ইসরায়েলের শত্রু' বলে আখ্যায়িত করেছেন দেশটির সাবেক সেনাপ্রধান ড্যান হালুৎজ। সোমবার (১৪ এপ্রিল) বার্তাসংস্থা আনাদোলু এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায়। চ্যানেল ১২-কে সাবেক এই সেনাপ্রধান বলেন, নেতানিয়াহু ইসরায়েলের নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকিস্বরূপ। এই শত্রুকে দমন করা উচিত অথবা বন্দি করা উচিত, তবে হত্যা করা উচিত নয়। ড্যান হালুৎজের এমন মন্তব্যের নিন্দা জানিয়েছে নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টি। এদিকে, গাজায় বন্দি জিম্মিদের মুক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান ও সেখানে যুদ্ধের অবসানের ৭-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনের আগে লুট হওয়া অস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের সময় পুলিশের লুট হওয়া প্রায় দেড় হাজার আগ্নেয়াস্ত্র ও আড়াই লাখের বেশি গোলাবারুদ এখনও উদ্ধার হয়নি। এসব অস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন অপকর্মে। পুলিশ জানিয়েছে, লুট হওয়া অস্ত্রের ৭৬ ভাগ উদ্ধার করা হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানীরা বলছেন, নির্বাচনের আগে সহিংসতায় এসব অস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা রয়েছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গত বছরের ৫ আগস্ট স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। এরপর রাজধানীসহ সারাদেশে ৪৬০টি থানায় হামলার ঘটনা ঘটে। নানান স্থাপনা থেকে লুট হয় ৫ হাজার ৭৫০টি আগ্নেয়াস্ত্র। গোলাবারুদ লুট হয়েছে ৬ লাখ ৫১ হাজার ৮২৬ রাউন্ড। গত বছরের ৩০ নভেম্বর মুন্সিগঞ্জে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস লেন থেকে শাহিদা আক্তারের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ওই ঘটনায় শাহিদার কথিত বন্ধু তন্ময় জানিয়েছিল, ঢাকার ওয়ারী থানা থেকে লুট করা পিস্তল দিয়ে শাহিদাকে গুলি করেন তিনি। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য বলছে, গত ৯ এপ্রিল পর্যন্ত ৪ হাজার ৩৭৩টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৩ লাখ ৮৮ হাজার ৪৫৬ রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার হয়েছে। তবে এখনও ১ হাজার ৩৭৭টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ২ লাখ ৬৩ হাজার ৩৭০ রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার করা যায়নি। পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া) ইনামুল হক সাগর জানান, লুট হওয়া অস্ত্রগুলো কারও হাতে গেল অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। সেজন্য উদ্ধার অভিযান চলমান রয়েছে। যতদিন পর্যন্ত অস্ত্রগুলো উদ্ধার হচ্ছে না ততদিন বিশেষ অভিযান চলবে। লুট হওয়া অস্ত্র সমাজের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি। অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ গুরুত্ব না দিলে জননিরাপত্তা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা হুমকির মুখে পড়বে বলে মনে করেন সমাজ বিজ্ঞানী মো. মাহবুব কায়সার। তিনি বলেন, নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে আমরা ৭-এর পাতায় দেখুন

ঝিনাইদহে বেড়েছে তামাক চাষ, ঝুঁকিতে প্রাণ-প্রকৃতি

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : পরিবেশ ও স্বাস্থ্যঝুঁকির পরও ঝিনাইদহে বেড়েছে তামাক চাষ। বেশি লাভের আশায় তামাক কোম্পানিগুলোর চটকদার প্রলোভনে দিন দিন ক্ষতিকর তামাক চাষে ঝুঁকে পড়ছেন কৃষক। ফলে জেলার শত শত হেক্টর জমি উর্বরতা হারাচ্ছে। উচ্চমাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে জমির প্রকৃতিও পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তামাক চাষ করা জমিতে অন্য ফসলের ফলন নিয়েও কৃষকদের মাঝে হতাশা বিরাজ করছে। কৃষকেরা বলছেন, তামাক চাষের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অনেক কৃষক রয়েছেন অন্ধকারে। তামাক চাষ রোধে নেই সরকারি দপ্তরের কোনো উদ্যোগ। ফলে তামাক চাষ গত বছরের চেয়ে বেড়েছে। জেলার হরিণাকুণ্ডু, মহেশপুর, সদর উপজেলা ও শৈলকূপার বিভিন্ন মাঠে বিস্তীর্ণ তামাকের ক্ষেত দেখা গেছে। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে নানা সমস্যার কথা। কৃষকেরা জানান, অন্যান্য ফসল চাষ করলে দাম পাওয়া যায়। কিন্তু ধান, গম, ভুট্টা বিক্রি করে একবারে অনেক টাকা পাওয়া যায় না। যে কারণে কৃষক তামাক চাষে ঝুঁকে পড়েছেন। এ ছাড়া তামাক কোম্পানিগুলো চাষি পর্যায়ে নানা প্রলোভন দেখিয়ে তামাক চাষে আগ্রহী করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। কৃষকেরা অভিযোগ করেন, তামাক বিক্রির জন নির্ধারিত কার্ডের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোম্পানির কাছে তামাক বিক্রি করতে হয়। কোম্পানিগুলো কৃষকদের অগ্রিম টাকা-পয়সা দিয়ে অনেকটা জিম্মি করে ফেলে। যে কারণে কেউ ৭-এর পাতায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্রে বিরল খনিজ রপ্তানি বন্ধ করবে চীন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : শুল্কযুদ্ধের নতুন পদক্ষেপ হিসেবে চীন দুর্লভ খনিজ, প্রাকৃতিক চুম্বক (ম্যাগনেট) সরবরাহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থাৎ এসব পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করবে না তারা। চীনের এই পদক্ষেপের কারণে বিরল ধাতু, মৌল ও চুম্বকের সরবরাহ ব্যবস্থায় বড় ধাক্কা লাগবে এমন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ফলে গাড়ি, অ্যারোস্পেস, সেমিকন্ডাক্টর ও সামরিক শিল্প বড় সমস্যায় পড়তে পারে। দ্য নিউইয়র্ক টাইম্?সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাণিজ্যযুদ্ধ মোকাবিলা নিয়ে গত কয়েক দিন ধরে আলোচনা করে এসেছে চীন সরকার। চীন থেকে কোন কোন জিনিস রপ্তানি করা হবে তা নিয়ে একটি নতুন বিধিমালা ব্যবস্থার খসড়া তৈরি করেছে চীন প্রশাসন। সেই খসড়া তালিকাতেই আছে বিরল খনিজ এবং চুম্বকের কথা। একবার এই নতুন ব্যবস্থা চালু হয়ে গেলে কয়েকটি কোম্পানিসহ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কনট্রাক্টরদের জন্যও স্থায়ীভাবে এই খনিজ এবং চুম্বক রপ্তানি বন্ধ হয়ে ৭-এর পাতায় দেখুন

সয়াবিন তেলের দাম লিটারে ১৪ টাকা বেড়ে ১৮৯ টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : চার মাসের মাথায় দেশের বাজারে সয়াবিন তেলের দাম আবার বেড়েছে। এবার বোতলজাত সয়াবিনের দাম লিটারে ১৪ টাকা এবং খোলা সয়াবিন তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে লিটারে ১২ টাকা। নতুন দাম আজ থেকেই কার্যকর হবে। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) সচিবালয়ে ভোজ্যতেলের আমদানি ও সরবরাহসহ সার্বিক বিষয়ে পর্যালোচনা সভা শেষে এ তথ্য জানান বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন। এর আগে গত বছরের ৯ ডিসেম্বর বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম বাড়ানো হয়েছিল। তখন লিটারপ্রতি দাম নির্ধারণ করা হয় ১৭৫ টাকা। পর্যালোচনা সভা শেষে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন বলেন, বোতলজাত সয়াবিন তেল প্রতি লিটারে ১৪ টাকা বাড়িয়ে ১৮৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর খোলা সয়াবিন তেল প্রতি লিটারে ১২ টাকা বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬৯ টাকা।

পাঁচ লিটারের প্রতি বোতল সয়াবিন তেলের দাম ৯২২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন দাম আজ থেকেই কার্যকর হবে বলে জানান তিনি। বাণিজ্য উপদেষ্টা জানান, স্থানীয় বাজার থেকে ভোজ্যতেলের জোগান বাড়াতে দুটি তেল কোম্পানি উৎপাদন শুরু করেছে। আরও ৬-৭টি তেল কোম্পানি তেল উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় আসবে। গত ১৩ এপ্রিল রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন তেলের দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিল। তবে সরকারের সিদ্ধান্ত না আসায় ওই দাম কার্যকর হয়নি।

১১৭ বার পেছাল সাগর-রুনি হত্যার তদন্ত প্রতিবেদন

স্টাফ রিপোর্টার : সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ ফের পিছিয়েছে। এ নিয়ে ১১৭ বারের মতো প্রতিবেদন জমার সময় বাড়ানো হলো। তদন্ত সংস্থা প্রতিবেদন দাখিল না করায় মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম. এ আজহারুল ইসলামের আদালত আগামী ২১ মে নতুন দিন ধার্য করেন। ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সারোয়ার ও এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেরুন রুনিকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় নিহত রুনির ভাই নওশের আলম রোমান শেরেবাংলা নগর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। আলোচিত এ হত্যা মামলায় রুনির বন্ধু তানভীর রহমানসহ মোট আসামি আটজন। অন্য আসামিরা হলেন বাড়ির নিরাপত্তারক্ষী এনাম আহমেদ ৭-এর পাতায় দেখুন

২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৫ জেলায় আম পৌঁছে দেবে ডাক বিভাগের 'স্পিডপোস্ট'

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ২৫টি জেলায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী ফল/আম পরিবহনের সুবিধা দিচ্ছে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ। এছাড়া ২১টির বেশি জেলায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আম পৌঁছে দেওয়া হবে। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) ডাক অধিদপ্তরের পরিচালক কবির আহমেদের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী ফল/আম পরিবহনের জন্য ডাক বিভাগের স্পিডপোস্টে'র মাধ্যমে প্রায় সব কটি জেলা শহরে (বান্দরবান খাগড়াছড়ি, নেত্রকোণা ব্যতীত) ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে দেবে ডাক বিভাগ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যেসব জেলায় যাবে ফল রাজশাহী, ঢাকা, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট এবং কুড়িগ্রাম। রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, সিলেট, শেরপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, গাজীপুরসহ অন্যান্য জেলা শহর। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ওপরের জেলা শহরগুলো ছাড়া অন্যান্য জেলাগুলোতে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছানো যাবে। স্পিড পোস্টে সর্বোচ্চ ৩০ কেজি পর্যন্ত আম/পার্সেল পরিবহন যায়। পণ্যের ওজন প্রথম কেজির জন্য ১০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি কেজি ৫ টাকা হারে ডাক মাশুল প্রযোজ্য। ২০১৮ সালের ৩ জুন থেকে বাংলাদেশ ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

মামলার আসামি টিউলিপসহ ৩

ইস্টার্ন হাউজিং লিমিটেডের কাছ থেকে অবৈধ সুবিধা নিয়ে গুলশান-২ এর ফ্ল্যাট (ফ্ল্যাট নং বি/২০১, বাড়ি নং ৫এ ও ৫বি (পুরাতন), বর্তমানে ১১৩, ১১বি (নতুন), রোড নং ৭১) দখল নিয়ে ও পরে রেজিস্ট্রি মূলে খতিয়ান গ্রহণ ও প্রদান করেছেন। আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২০বি/৪০৯ /১৬১/১৬২/১৬৩/১৬৪/ ১৬৫(ক)/১০৯ ধারা তৎসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি অনুসন্ধানে দুদকের উপপরিচালক মো. মনিরুল ইসলামের নেতৃত্ব সাত সদস্যের টিম গঠন করা হয়েছিল। টিমের অপর সদস্যরা হলেন- সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত কেয়া, মুবাশ্বিরা আতিয়া তমা, এস. এম. রাশেদুল হাসান, এ কে এম মর্তুজা আলী সাগর, মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম ও উপসহকারী পরিচালক মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন। গত ১০ মার্চ পূর্বাচলে ৬০ কাঠা প্লট বরাদ্দ নেওয়ার প্রমাণ পাওয়ায় ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানার পরিবারের সদস্য, সাবেক প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক একান্ত সচিব সালাউদ্দিন এবং জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ১৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পৃথক আটটি অভিযোগপত্র বা চার্জশিট দিয়েছে সংস্থাটি। যা আমলে নিয়ে আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।

হাসিনা-জয়সহ ২৯ জনের

পরিচালক শেখ শাহিনুল ইসলাম, উপপরিচালক মো. হাফিজুর রহমান, হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন এবং শরীফ আহমেদ। শেষের দুইজন তদন্তপ্রাপ্ত আসামি। আসামিদের বিরুদ্ধে রাজধানীর পূর্বাচলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ছয়টি প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। উল্লেখ্য, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। এরপর থেকে সেখানেই রয়েছেন তিনি।

আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে তিন গুণ টাকা

মোট ব্যয় হবে ৬৬১ কোটি ২৯ লাখ টাকা। চলতি সময় থেকে জুন ২০২৭ নাগাদ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে বাড়তি ব্যয় প্রসঙ্গে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) (যুগ্মসচিব) মো. আব্দুল্লাহ আল-মামুন বলেন, 'নতুন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ডিজাইন পরিবর্তন হয়েছে। পাশাপাশি আগেরগুলো ২০১১ সালের রেট শিডিউল অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়েছে। নতুনগুলো ২০২৩ সালের রেট শিডিউল অনুসারে বাস্তবায়িত হবে। এসব কারণে খরচও বাড়বে। নতুনগুলো আধুনিক ও মানসম্মত। এক হাজার মানুষকে আশ্রয় দেয়া যাবে। তবে দুর্যোগকালীন দুই হাজার মানুষকে থাকতে পারবে।' বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় নির্মাণের বাড়তি ব্যয় নিয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। এর আগে কয়েকবার প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা করেছে পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লি প্রতিষ্ঠান বিভাগ। সামনে আবারও পিইসি সভা হবে। সেই সভায় বাড়তি ব্যয়ের বিষয়টি সমাধান হবে।

পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লি প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্ম প্রধান (খাদ্য ও সার মনিটরিং উইং) মোছা. মাজেদা ইয়াসমীন বলেন, 'বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের বাড়তি ব্যয় নিয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। সামনে ফের পিইসি সভা হবে। সভায় সব পক্ষের কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন। তখনই আসলে সিদ্ধান্ত হবে ব্যয় কমানো হবে না ঠিক রাখা হবে।' প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রকল্পের উদ্দেশ্য উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস ও সামর্থ্য বাড়ানো, ঘূর্ণিঝড়ের সময় বিপদাপন্ন মানুষ ও তাদের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের সুরক্ষা দেওয়া, প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার পরিবেশের মানোন্নয়ন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে জনহিতকর কাজে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা। এছাড়া দুর্যোগকালে ৮০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের প্রতিটিতে এক হাজার জন করে মোট ৮০ হাজার বিপদাপন্ন মানুষের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রকল্পভুক্ত ৮০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ভবনের আধুনিক সুবিধা ও সৌন্দর্য বাড়ানোর মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর জানায়, বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে। এসব ঘূর্ণিঝড়ের ফলে দেশে লাখ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটে, কয়েক বিলিয়ন ডলার সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

'বিশ্ব ঝুঁকি প্রতিবেদন-২০২২' অনুযায়ী, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপদাপন্ন ১৯২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নবম এবং এশিয়া মহাদেশের মধ্যে পঞ্চম। দেশের প্রায় ১৮ কোটি মানুষের মধ্যে সাড়ে তিন কোটিরও বেশি মানুষ উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ ১৭টি জেলায় বসবাস করে। দেশের উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকার মানুষের জীবন এবং সম্পদ রক্ষার্থে বর্তমান সরকার যুগোপযোগী অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে। দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থা চার হাজার ৬৫৩টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে সরকার পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী, ঢেউটিন ও অর্থ সহায়তা দিলেও ক্ষতিগ্রস্তরা অতিদরিদ্র হওয়ার কারণে আগের অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে ফিরে আসতে পারছেন না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হলে ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকিতে থাকা মানুষ এবং তাদের সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হবে। এজন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর 'উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি নেওয়া হয়।প্রকল্পের প্রধান কার্যাবলি প্রতিটি তিন তলা বিশিষ্ট মোট এক হাজার ৬৯৬ বর্গমিটার আয়তনের অবকাঠামো নির্মিত হবে। প্রকল্পভুক্ত ৮০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহে প্রতিটিতে গভীর নলকূপ স্থাপন, বৃষ্টির পানি ধরে রাখা ও নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে।

এএসপি জাবেদকে বরখাস্ত করে

রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমিতে সংযুক্ত (সাবেক জিএমপি কমিশনার) ডিআইজি মোল্যা নজরুল ইসলাম ও সিলেট জেলার সাবেক পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নানকেও চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করে সরকার। তারা বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন।

হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে

আমদানি রফতানিকারক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক বলেন, খাদ্য মন্ত্রণালয় চাল আমদানির সর্বশেষ সময়সীমা নির্ধারণ গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত। কিন্তু এখনো অনেক আমদানিকারকদের এলসি করা চাল ভারতে ট্রাক বোঝাই অবস্থায় দেশে প্রবেশের অপেক্ষায় ছিল। আবার অনেক আমদানিকারকদের শিপমেন্ট পূরণ হয়নি। কোনও কারণে নির্ধারিত সময়ের পরে চাল আমদানি হলে ৬২.৫ ভাগ শুল্ক দিতে হবে আমদানিকারকদের। এখন শুল্কমুক্ত হিসেবে চাল আমদানি হচ্ছে, কিন্তু শুল্ক পরিশোধ করতে হলে অনেক টাকা লোকসান গুনতে হবে। তাই এলসি করা সব চাল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশে প্রবেশের লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গত সোমবার পহেলা বৈশাখের সরকারি ছুটির দিনেও বন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানি চালু রাখা হয়। এতে করে দিনটিতে বন্দর দিয়ে বিপুল পরিমাণ চাল আমদানি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কাস্টমস ও বন্দরের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় সেগুলো খালাস হয়নি। গত সোমবার বন্দর দিয়ে ভারত থেকে ২১৩ ট্রাক পণ্য আমদানি হয়। যার মধ্যে ২০১ ট্রাক ছিল চাল। গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে বন্দর থেকে সেসব চাল খালাস প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে দেশের বাজারে চালের সরবরাহ স্বাভাবিক ও দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে মেয়াদ আরও এক মাস বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন তিনি।

সুদানে দারফুরে আধাসামরিক

বলেও আশঙ্কা তাদের। জাতিসংঘের মুখপাত্র রাভিনা শামদাসানি বিবিসিকে বলেছেন, নিহতের সংখ্যা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া এখনও চলমান, এবং এর মধ্যে রোববারের সহিংসতায় নিহতরা নেই।"বিশ্বাসযোগ্য সূত্রের খবরে ৪০০-র বেশি মানুষ নিহত হয়েছে," বলেছেন শামদাসানি।

জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয় অফিস (ওসিএইচএ) জানিয়েছে, গত শুক্রবার ও শনিবার জমজম ও আবু শোক শরণার্থী শিবিরে তীব্র লড়াইয়ের পর ব্যাপক হতাহতের এবং ব্যাপক আকারে বাস্তুচ্যুতির খবরে তারা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সেনাবাহিনী গত মাসে জাতীয় রাজধানী খার্তুম পুনর্দখল করার পর সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আরএসএফ আল-ফাশের শহরে হামলা জোরদার করেছে। এটি দারফুরে একমাত্র প্রাদেশিক রাজধানী, যা এখনো আরএসএফের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। প্রায় এক বছর ধরে শহরটি ঘিরে রেখেছে আরএসএফ। আল-ফাশেরকে ঘিরে থাকা দুটি শরণার্থী শিবির, জমজম ও আবু শোক ৭ লাখেরও বেশি মানুষকে সাময়িক আশ্রয় দিয়েছে। এ আশ্রিতদের অধিকাংশকেই দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। শনিবার দেওয়া এক বিবৃতিতে আরএসএফ বলেছিল, বেসামরিকদের ওপর হামলার জন্য তারা দায়ী নয় এবং জমজমে হত্যাকাণ্ডের চিত্র মঞ্চস্থই হয়েছে তাদের গায়ে কালি লাগানোর জন্য। পরেরদিন সশস্ত্র এ গোষ্ঠীটি জানায়, তারা সুদানের সেনাবাহিনীর কাছ থেকে জমজম শিবিরটি 'সফলভাবে মুক্ত' করতে পেরেছে। আরএসএফের অভিযোগ, সেনাবাহিনী এই শিবিরটিকে সামরিক ব্যারাক বানিয়ে রেখেছিল এবং এর 'নিষ্পাপ বেসামরিকদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হতো'। ক্ষমতার দখল ঘিরে সুদানের সেনাবাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনী মধ্যে ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে লড়াই চলছে। পর্যবেক্ষক সংস্থা আর্মড কনফ্লিক্ট লোকেশন অ্যান্ড ইভেন্টের তথ্যানুসারে, সুদানে এসএএফ এবং আরএসএফের মধ্যে চলমান সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত ২৯ হাজার ৬০০ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। সুদানে চলমান এই সংঘাত বিশ্বের সর্ববৃহৎ মানবিক সংকটের সূচনা করেছে এবং লাখ লাখ মানুষকে নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছে।

ঢাকার সড়কে সকালে গণপরিবহন

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গণপরিবহন কিছুটা বাড়লেও তা অন্য স্বাভাবিক দিনের মতো ছিল না। ফলে অনেক বাসে যাত্রীদের গাদাগাদি করে চড়তে দেখা গেছে। আবার অনেকে বাসে বাদুড়ঝোলা হয়ে গন্তব্যে ছুটছিলেন। সকালে সড়কে যানবাহনের অতিরিক্ত জটলা থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা কমে আসে। সড়কে গণপরিবহনের উপস্থিতি কম থাকলেও নিজস্ব যানবাহন ছিল চোখে পড়ার মতো। গণপরিবহন কম থাকায় যাত্রীদের অনেককে ভোগান্তিতে পড়তে হয়। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর বাস পেলেও সেগুলো ছিল যাত্রীতে ঠাসা। ফলে বাধ্য হয়ে অনেকের বাড়তি ভাড়া গুনে রিকশা, মোটরসাইকেল, সিএনজিচালিত অটোরিকশা বা বিকল্প যানবাহনে গন্তব্যে যেতে হয়েছে। কল্যাণপুর থেকে বনানী অফিসে যাচ্ছিলেন ইমতিয়াজ হোসেন। দীর্ঘ অপেক্ষার পরও বাস না পেয়ে বাধ্য হয়ে চেপে বসেন ভাড়ায় চালিত মোটরসাইকেলে। কথা হলে তিনি বলেন, আজকে গাড়ি কিছুটা কম মনে হচ্ছে। গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম বেশ কিছু সময়। হাতে সময়ও কম ছিল। তাই বাধ্য হয়ে মোটরবাইকে অফিস যাচ্ছি। শ্যামলী বাসস্টপেজে দাঁড়িয়ে থাকা মহাখালীগামী যাত্রী মো. এহসান বলেন কয়েকটা বাস পেলেও যাত্রীদের চাপের কারণে সেগুলোতে ওঠার মতো সুযোগ পাননি। তিনি বলেন, গাড়ি পাচ্ছি না। যেসব বাস আসছে সেগুলোতে পা ফেলার উপায় নেই। মনে হচ্ছে অন্য কোনো উপায় খুঁজতে হবে। গাড়ির সংখ্যা কম মনে হচ্ছে কি না- জানতে চাইলে এই যাত্রী বলেন, আজকে তুলনায় কিছুটা কম মনে হচ্ছে। এছাড়া সকালে অফিস টাইমে প্রতিদিনই গাড়িগুলো যাত্রীতে ঠাসা থাকে। এসব গাড়ি অনেক সময় স্টপেজে থামছে না। থামলেও গাড়ি থেকে একজন নামলে দশ জন ওঠার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

শিগগির চালের দাম সহনীয়

সহনীয় হয়ে উঠবে। তিনি আরও বলেন, কৃষিপণ্য একটা গতিশীল জিনিস। তবে সব পণ্যে আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে যে ব্যবস্থাপনা করা যায় সেটাই করছি। ট্রাম্পের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে এলে দুই দেশের বাণিজ্য নিয়ে কথা বলার সম্ভাবনা আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, একমাত্র এ বিষয়টিই গুরুত্ব পাবে।

স্বাস্থ্য-পরিবেশ খাতে ব্যাংকগুলোর

ব্যাংকগুলো সিএসআর ব্যয় হয়েছিল ৩০৯ কোটি ১৬ লাখ টাকা। আগের ছয় মাসের তুলনায় বছরের শেষ দিকে সিএসআর ব্যয় কমেছে ২ কোটি ৪৩ লাখ টাকা। খাতভিত্তিক সিএসআর ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসে দেশের ব্যাংকগুলোর শিক্ষা খাতে সিএসআর ব্যয় হয়েছে ৪৪ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। একই বছর জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে এ খাতে সিএসআর ব্যয় হয়েছিল ৬৩ কোটি ৫৪ লাখ টাকা। আলোচ্য সময়ে শিক্ষা খাতে সিএসআর ব্যয় উল্লেখযোগ্যহারে কমেছে। শিক্ষা খাত ব্যয় কমলেও স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যখাতে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রশমন-অভিযোজন খাতে ব্যাংকগুলোর সিএসআর ব্যয় বেড়েছে। স্বাস্থ্যখাতে ব্যাংকগুলোর ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে সিএসআর ব্যয় হয়েছে ৮২ কোটি ৯৯ লাখ টাকা। একই বছর জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে এ খাতে সিএসআর ব্যয় হয়েছিল ৭১ কোটি ৯৮ লাখ টাকা। আলোচ্য সময়ে স্বাস্থ্যখাতে সিএসআর ব্যয় বেড়েছে। এদিকে, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রশমন-অভিযোজন খাতে ব্যাংকগুলোর ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে সিএসআর ব্যয় হয়েছে ১৫ কোটি ২ লাখ টাকা। একই বছর জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে এ খাতে ব্যাংকগুলোর সিএসআর ব্যয় ৭ কোটি ৩৪ লাখ টাকা। এ খাতেও সিএসআর ব্যয় উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য খাতে ষান্মাসিকে সিএসআর ব্যয় কিছুটা কমেছে। জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে অন্যান্য খাতের সিএসআর ব্যয় হয়েছে ১৬৪ কোটি ২৯ লাখ টাকা। জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এ খাতে সিএসআর ব্যয় হয়েছিল ১৬৬ কোটি ২৩ লাখ টাকা। ২০২৪ সালে ৬ টি ব্যাংক কোনো ধরনের সিএসআর ব্যয় করেনি। ব্যাংকগুলো হলো- বেসিক ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, পদ্মা ব্যাংক।

ডাকসু নির্বাচনের টাইমলাইন ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গত ডিসেম্বর মাস থেকেই বিভিন্ন অংশীজনদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্বাচন সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুচারুভাবে আয়োজনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রগতি সংবলিত পথ নকশা প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী মে মাসের প্রথমার্ধে নির্বাচন কমিশন গঠন ও একই মাসের মাঝামাঝিতে ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

নির্বাচনের জন্য লাগবে এক লাখ ৭০

স্টেশনারি অফিস, তেজগাঁও, ঢাকাকে গত ১৩ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে পত্র পাঠানো হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, তেজগাঁও ও বাংলাদেশ স্টেশনারি অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সংরক্ষিত কাগজের বিস্তারিত হিসাব দেয়। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ, ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন উপলক্ষ্যে ২০২৩ সালে ১ লাখ ৬১ হাজার ৭৪ রিম কাগজ ক্রয় করা হয়েছিল। আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত) নির্বাচন উপলক্ষে গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেসের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের সম্ভাব্য ১ লাখ ৬৯ হাজার ৬২৯ রিম কাগজ ক্রয় করা প্রয়োজন হবে। যার ক্রয় বাবদ সম্ভাব্য ৩৫ কোটি ৭৭ লাখ ৫৫ হাজার ৫২৩ টাকা ব্যয় হবে। ইউনিয়ন পরিষদ বাদে সংসদ নির্বাচনসহ স্থানীয় সরকারের অন্যান্য নির্বাচনের জন্য মোট ২ লাখ ৩০ হাজার রিম কাগজ প্রয়োজন হবে। এখন এক লাখ ৭০ হাজার রিম কাগজ কিনতে হবে। বাকি কাগজ বিজি প্রেসের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে।

রেলে ইঞ্জিন-কোচ সংকট

ট্রেন, ময়মনসিংহ-ভৈরব বাজার-ময়মনসিংহ রুটের লোকাল ২৪১/২৪২, ৩৪৫/৩৪৬ ট্রেন, সিলেট-ছাতকবাজার-সিলেট রুটের লোকাল ৩৪১/৩৪২ এবং ৩৪৫/৩৪৬ ট্রেন ২০২০ সালের ২৪ মার্চ, চট্টগ্রাম-সিলেট-চট্টগ্রাম রুটের জালালাবাদ এক্সপ্রেস ১৩/১৪ ট্রেন ২০২০ সালের ১০ অক্টোবর, ঢাকা-ময়মনসিংহ-ঢাকা রুটের ঈশা খাঁ এক্সপ্রেস ৩৯/৪০ ট্রেন ২০২০ সালের ১২ মার্চ, চট্টগ্রাম-দোহাজারী-চট্টগ্রাম রুটের দোহাজারী কমিউটার ১/৬ ট্রেন ২০২৩ সালের ১ আগস্ট, আখাউড়া-সিলেট-আখাউড়া রুটের কুশিয়ারা এক্সপ্রেস ১৭/১৮ এক্সপ্রেস ২০২০ সালের ৩ মার্চ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এসব ট্রেন ইঞ্জিন, ক্রু ও কোচ সংকটে বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া চট্টগ্রাম-নাজিরহাট-চট্টগ্রাম রুটের নাজিরহাট কমিউটার ১/৩ ট্রেন ২০২৩ সালের ৮ ডিসেম্বর, চট্টগ্রাম-চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-চট্টগ্রাম রুটের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কমিউটার ১/২/৩/৪ ট্রেন, লাকসাম-চাঁদপুর-লাকসাম রুটের চাঁদপুর কমিউটার ৮১/৮২ ট্রেন, লাকসাম-নোয়াখালী-লাকসাম রুটের নোয়াখালী কমিউটার ৮৫/৮৮ ট্রেন ২০২০ সালের ২৪ মার্চ, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা রুটের কালিয়াকৈর কমিউটার ১/২ ট্রেন ২০২১ সালের ১১ জানুয়ারি, নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটের নারায়ণগঞ্জ কমিউটার ১/২/৩/৪ ট্রেন ২০২২ সালের ২৯ মার্চ, চট্টগ্রাম-পটিয়া-চট্টগ্রাম রুটের পটিয়া কমিউটার ১/২ ট্রেন ২০২৩ সালের ৮ ডিসেম্বর বন্ধ হয়ে যায়। এসব ট্রেন বন্ধ হওয়ার কারণ হিসেবে 'এমসি আন্ডার রিপেয়ার' থাকার কথা বলা হয়েছে। রেলে ইঞ্জিন-কোচ সংকটে, বন্ধ ৭৯ ট্রেন এছাড়া পূর্বাঞ্চলের ঢাকা-যমুনা সেতু পূর্ব-ঢাকা রুটে টাঙ্গাইল কমিউটার ১০৭/১০৮ ট্রেন ২০২৪ সালের ৪ মে, ময়মনসিংহ-ভুয়াপুর-ময়মনসিংহ রুটের ধলেশ্বরী কমিউটার ৭৫/৭৬ ট্রেন ২০২৪ সালের ২৮ মে বন্ধ হয়ে যায়। এই দুটি ট্রেন বন্ধ হওয়ার কারণ হিসেবে ইঞ্জিন স্বল্পতার কথা বলা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের বন্ধ থাকা ট্রেনের কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, গোয়ালন্দঘাট-রাজবাড়ী রুটের লোকাল ৫১৫, রাজবাড়ী-ঈশ্বরদী রুটের লোকাল ৫১১, ঈশ্বরদী-পার্বতীপুর রুটের লোকাল ৫৪১, পার্বতীপুর-চিলাহাটি রুটের লোকাল ৫৯১, চিলাহাটি-পার্বতীপুর রুটের লোকাল ৫৯২, পার্বতীপুর-ঈশ্বরদী রুটের লোকাল ৫৪২, ঈশ্বরদী-রাজবাড়ী রুটের লোকাল ৫১২ ট্রেন ২০১২ সালের ১৮ ডিসেম্বর, লালমনিরহাট-বুড়িমারী-লালমনিরহাট রুটের মিশ্র ৪৫১/৪৫২ ট্রেন ২০০৬ সালের ১২ মে, পার্বতীপুর-বী.মু.সি.ই.-পার্বতীপুর রুটের মিশ্র ৪১৩/৪১৪ ট্রেন এবং লালমনিরহাট-পার্বতীপুর-লালমনিরহাট রুটের মিশ্র ৪১৩/৪১৪ ট্রেন ২০০৯ সালের ১ ডিসেম্বর, লালমনিরহাট-পার্বতীপুর-লালমনিরহাট রুটের লোকাল ৪১১/৪১২ ট্রেন এবং লালমনিরহাট-বুড়িমারী-লালমনিরহাট রুটের লোকাল ৪৫৩/৪৫৪ ট্রেন ২০১০ সালের ১৬ মার্চ, পার্বতীপুর-বী.মু.সি.ই.-পার্বতীপুর রুটের লোকাল ৪৩১/৪৩৪ ট্রেন ২০১১ সালের ১৫ মার্চ বন্ধ হয়ে যায়। এসব ট্রেন বন্ধের কারণ হিসেবে কোচ, ইঞ্জিন ও ক্রু সংকটের কথা বলা হয়েছে। পার্বতীপুর-লালমনিরহাট-পার্বতীপুর রুটের পার্বতীপুর কমিউটার ৬৯/৭০ ট্রেন ২০১১ সালের ১ জুলাই, লালমনিরহাট-সান্তাহার-লালমনিরহাট রুটের লোকাল ৪৮১/৪৮২ ট্রেন ২০১২ সালের ১৮ ডিসেম্বর বন্ধ হয়ে যায়। এই দুটি ট্রেন বন্ধের কারণ হিসেবে ক্রু অভাবের কথা বলা হয়েছে। সান্তাহার-বী.মু.সি.ই.-সান্তাহার রুটের উত্তরবঙ্গ মেইল ৭/৮ ট্রেন ২০২১ সালের ১৯ আগস্ট বন্ধ হয়ে যায়। এটি বন্ধের পেছনে ইঞ্জিন ও ক্রু সংকটের কথা বলা হয়েছে। লালমনিরহাট-পার্বতীপুর-লালমনিরহাট রুটের রংপুর কমিউটার ১/২ (ডেমু) ট্রেনটি ২০২৩ সালের ১৮ জুন, পার্বতীপুর-বী.মু.সি.ই.-পার্বতীপুর রুটের পঞ্চগড় কমিউটার ১/২ (ডেমু) ২০২০ সালের ২৪ মার্চ বন্ধ হয়ে যায়। এই দুটি ট্রেন বন্ধের কারণ হিসেবে আন্ডার রিপেয়ার থাকার কথা বলা হয়। এছাড়া রাজবাড়ী-ভাঙ্গা-ঢাকা-ভাঙ্গা-রাজবাড়ী রুটের ১২১/১২৪, ১২৩/১২২ চন্দনা/ভাঙ্গা কমিউটার ট্রেন ২০২৪ সালের ১৩ আগস্ট যাত্রীবাহক বগি কম হওয়ার কারণে এবং ঈশ্বরদী-রাজশাহী-ঈশ্বরদী (আংশিক) রুটের লোকাল ৫৩৩/৫৩৪ ট্রেন ২০১২ সালের ১৪ ডিসেম্বর নবাবগঞ্জ এড়াতে ঈশ্বরদী-রাজশাহী-ঈশ্বরদী অংশে চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে আর সেটি চালু হয়নি। যা বলছেন সংশ্লিষ্টরা এসব বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেন বলেন, 'সমস্যার সমাধান হচ্ছে না কারণ রেলের ইঞ্জিন আমাদের দেশে উৎপাদন হয় না, বিদেশ থেকে আনতে হয়। আমরা আজ যদি অর্থের সংস্থান পাই তাহলে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে অর্ডার দিলে ইঞ্জিন পেতে মিনিমাম দুই থেকে তিন বছর সময় লাগে।' 'অর্থের সংস্থান পেতেও সময় লাগে, কারণ এটা রাজস্ব বাজেটের আওতায় হয় না, প্রকল্পের সাহায্য লাগে। ডেভেলপমেন্ট পার্টনার বা দাতা সংস্থার অর্থায়নের প্রয়োজন আছে। এটা এমন নয় যে টাকা দিলাম আর বাজারে গিয়ে ইঞ্জিন কিনে নিয়ে আসলাম।' তিনি বলেন, 'মিটারগেজ ও ব্রডগেজ মিলে আমাদের এখন ৯০টির মতো ইঞ্জিন প্রয়োজন। নতুন ইঞ্জিন কেনার জন্য আমাদের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রথম ধাপে এডিবির অর্থায়নে মিটারগেজের জন্য ৩০টি ইঞ্জিন কেনার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।' রেলে ইঞ্জিন-কোচ সংকট, বন্ধ ৭৯ ট্রেন এ প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'মাত্র প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে। কিন্তু অর্থায়নের জন্য এডিবি এখনো এগ্রিমেন্টে সাইন করেনি। এগ্রিমেন্ট সাইনের পরে আমরা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় যাবো।' বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক ও অ্যাকসিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. হাদিউজ্জামান বলেন, 'রেলের সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই। প্রতিষ্ঠানটির প্রস্তুতি বা ক্যাপাসিটি নেই। রেলইঞ্জিন কেনায় দীর্ঘ মেয়াদের কথা বলে, কিন্তু তাদের তো মাস্টারপ্ল্যান আছে। এটি দুই দফায় করা হয়েছে। সেখানে বলা আছে দক্ষ জনবল নিয়োগের কথা। আর সময়মতো ইঞ্জিন-লোকোমোটিভ কেনার কথা আছে। আসলে রেল সময়ের কাজ সময়ে কখনো করেনি। এভাবে চলতে থাকলে রেল আরও ভঙ্গুর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।' এই যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ বলেন, 'রেললাইন সম্প্রসারণের কাজ নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এর সঙ্গে ইঞ্জিন, ওয়াগন, কোচ, দক্ষ জনবল প্রয়োজন। রেল তো অনুভবই করে না তাদের দক্ষ জনবল লাগবে। এজন্য আউটসোর্সিংয়ের লোক দিয়ে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো হচ্ছে।'

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিএনপি

নির্বাচন নিয়ে নানামহলে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা প্রধান উপদেষ্টার কাছে নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ চাইব।

চট্টগ্রাম সিআরবি বস্তিতে আগুনে পুড়ে গেছে ১৪ ঘর

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম নগরের সিআরবি এলাকার একটি বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার ভোর ৫টার দিকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনে ১৪টি কাঁচা ও সেমিপাকা ঘর সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গেছে। চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক আবদুর রাজ্জাক বলেন, আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। টানা তিন ঘণ্টার চেষ্টায় সকাল ৮টার দিকে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে। তিনি আরও জানান, প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত। অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ১৬ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ও প্রায় ৪৮ লাখ টাকার মালামাল উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত রিকশাচালক শামসুল হক বলেন, ছোট একটা ঘরে স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে থাকতাম। আগুন লাগার সময় ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ চিৎকার শুনে উঠে দেখি ঘরের ভেতরে ধোঁয়া। দুই মেয়েকে নিয়ে কোনোমতে বের হতে পেরেছি। কিন্তু সব পুড়ে গেছে। কাপড়, বই, টাকা কিছুই বাঁচাতে পারিনি।

মানব পাচারকারীকে আটকের পর ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : লিবিয়ায় মানব পাচারকারী হিসেবে পরিচিত রাকিব খানকে আটকের পর ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম থানা পুলিশের বিরুদ্ধে। এ নিয়ে এলাকাজুড়ে চলছে আলোচনা-সমালোচনা। পুলিশ বলছে, বিষয়টি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হওয়ায় রাকিবকে পরিবারের জিম্মায় দেওয়া হয়েছে। জানা যায়, গত ৮ এপ্রিল অষ্টগ্রাম উপজেলার আব্দুল্লাহ পুর ইউনিয়নের সমন আলী ছেলে রাকিব খানকে হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার কুমড়ি গ্রাম থেকে বানিয়াচং থানা পুলিশ আটক করে। ওই দিন রাতেই অষ্টগ্রামের আব্দুল্লাহপুর পুলিশ ক্যাম্পের দায়িত্ব থাকা কর্মকর্তা কাছের সোপর্দ করা হয়। ওই রাতেই রাকিবকে ছেড়ে দেয় পুলিশ। একাধিক এলাকাবাসী জানান, রাকিব একজন চিহ্নিত মানব পাচারকারী হিসেবে এলাকায় পরিচিত। তার বিরুদ্ধে বিদেশে লোকজন পাঠিয়ে হত্যার অভিযোগে মামলাও হয়েছিল। বানিয়াচং থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ ওসি মো. গোলাম মোস্তফা জানান, গত ৮ এপ্রিল রাতে বিথঙ্গল পুলিশ ফাঁড়ি দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মকর্তা রাকিবকে আটক করেন। পরে অষ্টগ্রাম থানা আওতায় হওয়ায় আব্দুল্লাহপুর পুলিশ ক্যাম্পের দায়িত্ব থাকা পুলিশ কর্মকর্তার কাছে বুঝিয়ে দেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, রাকিব স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহলের ছত্রছায়ায় আওয়ামী সরকারের আমল থেকেই বিদেশে মানবপাচার করে আসছেন। গত বছর দেড়েক আগে রাকিবের মাধ্যমে আব্দুল্লাহপুর মধ্যপাড়ার মৃত ফরিদ মিয়ার ছেলে শফিকুল মিয়াকে ১০ লাখ টাকার বিনিময়ে লিবিয়া পাঠানো হয়। এর কয়েকমাস পরই রাকিব তার লোকজন দিয়ে শফিকুলকে নির্যাতন করে মেরে ফেলেছে বলে অভিযোগ ওঠে। এরপর শফিকুলের মা বাদী হয়ে কিশোরগঞ্জ আদালতে একটি মামলা করলে সম্প্রতি মোটা অংকের টাকা দিয়ে রফাদফা করেন রাকিব। এ বিষয়ে অষ্টগ্রাম থানার ওসি মো. রুহুল আমিন বলেন, রাকিব একজন আদম ব্যবসায়ী। বানিয়াচং উপজেলার কুমড়ি গ্রামে তার দূর সম্পর্কের আত্মীয় হাফেজ জালালের ছেলে ইমনের বিদেশ যাওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন নিয়ে বিরোধ তৈরি হয়। রাকিব বানিয়াচং গেলে তাকে তার আত্মীয় ও সেখানকার লোকজন আটক করে মারপিট করেন। সেখান থেকে রাকিবের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় পাওনা টাকা পরিশোধের শর্তে ফেরত দেওয়া হবে। পরে আববদুল্লাপুর ক্যাম্পের ইনচার্জ এএসআই রাশেদুর রহমান ও হবিগঞ্জের বিতলংয়ের ইন্সপেক্টর রেজাউল হকের উপস্থিতিতে পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু তাকে মারধর করা হয়েছে তাই পরিবারের জিম্মায় দেওয়ার সময় পুলিশ উপস্থিত ছিল। আর রাকিবের বিরুদ্ধে যেহেতু অষ্টগ্রাম থানায় কোনও মামলা, অভিযোগ বা জিডি নেই তাই তাকে পুলিশ গ্রেফতার দেখায়নি। পরিবারের জিম্মায় দেওয়া হয়। এ বিষয়ে কিশোরগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ হাছান চৌধুরী জানান, বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সুনামগঞ্জ মেডিকেল কলেজে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস বর্জন

স্টাফ রিপোর্টার : সুনামগঞ্জ মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত ওয়ার্ড সুবিধা না দেওয়ায় এর প্রতিবাদে এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে হাসপাতাল চালুর দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার মানববন্ধন ও অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস বর্জন কর্মসূচি পালন করছেন এই কলেজের শিক্ষার্থীরা। এদিকে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়ে ক্লাস রুমে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করেন। কলেজ ক্যাম্পের সামনে জড়ো হয়ে ফেস্টুন ব্যানার নিয়ে সুনামগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চার বর্ষের শিক্ষার্থীরা দাবি পূরণের মিছিল করছেন। নানান স্লোগানে মুখরিত করে তোলেন পুরো কলেজ ক্যাম্পাস। গত চার বছর ধরে ন্যূনতম শিক্ষা উপকরণ ছাড়া সুনামগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠদান কার্যক্রম শুরু করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। এতেই দেখা দেয় বিভিন্ন জটিলতা। চার ব্যাচের ২১০ শিক্ষার্থী ন্যূনতম উপকরণ দিয়ে পাঠকার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের মেডিকেল শিক্ষা ভালো করে শেখা হচ্ছে না। দীর্ঘদিন অনেক কিছু ঘাটতি মেনে নিয়ে পাঠ কার্যক্রমে অংশ নিলেও গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদে নামেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে মানববন্ধন ও ক্লাস বর্জন কর্মসূচি পালন করছেন দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যাচের শিক্ষার্থীবৃন্দ। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানান, ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে সুনামগঞ্জ মেডিকেল কলেজের শিক্ষা-কার্যক্রম চালু হলেও হাসপাতাল চালু না হওয়ার ক্লিনিক্যালি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়াও ওয়ার্ড সুবিধা না পাওয়া, টান্সপোর্ট, চিকিৎসা সরঞ্জামের প্র্যাক্টিকাল সুবিধা, পর্যাপ্ত লোকবলের অভাব থাকায় দাফতরিক ও প্রশাসনিক কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। এদিকে কর্মসূচি চলাকালে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ফেরাতে কর্মসূচিস্থলে আসেন মেডিকেলের প্রিন্সিপাল মোস্তাক আহমেদ ভূঁইয়া। দাবির বিষয়ে বসে আলোচনা করতে শিক্ষার্থীদের আহ্বান করলেও সাড়া দেননি আন্দোলনকারীরা। সুনামগঞ্জ শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে মেডিকেল কলেজটির অবস্থান।

সড়ক দুর্ঘটনায় তিন এইচএসসি পরীক্ষার্থী গুরুতর আহত

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন এইচএসসি পরীক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়েছেন। গত সোমবার বিকাল ৫টায় রায়পুর-লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের বাসাবাড়ি বাজার এলাকায় রৌশনআরা তেলের পাম্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে দুই জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের মাথায় গুরুতর আঘাত রয়েছে, ভেঙে গেছে দুই হাত ও পা। এ ছাড়াও গত সোমবার সারা দিনে ও গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত পৃথক আটটি সড়ক দুর্ঘটনায় ১৫ কিশোর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে। তবে কারও প্রাণহানি হয়নি। আহতরা হলেন- বামনী সাইচা গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে ও হায়দারগঞ্জ মডেল কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী রিফাত হোসেন (১৮), চরআবাবিল ইউপির পশ্চিম চর আবাবিল গ্রামের মহরন হোসেনের ছেলে রাশেদুল হাসান নিলয় (১৮) ও বামনী সাইচা গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে মোবারক হোসেন (১৭)। নিলয় ও মোবারক রাখালিয়া গ্রামের প্রিন্সিপাল কাজী ফারুকি স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষা দেবেন। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার দুপুরে মোটরসাইকেলে লক্ষ্মীপুর থেকে রায়পুরে আসার পথে ট্রাক ওভারটেক করতে গিয়ে একটি দ্রুতগামী পিকআপের ধাক্কায় তিন জনই মারাত্মক জখম হয়েছেন। আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। এ সময় দুমড়েমুচড়ে যায় মোটরসাইকেল। পালিয়ে গেছে পিকআপটি। বিষয়টি নিশ্চিত করে রায়পুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নাহিদা আক্তার মিতু জানান, হাসপাতালে আনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের তিন জনকেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুই জনের অবস্থা খুব খারাপ। এ বিষয়ে রায়পুর থানার ওসি নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, ঘটনাটি শুনেছি। ঘটনা খুবই মর্মান্তিক। এ বিষয়ে কোনও অভিযোগ পাইনি।

শিশুর নিরাপত্তায় ইউনিসেফের জোরালো ভূমিকা চায় ইউজিসি

স্টাফ রিপোর্টার : জীবন ও নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকা বিশ্বের সব শিশু বিশেষ করে গাজায় নিরাপত্তা দিতে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক জরুরি শিশু তহবিলকে (ইউনিসেফ) বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। গতকাল মঙ্গলবার সামাজিক আচরণগত পরিবর্তন (এসবিসি) বিষয়ে ইউজিসি ও ইউনিসেফ'র যৌথ উদ্যোগে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা পরিচালনা, কোর্স ও কারিকুলাম তৈরি বিষয়ে এক কর্মশালায় এ আহ্বান জানান ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ। ইউজিসি অডিটোরিয়ামে দুই দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ জন শিক্ষক ও গবেষক অংশ নেন। ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, গাজার ভবিষ্যত প্রজন্ম ইসরায়েল ধ্বংস করে দিচ্ছে। শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইউনিসেফকে সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। ইসরায়েলের নৃশংস হামলার প্রতিবাদ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ফিলিস্তিন ইস্যুতে বাংলাদেশের মানুষ যেভাবে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে, ইউনিসেফকেও তদ্রুপ সোচ্চার হতে হবে। ইউজিসি'র ইন্টারন্যাশনাল কোলাবরেশন বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) জেসমিন পারভীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ও সচিব ড. মো. ফখরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ তানভীর রহমান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক তৌহিদ হোসেন খান, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস- এর অধ্যাপক ড. সরকার বারবাক কারমাল, ইউনিসেফ-এর এসবিসি প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. বদরুল হাসানসহ ইউজিসি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, আউটকাম বেইজড এডুকেশন (ওবিই) কারিকুলামের সঙ্গে সমন্বয় করে এসবিসি বিষয়ে পাঠ্যক্রম তৈরি করা হবে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, শিশু ও নারীর প্রতি সমাজের অংশীজনদের আচরণ পরিবর্তনে এটি সহায়ক হবে বলে তিনি মনে করেন। এছাড়া, শিক্ষার্থীদের এসবিসি বিষয়ে সচেতনতা তৈরি, কর্মক্ষেত্র ও ব্যক্তিগত জীবনে তারা এ বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারবে। উল্লেখ্য, সামাজিক আচরণগত পরিবর্তন (এসবিসি) বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ে বিশেষত সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধীন বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স ও কারিকুলাম তৈরির জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করা হবে। এ কাজে ইউনিসেফ ও ইউজিসি সার্বিক সহযোগিতা দেবে।

৫ বছর সরকারকে ক্ষমতায় রাখার বিষয়টি জনগণ বলছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : পাঁচ বছর সরকারকে ক্ষমতায় রাখার বিষয়ে নিজে ব্যক্তিগতভাবে কিছু বলেননি বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, একথা জনগণ বলেছে। গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। নির্বাচন কবে নাগাদ হচ্ছে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচন কবে হতে পারে সেটা প্রধান উপদেষ্টা বলে দিয়েছেন। প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যের বাইরে কিছু বলার নেই। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, মডেল মেঘনা আলমের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এখানে কারও প্রতি বেআইনি কোনও আচরণ করা হয়নি। মেঘনা আলমকে আটক করার কারণে ডিবি প্রধানকে সরানো হয়েছে কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কোনও একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডিবি প্রধানকে সরানো হয়নি। এটা নরমাল প্রসেস। পুলিশে চাকরির ক্ষেত্রে যাবে-আসবে, এটাই তো নিয়ম। এদিকে, গতকাল মঙ্গলবার বিকালে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অফিসকক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এস ওয়াই রামাদানের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশের জনগণ সবসময় ফিলিস্তিনের নিপীড়িত ও নির্যাতিত জনগণের পাশে আছে। তাদের ন্যায্য দাবিকে বাংলাদেশ সবসময় সমর্থন করে আসছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মুসলমানরা সত্যিকারের ধর্মপরায়ণ। এজন্য বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে। ন্যায় ও মানবতার পক্ষে। গত ১২ এপ্রিল ফিলিস্তিন জনগণের প্রতি একাত্মতা প্রবেশ করে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'মার্চ ফর গাজা' সমাবেশ ফিলিস্তিন জনগণের প্রতি বাংলাদেশের অব্যাহত সমর্থন ও সংহতির বহিঃপ্রকাশ। । স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক (জনসংযোগ) ফয়সল হাসান জানান, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূতের বৈঠকে ফিলিস্তিনের জনগণের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'মার্চ ফর গাজা' সমাবেশ, ফিলিস্তিন টিভির প্রতিনিধিদলের ঢাকা সফর, আল আকসা মসজিদের নামে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে স্মারক পাসপোর্ট ইস্যুসহ পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকের শুরুতে রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ফিলিস্তিন বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু। তাদের প্রতি আমাদের সমর্থন ও সহযোগিতা সবসময় অব্যাহত থাকবে। ঢাকার 'মার্চ ফর গাজা' কর্মসূচির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত বলেন, আরব বিশ্বসহ অন্য মুসলিম দেশগুলো যা পারেনি, বাংলাদেশ তা করে দেখিয়েছে। তিনি বলেন, ফিলিস্তিনের ভাইবোনেরা জানতে চায়ড় নিশ্চয়ই এমন কোনও বিশেষ কারণ রয়েছে, যার কারণে বাংলাদেশের জনগণ ইসরায়েলের বর্বর হত্যাযজ্ঞ, নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এত বড় প্রতিবাদ সমাবেশ করে দেখিয়েছে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এর কারণ হিসেবে বাংলাদেশের মুসলিমদের সত্যিকারের ধর্মপরায়ণ মুসলিম হিসেবে উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, ফিলিস্তিনের প্রতি বাংলাদেশের সংহতি ও সহমর্মিতা সম্পর্কে ফিলিস্তিনের জনগণকে আরও সচেতন করতে আগামী ১৭ মে 'ফিলিস্তিন টিভি'র একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করবে। তারা এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহপূর্বক একটি প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করবে। যা পরবর্তী সময়ে ফিলিস্তিন টিভিতে প্রচারিত হবে। রাষ্ট্রদূত আল আকসা মসজিদের নামে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একটি স্মারক পাসপোর্ট ইস্যুর জন্য উপদেষ্টাকে অনুরোধ করেন। উপদেষ্টা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে আল আকসা মসজিদের নামে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে স্মারক পাসপোর্ট ইস্যু করা হবে বলেও রাষ্ট্রদূতকে আশ্বস্ত করেন। বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক ও আইসিটি) খন্দকার মো. মাহাবুবুর রহমান ও সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন) শামীম খানসহ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জনপ্রশাসনের সাবেক সচিবের ছেলে মোরসালিনের ৫৪ কোটি টাকার শেয়ার অবরুদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাবেক নির্বাহী সদস্য মো. খাইরুল ইসলামের ছেলে মোরসালিন ইসলাম সৌরদীপের ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসির একটি বিও শেয়ার অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। শেয়ারে ৫৪ কোটি ৮৪ লাখ ৮৬ হাজার টাকা রয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক সাবিকুন নাহার এসব সম্পদ অবরুদ্ধ চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়েছে, মো. খাইরুল ইসলামের বিরুদ্ধে জাল-জালিয়াতি, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে ভুয়া সম্পত্তি জামানত হিসেবে মর্টগেজ দিয়ে বেসিক ব্যাংকের কাওরানবাজার শাখা হতে ১০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণপূর্বক আত্মসাতের অভিযোগটি অনুসন্ধানাধীন রয়েছে। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব-১ হিসেবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অপরাধমূলক অসদাচারণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার অনুসারে প্রতিজন ঋণগ্রহীতাকে গৃহ ঋণ বাবদ সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার বিধান থাকলেও তার নাবালক সন্তানদ্বয় রওশন শিপারিন মেঘমালা ও মোরসালিন ইসলাম সৌরদীপের প্রত্যেকের নামে দুই কোটি টাকা করে চার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে পরবর্তীতে নিজ নামীয় হিসাবে স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন, যা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বিধায় মোরসালিন ইসলাম সৌরদীপের শেয়ারগুলো জরুরি ভিত্তিতে অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।

চুয়াডাঙ্গায় কুপিয়ে জখমের দুদিন পর যুবকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : চুয়াডাঙ্গা শহরে নিপুণ কুমার সাহা (২৪) নামে এক যুবককে কুপিয়ে জখমের দুদিন পর তার মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় মারা যান তিনি। এর আগে, ১২ এপ্রিল রাতে চুয়াডাঙ্গা শহরের টাউন ফুটবল মাঠের সামনে প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম হন নিপুণ সাহা। নিহত নিপুণ কুমার সাহা শহরের বড়বাজার পাড়ার কৃষ্ণপদ সাহার ছেলে। তিনি শহরের টাউন ফুটবল মাঠ এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতেন। ঘটনা সূত্রে জানা গেছে, গত ১১ এপ্রিল রাতে দুপক্ষের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের জেরে ফেরিঘাট রোডের তরমুজ বিক্রেতা আমিনুল ইসলাম ও বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি রুবেলকে কুপিয়ে জখমের ঘটনা ঘটে। এরই জের ধরে ১২ এপ্রিল রাতে শহরের টাউন ফুটবল মাঠের সামনে নিপুণকে একা পেয়ে ২০-২৫ জনের একটি দল দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম হয় নিপুণ। পরে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল এবং পরে রাজশাহী মেডিকেলে নেয়া হয়। সেখানে দুদিন চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় আইসিইউতে মারা যান নিপুণ। চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি খালেদুর রহমান জানান, এ ঘটনায় জড়িতদের ধরতে পুলিশি অভিযান চলছে। অভিযুক্ত সবাইকে দ্রুতই আইনের আওতায় আনা হবে।

অনলাইন জুয়া খেলা বন্ধে সরকারকে আইনি নোটিশ

স্টাফ রিপোর্টার : অনলাইন জুয়া খেলার সকল ওয়েবসাইট, লিংক, গেটওয়ে অবিলম্বে বন্ধ করতে সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সচিব, আইন মন্ত্রণালয় সচিব, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, পুলিশের মহাপরিদর্শককে এ নোটিশ পাঠানো হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ই-মেইল যোগে মানবাধিকার সংগঠন ল অ্যান্ড লাইফ ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট-এর পক্ষে অনলাইন জুয়ার ভয়াবহতা উল্লেখ করে জনস্বার্থে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার মোহাম্মদ হুমায়ন কবির পল্লব এ নোটিশ পাঠান।

আউটসোর্সিং সেবাগ্রহণ নীতিমালা

সেবাকর্মীদের বার্ষিক ১৫ দিনের ছুটি ও মৌলিক কাজ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। একই সঙ্গে প্রতিটি সেবাকর্মীকে প্রতি বছর দুটি নতুন ইউনিফর্ম প্রদান করা হবে। আর নারী সেবাকর্মীরা ৪৫ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন। সেবাকর্মীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে নীতিমালায়। তাদের জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকবে। সেবামূল্য সরাসরি কর্মীর নিজস্ব ব্যাংক হিসাব অথবা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস)-এর মাধ্যমে দেওয়া হবে এবং মাসিক সেবামূল্য পরিশোধ করা হবে কর্মকালীন মাসের পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহেই। একইসঙ্গে নীতিমালায় বলা হয়েছে, সেবাকর্মীদের সেবামূল্য ও প্রণোদনার পরিমাণ অর্থ বিভাগের সময়োপযোগী নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। পাশাপাশি নির্ধারিত সেবাঘণ্টাকে সেবা সময় হিসেবে বিবেচনা করা হবে। তবে সেবা ক্রয়কারীর চাহিদা অনুযায়ী অতিরিক্ত সেবার প্রয়োজন হলে, অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে চুক্তিভিত্তিক অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।

আশুলিয়ায় মরদেহ পোড়ানো মামলায়

ইসলাম। এরআগে জুলাই-আগস্টে ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন সাভারের আশুলিয়ায় মরদেহ পোড়ানোর ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৮ এপ্রিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে বিচারিক প্যানেল আজ ১৫ এপ্রিল আসামিদের ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মরদেহ পোড়ানোর নৃশংস ঘটনার বিষয়ে গত ২৬ ডিসেম্বর তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আশুলিয়ায় ছয় তরুণকে গুলি করে হত্যার পর পুলিশ ভ্যানে রেখে আগুন লাগিয়ে দেন পুলিশ সদস্যরা। যখন এসব মরদেহে আগুন দেওয়া হচ্ছিল, তখন একজন জীবিত ছিলেন। জীবিত থাকা অবস্থায় তার গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন দেওয়া হয়।

সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় উন্নীত করতে

করা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই বৈঠকের ফলে তুরস্ক এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশকে তুরস্কের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিস্তৃত পরিসরে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে, যা সাধারণত তুরস্কের নিকটতম মিত্র দেশগুলোকে দেওয়া হয়। এই অগ্রগতি দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি আশাবাদী অধ্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করে, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা, পারস্পরিক সহায়তা এবং ভাগাভাগি করে প্রবৃদ্ধির দ্বার উন্মোচন করে। ১১ থেকে ১৩ এপ্রিল তুরস্কের আন্টালিয়ায় তিন দিনব্যাপী আন্টালিয়া কূটনীতি ফোরাম (এডিএফ) ২০২৫-এ যোগ দিতে বর্তমানে তুরস্ক সফর করছেন দুই উপদেষ্টা।

নেতানিয়াহুকে ইসরায়েলের ‘শত্রু’

দাবিতে ইসরায়েলের সরকারকে চিঠি দিয়েছেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপ্রধান এহুদ বারাকসহ ১ হাজার ৫২৫ জন সাবেক ও বর্তমান সেনা কর্মকর্তা ও সদস্য। উল্লেখ্য, দীর্ঘ ১৫ মাস সামরিক অভিযানের পর গত ১৯ জানুয়ারি গাজায় যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় ইসরায়েল। কিন্তু গত মার্চে যুদ্ধবিরতি উপেক্ষা করে গাজায় ফের হামলা শুরু করে দখলদাররা। এতে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৬১৩ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় অবিরাম হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। এখন পর্যন্ত ৫১ হাজারেরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছে দখলদার বাহিনী। নিহতদের ৫৬ শতাংশই নারী ও শিশু।

ঝিনাইদহে বেড়েছে তামাক

কেউ বাধ্য হয়ে তামাক চাষ করছেন। হরিণাকুণ্ডু উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের বাসুদেবপুর গ্রামের তামাক চাষি আলী হোসেন বলেন, ‘৪ বিঘা জমিতে তামাক চাষ করেছিলাম। তামাক এমন একটা জিনিস, যা গরু-ছাগলেও খায় না। নিজের কাছে খারাপ লাগে। আর তামাক চাষ করবো না।’ একই গ্রামের তামাক চাষি আকিমুল হোসেন বলেন, ‘অনেকেই না বুঝে বেশি লাভের আশায় তামাক চাষ করেন। কিন্তু জানতে হবে, প্রতি বিঘা তামাক চাষে খরচ প্রায় ৯০ থেকে ৯৫ হাজার টাকা। এ রকম খরচ অন্য ফসলে হয় না। স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, এমন অন্য অর্থকরী ফসল চাষ করতে হবে। আমরাও আগামী বছর তামাক চাষ করবো না।’ কৃষকেরা জানান, গত বছর তামাকের প্রতি কেজি মূল্য নির্ধারণ ছিল ২২৬ টাকা। গুণগত মানভেদে তামাকের কয়েকটি গ্রেড হয়। গ্রেড অনুযায়ী দাম নির্ধারিত হয়। সবচেয়ে ভালো এ গ্রেডের তামাকের প্রতি কেজি মূল্য এ বছরও ২২৬ টাকা চলছে। কোম্পানিগুলো কৌশলে কৃষকদের দিয়ে তামাক চাষ করিয়ে নিচ্ছে। সরকারের ভূমিকা জোরদার করা উচিত। বেসরকারি তামাক কোম্পানি গ্লোবাল টোব্যাকো লিমিটেডের সুপারভাইজার জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘তামাক চাষে কৃষককে বাধ্য করার সুযোগ নেই। লাভের আশায় কৃষক তামাক চাষ করেন। অনেক কৃষক তামাক চাষের জন্য অগ্রিম টাকা-পয়সা নেন। এর বেশি কিছু না।’ সাবেক বিন্নি গোলজার মোড় এলাকার তামাক চাষি মোনতাজ মন্ডল বলেন, ‘তামাক চাষ করে ভুল করেছি। জমির উর্বরতা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। যে জমিতে একবার তামাক লাগানো হয়; সে জমিতে অন্য ফসল ভালো হতে চায় না। এ ছাড়া তামাক পোড়ানোর গন্ধ ও ধোঁয়ায় স্বাস্থ্য ও পরিবেশ দূষণ হয়। আর এই তামাক চাষ করবো না।’ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে, এ বছর জেলায় মোট ২২৯ হেক্টর জমিতে তামাকের চাষ হয়েছে। যা গত বছরের চেয়ে বেশি। গত বছর জেলায় ১৯৩ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছিল। এর মধ্যে কেবল হরিণাকুণ্ডু উপজেলায় ১৫৫ একর জমিতে তামাক চাষ হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, তামাকের লাগামহীন চাষ শুরু হলেও এটি রোধে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের তৎপরতা নেই। এমনকি সরকারি উদ্যোগে কৃষক পর্যায়ে তামাক চাষের ক্ষতিকর দিক নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কোনো উদ্যোগ নেই। এ নিয়ে সচেতন মহলে অসন্তোষ বাড়ছে। জেলার কৃষকেরা বলছেন, তামাক চাষ সীমিত করা জরুরি। তামাক চাষ করার কারণে একই জমিতে একাধিক ফসল চাষ করা সম্ভব হয় না। জমির উর্বরতা কমে যায়। পরিবেশ-প্রকৃতির জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ তামাক। গ্রামের পরে গ্রামে কৃত্রিম উপায়ে আগুনের তাপে তামাক শুকানোর ফলে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে বিষাক্ত ধোঁয়া। ফলে বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি। ঝিনাইদহ সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সাবেক অধ্যক্ষ ও সাংবাদিক আমিনুর রহমান টুকু বলেন, ‘তামাক একটি ক্ষতিকর উদ্ভিদ। নিজের সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে হলেও কৃষকের উচিত তামাক চাষ পরিহার করা। তামাকের পরিবর্তে অর্থকরী অন্যান্য ফসল চাষ করা উচিত। পাশাপাশি সরকারকে এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে। তামাক চাষ কমাতে পারলে ধূমপান রোধ করা সম্ভব। তামাক কোম্পানিগুলোর দৌরাত্ম্য কমাতে হবে।’ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায় বলেন, ‘তামাক চাষ গত বছরের তুলনায় বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি তামাক চাষ হয়েছে হরিণাকুণ্ডু উপজেলায়। কৃষকদের মাঝে তামাক চাষের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করার জন্য সবারই দায়িত্ব রয়েছে। সরকার দ্রুতই এ সংক্রান্ত কর্মসূচি হাতে নিতে যাচ্ছে বলে জেনেছি। আশা করছি, আগামী বছর তামাক চাষ অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারবো।’

নির্বাচনের আগে লুট হওয়া

আশঙ্কা করছি লুট হওয়া অস্ত্রের ব্যবহার বেড়ে যেতে পারে। সেজন্য রাষ্ট্রকে এ বিষয়ে খুবই সচেতন হতে পবে। যত তাড়াতাড়ি অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হবে তত তাড়াতাড়ি রাষ্ট্র নিরাপত্তার মধ্যে আসবে। এদিকে, গত বছরের ৭ আগস্ট গাজীপুর কাশিমপুর হাই-সিকিউরিটি কারাগার থেকে পলাতক জঙ্গিদের মধ্যে ২৭ জনকে এখনো গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রে বিরল খনিজ রপ্তানি বন্ধ

যেতে পারে। এতে বিপদে পড়তে পারে যুক্তরাষ্ট্র। কারণ, গাড়ি থেকে শুরু করে ড্রোন, রোবোট এবং ক্ষেপণাস্ত্র পর্যন্ত অনেককিছু তৈরিতেই চুম্বক অপরিহার্য। চীন প্রশাসন ইতোমধ্যেই বিভিন্ন চীনা বন্দরে চুম্বকের চালান পাঠানো বন্ধ করেছে। সেইসঙ্গে বিরল খনিজ পদার্থও রপ্তানি না করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই খনিজ বৈদ্যুতিক গাড়ি থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সরঞ্জাম তৈরিতে কাজে লাগে। যুক্তরাষ্ট্রই বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বিরল খনিজ এবং চুম্বক আমদানি করে, যার বেশির ভাগটাই আসে চীন থেকে। অনেকেই বলছেন, চীন এই দুই জিনিস রপ্তানি না করলে চাপে পড়বে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শিল্প। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত ২ এপ্রিল থেকে চীনের পণ্যে যে শুল্ক কার্যকর করেছেন তার জবাবেই চীনের এমন পদক্ষেপ। চীন এই সিদ্ধান্ত দুই মাস বহাল রাখলেই কাস্টমারদের গুদাম খালি হয়ে যেতে পারে। চীন সরকার গত ৪ এপ্রিলেই ছয়টি বিরল ভারী ক্ষারমৃত্তিকা-সহ বিরল চুম্বক রপ্তানিতে কড়াকড়ি আরোপ করে। ওই বিরল ক্ষারমৃত্তিকাগুলো কেবল চীনেই পরিশোধন করা হয়। আর বিরল চুম্বকগুলোর ৯০ শতাংশই চীনে উৎপাদিত হয়। এই খনিজ এবং চুম্বকগুলোর চালান এখন কেবল বিশেষ রপ্তানি লাইসেন্স থাকলেই চীনের বাইরের কোনও দেশে যেতে পারবে। আর বাণিজ্যযুদ্ধ চলার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এই লাইসেন্স পাওয়া কঠিন হবে। তবে চীন এখনও এই লাইসেন্স দেওয়ার প্রক্রিয়া তেমনভাবে শুরু করেনি। একারণে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নির্বাহীদের আশঙ্কা, এই প্রক্রিয়ায় কালক্ষেপণ হতে পারে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ পদার্থগুলো চীনের বাইরে যাওয়া কমে যেতে পারে। ২ এপ্রিল ট্রাম্পের পাল্টা শুল্কের ঘোষণার দিন থেকেই হাজারো সমস্যার সূত্রপাত। ২ এপ্রিলের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে শুল্ক নিয়ে রীতিমতো যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

৮টি গ্রামের মানুষ পানির

হয়ে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি আর শুকনো মৌসুমে পুকুর ও পাহাড়ি ছড়ার পানি পান করতে হয়। দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়নের গিলাগড়া এলাকার বাসিন্দা আমেনা খাতুন। তিনি নিয়মিত পাহাড়ি ছড়ায় বালু সরিয়ে গর্ত করে পানি সংগ্রহসহ পুকুর থেকে পানি সংগ্রহ করেন। আমেনা খাতুন বলেন, ‘কতো নেতা-ফেতা আর সরকারি লোকরে টিউবওয়েলের ব্যবস্থা কইরা দিবার কইলাম। কিন্তু হগলেই (সবাই) আশ্বাস ছাড়া কাজের কাজ কইরা দিছে না। ভালা পানি না পাইয়া এইতা বাজে পানি দিয়াই রান্নাবান্নার কাজসহ খাইতাছি। ভালা পানি না পাইয়া অনেক কষ্ট করন লাগতাছে। আমরার কাছে বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যেন সোনার হরিণ।’ জেসমিন বেগম নামের আরেকজন বলেন, ‘আমরা ছড়ার পানি খাই। কলসে কইরা পানি বাড়িত নিয়া কিছুক্ষণ রাইখা দিলে ময়লা নিচে জমে থাকে। তখন ওই পানি খাইয়া মাঝেমধ্যেই পেটে ব্যথা করে। অনেকের বিভিন্ন রোগ অইতাছে। বাড়িতে নলকূপ স্থাপন কইরা দিলে খুব ভালা অইতো।’ ইতি চিসিম নামে এক আদিবাসী নারী বলেন, ‘জানি এসব পানি খাওয়া ঠিক না। কী আর করার, তৃষ্ণাতো মিটাতে অইবো। তাই খাইতাছি।’ বহু মানুষ বিশুদ্ধ পানির জন্য হাহাকার করতাছে। সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।’ গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়ে দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির বলেন, সীমান্ত এলাকায় পাইপ অনেক গভীরে নলকূপ স্থাপন করতে হয়। এতে খরচও বেড়ে যায়। অনেক সময় পাইপ পাথরে পড়ে যায়। গত তিন বছরে সীমান্ত এলাকায় ১০টি গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরও ব্যবস্থা করা হবে। উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় অনেক এলাকায় নলকূপের পাইপ মাটির গভীরে পানির স্তর পর্যন্ত নেওয়া সম্ভব হয় না। ৫০ থেকে ৬০ মিটার গভীরে গেলেই পাইপ পাথরে আটকে যায়। যারা নিজ উদ্যোগে অগভীর নলকূপ বসিয়েছেন, তাদের নলকূপেও শুষ্ক মৌসুমে পানি থাকে না। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ধোবাউড়া উপজেলার প্রকৌশলী শফিউল আজম বলেন, আমরাও চাই সবাই বিশুদ্ধ পানি পাক। বিশুদ্ধ পানি রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহারসহ খেতে পারুক। কিন্তু সীমাবদ্ধতাই এই উপজেলার কিছু এলাকায় নলকূপ বসানো সম্ভব হয় না। ফলে পানির জন্য তাদের কষ্ট করতে হচ্ছে। কষ্ট লাঘব করতে এরইমধ্যে সীমান্ত এলাকায় দুটি নলকূপ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। ধোবাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিশাত শারমিন বলেন, পাহাড়ি এলাকায় পানি সংকট নিরসনে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের চেষ্টা করা হচ্ছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৫ জেলায় আম

ডাক বিভাগের নতুন সেবা সংযোজন হয় ‘স্পিড পোস্ট’। স্পিড পোস্টের বৈশিষ্ট্য ডাক মাশুল পরিশোধ সাপেক্ষে কাউন্টারে বুকিং এবং উইন্ডো ডেলিভারি হয় অর্থাৎ গ্রাহককে পোস্ট অফিস থেকে পাঠানো ম্যাসেজটি দেখিয়ে তার নির্ধারিত পণ্যটি বুঝে নিতে হয়।

১১৭ বার পেছাল সাগর-রুনি হত্যার

ওরফে হুমায়ুন কবির, রফিকুল ইসলাম, বকুল মিয়া, মিন্টু ওরফে বারগিরা মিন্টু ওরফে মাসুম মিন্টু, কামরুল হাসান অরুণ, পলাশ রুদ্র পাল ও আবু সাঈদ।

লাগামহীন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

ইউনিভার্সিটি (২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে), প্রাইম বিশ্ববিদ্যালয় (২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে), নর্দান ইউনিভার্সিটি, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া (২০২১ সালের জুন থেকে), ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি (২০২২ সালের জুলাই থেকে), প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা (২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি, নর্থ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস, রাজশাহী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (২০২২ সালের জুলাই থেকে), কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, জার্মান ইউনিভার্সিটি (২০২১ সালের এপ্রিল থেকে), গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি, সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি সৈয়দপুর (২০২২ সালের নভেম্বর থেকে), আর্মি ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি নাটোর (২০২৩ সালের মে থেকে), আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কুমিল্লা-১, নর্দান ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (২০২০ সালের অক্টোবর থেকে), সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (২০২৩ সালের জুন থেকে)সহ আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ ট্রেজারার করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট প্রণয়ন, আর্থিক শৃঙ্খলাও তার দায়িত্ব। কিন্তু অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই ট্রেজারার নেই। প্রতিষ্ঠার পর ট্রেজারার নিয়োগ করা হয়নি এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় আছে দ্য মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটি, রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা, এনপিআই ইউনিভার্সিটিসহ কয়েক বিশ্ববিদ্যালয়। সূত্র আরো জানায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পদগুলো ফাঁকা থাকার অনেক কারণ রয়েছে। দেশে ১১৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। ওই হিসেবে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও ট্রেজারারের মোট ৩৪৮টি পদ রয়েছে। আর প্রতিটি পদের জন্য যোগ্য তিন অধ্যাপকের প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হয়। ওই হিসেবে ১ হাজার ৪৪ জন যোগ্য অধ্যাপক প্রয়োজন। পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় মিলে এত বেশি অধ্যাপক থাকলেও অনেক অধ্যাপকই সারা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চান না। যে কারণেও ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার নিয়োগের প্যানেল প্রস্তুত করতে ট্রাস্টি বোর্ডকে ভোগান্তি পোহাতে হয়। এদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্টদের মতে, বড় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনেক অধ্যাপক থাকায় তারা ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার পদের জন্য নতজন অধ্যাপকের প্রস্তাব পাঠাতে সমস্যা হয় না। কিন্তু তুলনামূলক ছোট বা নবীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়োগের জন্য অধ্যাপক খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়। সরকারকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভিসি ও ট্রেজারের নিয়োগ না থাকায় ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যর্থতাও রয়েছে। অন্যদিকে এ প্রসঙ্গে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ জানান, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় হাহাকার করছে। তারা নিয়মিতভাবেই ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার নিয়োগের প্রস্তাব পাঠাচ্ছে। আর যেগুলো বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সরকারের আইন মেনে চলছে না, যথাযথভাবে শিক্ষা হচ্ছে না, সেগুলোর ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেয়া যায় তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে। বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যথাযথ শিক্ষার মান বজায় রয়েছে কিনা তা নিয়েও ভাবার সময় এসেছে।

আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করাই

সাবেক কোনো প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের অযোগ্যতা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলে আমরা এই প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হতে পারি নাই। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ দুই টার্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার বিষয়েও আমরা পুরোপুরি একমত নই। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল গঠনের ব্যাপারে আমরা একমত হলেও আমরা মনে করি একমাত্র নির্বাচিত সংসদই এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার রাখে। তবে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত এনসিসির গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণভাবে একমত নই এবং প্রস্তাবিত এনসিসির সকল সদস্যের সম্মতিতে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করতে পারেন বলে যে বিধান রাখা হয়েছে তার সঙ্গে আমরা দ্বিমত পোষণ করেছি। তিনি বলেন, জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজন করার যে সুপারিশ নির্বাচন কমিশন সংস্কার প্রতিবেদনে উঠে এসেছে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলনিরপেক্ষ ব্যক্তিকে মনোনীত করার বিষয়ে আমরা একমত নই। সংবিধানে বহুত্ববাদ সংযোজন নিয়েও আমাদের আপত্তি রয়েছে। রাষ্ট্রের মূলনীতি পরিবর্তনের সুপারিশ যেভাবে করা হয়েছে সেখানে জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে আমাদের ভিন্নমত রয়েছে। সংবিধানের মৌলিক অধিকার প্রশ্নে ভারসাম্য এবং আদালতের পরীক্ষার যে কথা বলা হয়েছে তা বাস্তবসম্মত নয়। বিবি হাজ্জাজ বলেন, ন্যূনতম ১০ শতাংশ আসনে রাজনৈতিক দলগুলোকে তরুণ প্রার্থী দেওয়ার যে বাধ্যবাধকতার কথা বলা হয়েছে সেটা অপশন। এমপি পদে নির্বাচনের বয়স কমিয়ে ২১ করাটা বর্তমান বাস্তবতায় সম্ভব নয়। একজন সংসদ সদস্য একইসাথে সংসদ নেতা, প্রধানমন্ত্রী এবং রাজনৈতিক দলের প্রধান থাকতে পারবেন না বলে যে সুপারিশ করা হয়েছে তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এখনো বাস্তবায়নযোগ্য নয়। বিবি হাজ্জাজ বলেন, সদ্য গঠিত একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সুবিধা দিতে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে নাগরিক কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছে বলে আমরা ঐকমত্য কমিশনকে জানিয়েছি। উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার পদে একজন এএসপি পদমর্যাদার কাউকে নিয়োগ করার ব্যাপারে আমাদের আপত্তি রয়েছে। একইসঙ্গে আমরা প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু এবং জেলা পরিষদ বাতিলের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছি। রাজধানী মহানগর সরকার চালুর যে সুপারিশ করা হয়েছে সেখানেও আমাদের আপত্তি রয়েছে।

শিল্পগ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ

বাতিল করে নতুন চুক্তি সই করতে বাধ্য করার মাধ্যমে অতিরিক্ত গ্যাস ট্যারিফ আরোপ করতে পারে। এ ধরনের বিধান ক্ষমতার অপব্যবহার ও ভবিষ্যতে দুর্নীতির সুযোগ তৈরি করে। ফেব্রুয়ারি মাসের ২৬ তারিখে বিইআরসি গ্যাস ট্যারিফ পুনরায় নির্ধারণের জন্য একটি গণশুনানির আয়োজন করেছিল, যেখানে উপস্থিত সবাই এর বিরোধিতা করেছিল। সংগঠনটি দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সব অংশীদারদের সঙ্গে সেই আলোচনা পুনরায় চালু করার দাবি জানিয়েছে, যা গ্যাস খাতে যে সংস্কার আসবে তার মাধ্যমে কেবল শিল্প খাতে একটি টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে মতামত দিয়েছে। বিইআরসি এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়কে এই ধরনের বৈষম্যমূলক মূল্যহার অতিসত্বর পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের এই সংগঠন। সেই সঙ্গে এই ধরনের জরুরি সংস্কারের আগে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার আহ্বান জানানো হয় ওই বিজ্ঞপ্তিতে। সেখানে বলা হয়, বিইআরসি এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে একটি প্রতিযোগিতামূলক ও দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে সহায়ক জ্বালানী মূল্য ঘোষণা করবে সরকার।

সোনারগাঁও হোটেলের সামনে থেকে অজ্ঞাত নারীর লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর হাতিরঝিল থানাধীন সোনারগাঁও হোটেলের সামনে থেকে এক অজ্ঞাতনামা নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত নারীর বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। তার পরনে ছিল কমলা রঙের শাড়ি, ব্লাউজ এবং পেটিকোট। হাতিরঝিল থানার এসআই মো. শাহিন পারভেজ বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৫টার দিকে সোনারগাঁও হোটেলের সামনে ফুটপাতে এক নারী রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মাথা থেঁতলানো অবস্থায় ওই নারীকে উদ্ধার করে আইনি প্রক্রিয়া শেষে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। সকাল ৬টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এসআই শাহিন আরও বলেন, ঘটনাটি সড়ক দুর্ঘটনা, নাকি অন্য কোনও কারণে মৃত্যু হয়েছে, তা ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করে পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

উত্তরায় বাসের ধাক্কায় পথচারী নারীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর উত্তরায় রাস্তা পার হওয়ার সময় বাসের ধাক্কায় লিপি বেগম (৪৫) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে খন্দকার ফিলিং স্টেশনের দক্ষিণ পাশে পলওয়েল মার্কেটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন উত্তরা পূর্ব থানার এসআই মো. মিল্টন মিয়া। তিনি জানান, লিপি বেগম ‘নাইন স্টার অ্যাপারেল’ নামে একটি গার্মেন্টসে কাজ করতেন। প্রতিদিনের মতো সকালে কর্মস্থলে পায়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পলওয়েল মার্কেটের সামনে ‘গোল্ডেন লাইন’ নামে একটি বাস তাকে ধাক্কা দিলে তিনি রাস্তার পাশে ছিটকে পড়েন এবং গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা প্রথমে তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে সকাল ১০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর বাসটি জব্দ করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেন এসআই মিল্টন। লিপি বেগমের গ্রামের বাড়ি ঝালকাঠি জেলার কোতোয়ালি থানা এলাকায়। তার বাবার নাম ছাত্তার হাওলাদার এবং স্বামীর নাম কামাল হোসেন। তিনি রাজধানীর দক্ষিণখান ফায়দাবাদ এলাকায় স্বামী-সন্তানদের সঙ্গে বসবাস করতেন।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে কুয়েট ভিসির পদত্যাগ দাবি, কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ মাসুদ ছাত্রদল ও বিএনপির এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছেন বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগছাস) কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব জাহিদ আহসান ও মুখ্য সংগঠক তাহমিদ আল মুদাসসির। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন সংগঠনটির এই দুই নেতা। এসময় তারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কুয়েট উপাচার্য পদত্যাগ না করলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাগছাসের কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব জাহিদ আহসান। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল এবং বহিরাগত বিএনপি-যুবদল ক্যাডাররা সাধারণ ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়। কুয়েটে দলীয় ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ হলেও ছাত্রদলের জোরপূর্বক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও পরিচালনার জের ধরেই এই হামলার ঘটনা ঘটে। দলীয় ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ হলেও কুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ মাসুদের পৃষ্ঠপোষকতায় ছাত্রদল কার্যক্রম পরিচালনা করে এমনকি ছাত্রদল-যুবদল-বিএনপির যৌথ হামলার সময়েও ভিসিকে কোনও ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। সেই হামলায় অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন। শিক্ষার্থীরা বারবার প্রশাসনের সাহায্য চেয়েও নিরাশ হয়। লিখিত বক্তব্যে জাহিদ আরও বলেন, ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ আছে। এরই মধ্যে শিক্ষার্থীরা যখন বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার দাবিতে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করছেন। এমতাবস্থায় গত ১০ এপ্রিল ২২ জন শিক্ষার্থীর নামে মিথ্যা মামলা করা হয়। যদিও এখনও পর্যন্ত হামলাকারী কারও বিরুদ্ধেই কোনও ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ সাথে সাথেই শিক্ষার্থীদের নামে মামলার প্রতিবাদ জানায় এবং মামলা প্রত্যাহারের দাবি তোলে। মামলার পরপরই গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় ৩৭ জন শিক্ষার্থীকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমরা এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, বিশেষত উপাচার্য শুরু থেকেই শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অবস্থান করে বিএনপির দলীয় স্বার্থের পক্ষে অন্যায্য অবস্থান ব্যক্ত করছেন। উল্লেখ্য, কুয়েটের ভিসি ড. মোহাম্মদ মাছুদ ছাত্রদল, কুয়েট শাখার সভাপতি ছিলেন। আমরা উপাচার্যের শিক্ষার্থীবিরোধী অবস্থান প্রত্যাখ্যান করছি। বাগছাসের মুখ্য সংগঠক তাহমিদ আল মুদাসসির বলেন, কুয়েটের ঘটনায় আমরা খুব উদ্বিগ্ন। কুয়েটের যে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছেন তারা আজ অসহায়। তাদের হয়ে কথা বলার কেউ নাই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পুরো একটি দলের লেজুড়বৃত্তি করছে। তারা হল বন্ধ করে রেখেছে আর শিক্ষার্থীরা খোলা মাঠে রাত যাপন করছেন কুকুর বিড়ালের সঙ্গে। এটিকে আমরা খুবই এলার্মিং হিসেবে দেখছি। শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় শিক্ষার্থীদের নামেই মামলা করা হয়েছে যেটা গত ফ্যাসিবাদী সময়ে আমরা দেখতাম। নতুন করে ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি আমরা শুনতে পাচ্ছি। এসময় বাগছাসের পক্ষ থেকে ৫ দফা দাবি জানানো হয়। দাবিগুলো হলো:

১. কুয়েট ছাত্রদল-যুবদলের হামলা, মামলা এবং শিক্ষার্থীদের বহিষ্কারের বিষয়ে পূর্ণ নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তি নিশ্চিত করা।

২. আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের নামে মামলা এবং বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা।

৩. কুয়েটের ভিসি ড. মোহাম্মদ মাছুদকে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগ করতে হবে। পদত্যাগ না করলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবলে অপসারণ করা।

৪. আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কুয়েটের সব হল খুলে দেওয়া এবং

৫. মাহিন আহম্মেদের ওপর হামলাকারীদের অনতিবিলম্বে গ্রেপ্তার করা।

কুয়েট উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি সাবেক শিক্ষার্থীদের

এদিকে, কুয়েট শিক্ষার্থীদের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি সংহতি প্রকাশ এবং ছাত্র-শিক্ষক বন্ধন রক্ষার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়টির বর্তমান উপাচার্য ড. মুহাম্মদ মাছুদের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছে সাবেক শিক্ষার্থীরা। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত এক মানববন্ধন থেকে এই দাবি জানানো হয়। দাবি আদায় না হলে কুয়েটের সাবেক এবং বর্তমান শিক্ষার্থীরা বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা দিবে বলে জানিয়েছেন। মানববন্ধন থেকে তারা আরও দু’টি দাবি জানিয়েছেন। দাবিগুলো হলো: সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করাসহ অবিলম্বে ৩৭ জন শিক্ষার্থীর বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করতে হবে। মানববন্ধনে কুয়েটের সাবেক শিক্ষার্থী মাঈনুল হক মাহী লিখিত বক্তব্য পাঠ করে বলেন, কুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর ছাত্রদল ও যুবদল সমর্থিত সন্ত্রাসীদের ন্যাক্করজনক হামলার ঘটনায় আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। চলতি বছরের ১৮ ফেব্রুয়ারি সংঘটিত এই হামলার পর শিক্ষার্থীরা ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলনে নামলে, আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে প্রশাসন ২৫ ফেব্রুয়ারি হল বন্ধের নোটিশ জারি করে এবং শিক্ষার্থীদের হল থেকে জোরপূর্বক বের করতে পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে অমানবিক আচরণ করে। তিনি বলেন, দীর্ঘ দুই মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, উল্টো বিএনপি মদতপুষ্ট ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে ২২ জন নিরীহ শিক্ষার্থীর নামে মিথ্যা মামলা দায়ের এবং ৩৭ জন সাধারণ শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। প্রশাসনের এই আচরণ কুয়েটের পরিবেশকে আরও অস্থিতিশীল করে তুলেছে এবং বর্তমান প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পূর্ণভাবে হারিয়েছে।

তরুণীকে মারধর: আপন কফি হাউজের দুই কর্মচারী রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর খিলগাঁওয়ের তালতলায় ‘আপন কফি হাউজে’ এক তরুণীকে মারধরের ঘটনায় কফি হাউজের দুই জনকে একদিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত। আসামিরা হলেন- আপন কফি হাউজের ম্যানেজার আল আমিন ও কর্মচারী শুভ সূত্রধর। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. রাকিবুল হাসান এ আদেশ দেন। এর আগে আসামিদের আদালতে হাজির করে পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও রামপুরা থানার উপপরিদর্শক মো. মহসিন। আদালতে আসামিপক্ষের একাধিক আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গত ১১ এপ্রিল খিলগাঁওয়ের তালতলা এলাকায় ক্যাফের সামনেই ওই দুই কর্মচারী এক তরুণীকে লাঞ্ছিত করেন। ওই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় দেড় মিনিটের ওই ভিডিওতে দেখা যায়, আপন কফি হাউজের সামনে এক তরুণীর সঙ্গে প্রথমে খারাপ আচরণ করছেন ক্যাফের কর্মচারী। পরে লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত করতে দেখা যায়। পরে এ ঘটনায় গত সোমবার তাদের আটক করে ১৫ এপ্রিল নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ও ৩২৩ ধারায় মামলা দেয় রামপুরা থানা পুলিশ। মামলার সূত্রে জানা গেছে, আপন কফি হাউজে গত ১১ এপ্রিল বিকাল ৫টা ২০ মিনিটে অজ্ঞাতনামা এক তরুণীর সঙ্গে কুরুচিপূর্ণ আচরণসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে হাত দেওয়ার ঘটনা ঘটে। বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য আসামিরা তরুণীকে লাঠি দিয়ে মারধর করে তাড়িয়ে দেয়।

বেতন-বোনাস না দিয়ে কারখানা বন্ধ, শ্রমিকদের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : বকেয়া বেতনের দাবিতে নারায়ণগঞ্জের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন এএসটি গার্মেন্টসের শ্রমিকরা। এ সময় প্রায় আধা ঘণ্টা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জ কুয়েত প্লাজার সামনে এই বিক্ষোভ করেন তারা। পরে খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। আন্দোলনকারী শ্রমিকরা জানান, এই পোশাক কারখানায় প্রায় ২৫০ জন শ্রমিক কাজ করতেন। গত ৩-৪ মাসের বকেয়া বেতন ও বোনাস দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ঈদের আগে ছুটি দেয় মালিকপক্ষ। তবে ঈদের ছুটি শেষে শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে যোগদান করার উদ্দেশে গার্মেন্টসে আসলে কারখানা বন্ধ দেখে শ্রমিকরা ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে ও সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করেন। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি এম এ শাহীন বলেন, শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস না দিয়ে মালিকপক্ষ রাতের আঁধারে মালামাল নিয়ে পালিয়ে গেছে। এ কারণে শ্রমিকরা অবরোধ করে আন্দোলন করছেন। আমরা শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায় করবোই। বিষয়টি নিশ্চিত করে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ শাহীনুর আলম বলেন, বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করেন। পরে তাদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে এএসটি গার্মেন্টসের মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাদের মোবাইল নম্বর বন্ধ পাওয়া যায়।

কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত, আহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর হাজারীবাগ বেড়িবাঁধ এলাকায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মো. রুহুল আমিন তাসিন (২৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তার দুই বন্ধু মো. ফারুক (২৪) ও আসিক (২৪)। গত সোমবার দিবাগত রাত সোয়া একটার দিকে শেখ রাসেল স্কুলের পাশে হাজারীবাগ বেড়িবাঁধে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ও আহত তিনজনই নিউমার্কেট এলাকায় একটি দোকানে চাকরি করতেন। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন হাজারীবাগ থানার এসআই মো. ছাম্মাক হোসেন। তিনি জানান, তিন বন্ধু এক মোটরসাইকেলে করে হাজারীবাগে একটি অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন। পথে দ্রুতগতির একটি কাভার্ড ভ্যান তাদের মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিলে চালক রুহুল আমিন রাস্তায় ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহত হন তার সঙ্গে থাকা দুই বন্ধু। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে রুহুল আমিনের লাশ উদ্ধার করে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য গতকাল মঙ্গলবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনাকবলিত কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে, তবে চালক পালিয়ে গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। নিহত রুহুল আমিন মাদারীপুর সদর উপজেলার ফকিরা চর গ্রামের চাঁন মিয়ার ছেলে। তিনি বর্তমানে রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর এলাকার মাতবর বাজারে ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।

সাবেক সিআইডি প্রধানের বিরুদ্ধে ৪ কোটি টাকা আদায়ের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক সিআইডি প্রধান মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে চার কোটি টাকা আদায়ের অভিযোগ করেছেন মেডিকো কোচিং সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা জোবাইদুর রহমান জনি। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) শফিকুল কবির মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। জোবাইদুর রহমান জনি বলেন, আমার নামে মেডিকেল কলেজে ভর্তি জালিয়াতির ব্যাপারে থানায় কোনও জিডি এবং মামলা নেই। এমনকি আমাকে যে মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, সেটার এজাহারেও আমার নাম ছিল না। তাহলে কোন আইনে তারা আমাকে গ্রেপ্তার করেছে। আমাকে তুলে নেওয়ার সময় কোনও ওয়ারেন্টও তার দেখাতে পারেনি। তিনি বলেন, কোনও তদন্ত ছাড়া ২০২৩ সালের ২ আগস্ট আমার নিজ বাসা থেকে সকাল সাড়ে ৬টায় সাদা পোশাকের পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। তারপর আমাকে সিআইডির প্রধান কার্যালয়ে নেওয়া হয়। সেখানে দীর্ঘ সময় শারীরিক নির্যাতন করা হয়। এরপর জোরপূর্বক বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও শিক্ষার্থীদের নাম লেখানো হয়। পরবর্তী নামগুলো ভিডিওতে আমাকে দিয়ে বলিয়ে নেওয়া হয়। টাকা নেওয়ার প্রসঙ্গে জনি বলেন, আমার স্ত্রীকে ২০২৩ সালের ৪ আগস্ট মালিবাগের স্কাই সিটি হোটেলে ডাকা হয়। তারপর আরও মামলা, নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে মোট ৫ কোটি টাকা দাবি করা হয়। পরে আমি আটক থাকা অবস্থায় ও জামিনের সময় মোট ৬ কিস্তিতে ৪ কোটি টাকা আদায় করা হয়। এটির পর আমাদের পক্ষে আর টাকা দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমরা তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করি। টাকা নেওয়া হয় আগারগাঁও আইসিটি ভবনের পাশের রাস্তায়। মেডিকোর প্রধান বলেন, আমাকে তুলে নেওয়ার ঘটনা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং চাঁদার জন্য। এটি না হলে আমাকে কেন ২০০৫ সালের মেডিকেল ভর্তির ব্যাপারে জোরপূর্বক স্টেটমেন্ট নেওয়া হবে। কারণ তখন বিএনপির ক্ষমতায় ছিল। আর আমি মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের ছাত্রদলের সভাপতি ছিলাম। এছাড়া সর্বশেষ যুবদলের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ছিলাম। তিনি আরও বলেন, আমি ২০০৫ সালে মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলাম। তখন কয়েকজনের বাড়ি গিয়ে টিউশনি করাতাম। কিন্তু আমার ব্যাপারে অভিযোগ করা হয়ড় ২০০৫ সালের মেডিকেল কলেজে জালিয়াতি ও প্রশ্নফাঁসের মাধ্যমে ভর্তি করানোর মূল হোতা আমি। এদিকে আমার কোচিং সেন্টার চালু হয় ২০০৫ সালের অনেক পরে। তাদের আরও অভিযোগড় আমার কোচিং থেকে কীভাবে এত শিক্ষার্থী চান্স পায়। মেডিকোর চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষার্থী অনন্যা কোচিং থেকে চান্স পায়। আমাকে হেনস্তা ও কোচিং সেন্টার বন্ধের জন্য তারা ষড়যন্ত্র করে। টাকা আদায়ের জন্য নতুন মামলায় পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞেসা করতে চিঠি প্রদান করা হয়। এছাড়া হোয়াটসঅ্যাপে নিয়মিত হুমকি। এক পর্যায়ে ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানের সব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয় বলেও জানান জনি। টাকা লেনদেনের ব্যাপারে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, স্কাই সিটি হোটেল ও আগারগাঁওয়ের রাস্তার সিসি টিভি ফুটেজ দেখলেই আপনারা বুঝবেন। এছাড়া এসআই মেহেদি হাসান আমার আত্মীয়দের গাড়িতে তুলে মাথায় বন্দুক ধরে টাকা আদায়ের ব্যাপারে হুমকি দেন। এঘটনায় সিআইডি প্রধানসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের কথাও জানান ভুক্তভোগী জনি। অভিযুক্ত আরও তিনজন হলেনড় এএসপি জুয়েল চাকমা, এসআই মেহেদি হাসান ও আতিকুর রহমান।

ঢাকা কলেজ-সিটি কলেজ শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, আহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর সায়েন্সল্যাব মোড়ে ঢাকা কলেজ ও ঢাকা সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, যা একপর্যায়ে ইটপাটকেল নিক্ষেপে রূপ নেয়। এ ঘটনায় অন্তত দুই শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখালেখিকে কেন্দ্র করে দুই কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথমে বচসা, এরপর হাতাহাতি এবং শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষের সময় দুই পক্ষই একে অপরকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারে। উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) রমনা বিভাগ এবং নিউমার্কেট থানার অতিরিক্ত পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ সময় ইটের আঘাতে ঢাকা কলেজের এক শিক্ষার্থী মো. জাফরি (১৭) আহত হন। তাকে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার সঙ্গে থাকা শিক্ষার্থী সাব্বির হোসেন জানান, গত সোমবার সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা ঢাকা কলেজের কয়েকজনকে মারধর করে। গতকাল মঙ্গলবার সকালেও একই ঘটনা ঘটলে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। একপর্যায়ে সংঘর্ষে জাফরি আহত হন। ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, আহত শিক্ষার্থী জরুরি বিভাগে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছে। ঘটনার বিষয়ে জানাতে দুপুরে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন ডিএমপির রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম। তিনি বলেন, ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে কিছুটা সময় লাগবে। শিক্ষার্থীরা ঠিক কী কারণে এই ঘটনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে, তা আমরা তদন্ত করে দেখবো। তারা মাঝে মধ্যে এমন ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। তিনি আরও জানান, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং দুই কলেজের শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ক্যাম্পাসে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে তারা আর মুখোমুখি না হতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ডিসি মাসুদ শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়েও মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, আজ শিক্ষকদের সহায়তা পেয়েছি, তবে ভবিষ্যতে সংঘর্ষ ঠেকাতে আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষক প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন।

গ্যাসলাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, মা-বাবা-সন্তান দগ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরে একটি বাসায় গ্যাসলাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে সন্তানসহ এক দম্পতি দগ্ধ হয়েছেন। তাদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে মহানগরীর গাছা থানার হারিকেন এলাকার একটি বাসায় এ ঘটনা ঘটে। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপির) গাছা থানার ওসি আলী মোহাম্মদ রাশেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। দগ্ধরা হলেন- পোশাকশ্রমিক হারিস মিয়া (৫০), তার স্ত্রী আয়েশা আক্তার (৪০) এবং তাদের ছেলে মইনুল ইসলাম (১২)। তাদের বাড়ি সিলেটের সুনামগঞ্জে। গাজীপুরে তারা ভাড়া বাসায় বসবাস করেন। ওসি দগ্ধদের স্বজন লিপি আক্তারের বরাত দিয়ে জানান, রান্না করার জন্য সকালে গ্যাসের চুলা জ্বালালে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে একই পরিবারের বাবা, মা ও তাদের স্কুল পড়ুয়া ছেলে দগ্ধ হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, গ্যাসের লাইন লিকেজ হয়ে ওই ঘরে আগেই গ্যাস জমে ছিল। তাদের উদ্ধার করে ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান ফোনে জানান, দুপুরে গাজীপুর থেকে স্বামী, স্ত্রী ও ছেলেসহ একই পরিবারের তিন জনকে দগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের মধ্যে বাবা হারিস মিয়ার ৮৮ শতাংশ, মা আয়েশা আক্তারের ৯০ শতাংশ এবং ছেলে মইনুল ইসলামের ৮৫ শতাংশ শরীর দগ্ধ হয়েছে। তাদের সবার অবস্থাই আশঙ্কাজনক। জরুরি বিভাগের পর্যবেক্ষণ শেষে তাদের হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রের বিভিন্ন ওয়ার্ডে রেফার করা হবে।

ভারত, নেপাল ও ভুটান থেকে কিছু পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ভারত, নেপাল ও ভুটান থেকে আমদানিযোগ্য বেশ কয়েকটি পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। নতুন প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সুতা, গুঁড়া দুধ, টোব্যাকো, নিউজপ্রিন্ট, বিভিন্ন ধরনের পেপার ও পেপার বোর্ডসহ একাধিক পণ্য আমদানিতে সীমাবদ্ধতা জারি করা হয়েছে। রোববার প্রকাশিত গেজেটের মাধ্যমে এই নির্দেশনা জারি করে এনবিআরের কাস্টমস উইং।

সম্পাদকীয়

অবৈধ ইটভাটার কালো ধোঁয়ায় বাড়ছে পরিবেশ দূষণ, হুমকিতে জনস্বাস্থ্য

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে অবৈধ ইটভাটা। সরকারি অনুমোদন ছাড়াই পরিচালিত এসব ইটভাটা পরিবেশের ক্ষতি করছে এবং সরকারের রাজস্ব আহরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। কাঠ, টায়ার, গার্মেন্টস বর্জ্য ও নিম্নমানের কয়লা জ্বালিয়ে ইট প্রস্তুত করার ফলে পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে। বিশেষত, কালো ধোঁয়া ও ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমনের কারণে স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবরাখবর থেকে জানা যায়, দেবিদ্বার উপজেলায় অনুমোদনহীন ইটভাটার সংখ্যা অনুমোদিতগুলোর তুলনায় বেশি। পরিবেশ অধিদফতরের নিয়মনীতি অমান্য করে পরিচালিত এসব ইটভাটার বিষাক্ত ধোঁয়া ও রাসায়নিক উপাদান বায়ুদূষণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব দূষণের ফলে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, চর্মরোগসহ নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দারা। শুধু জনস্বাস্থ্যই নয়, কৃষিজমির ওপরও এর ভয়াবহ প্রভাব পড়ছে। ইটভাটার জন্য উর্বর জমি নষ্ট হচ্ছে, ফসল উৎপাদন কমে যাচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। যে দেশের মানুষ সাধারণত কৃষির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে, সে দেশে যখন অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে কৃষিতে হুমকি তৈরি হয় তখন সরকারি কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন উঠে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর অভিযান চললেও তা যথেষ্ট কার্যকর হচ্ছে না। কুমিল্লা পরিবেশ অধিদফতর জানিয়েছে, দেবিদ্বারে ১৭টি ইটভাটার মধ্যে মাত্র ৫টির বৈধ অনুমোদন আছে। অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হলেও বেশ কিছু ইটভাটা বারবার আইনের ফাঁক গলিয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জরিমানা আদায় করেই দায়িত্ব শেষ করলে হবে না, কঠোর মনিটরিং এবং শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। পরিবেশ রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। প্রশাসনের উচিত অবৈধ ইটভাটাগুলোর বিরুদ্ধে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা, নিয়মিত তদারকি বাড়ানো ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবি। অন্যথায়, এই অবৈধ ইটভাটাগুলো ধীরে ধীরে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশকে ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেবে।

দেশের মানুষ সাধারণত কৃষির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে, সে দেশে যখন অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে কৃষিতে হুমকি তৈরি হয় তখন সরকারি কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন উঠে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর অভিযান চললেও তা যথেষ্ট কার্যকর হচ্ছে না। কুমিল্লা পরিবেশ অধিদফতর জানিয়েছে, দেবিদ্বারে ১৭টি ইটভাটার মধ্যে মাত্র ৫টির বৈধ অনুমোদন আছে। অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হলেও বেশ কিছু ইটভাটা বারবার আইনের ফাঁক গলিয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জরিমানা আদায় করেই দায়িত্ব শেষ করলে হবে না, কঠোর মনিটরিং এবং শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে

ধর্ষণের শাস্তি ও ন্যায়বিচারের দাবি

আপনার মা-কন্যা কিংবা বোন-স্ত্রীকে কেউ ধর্ষণ করলো। বিচার হিসেবে ধর্ষককে ফাঁসি কিংবা লাখ টাকা জরিমানা। মায়ের ছেলে হিসেবে, কন্যার বাবা হিসেবে, বোনের ভাই হিসেবে কিংবা স্ত্রীর স্বামী হিসেবে দুয়ের মধ্যে কোন দণ্ডটি গ্রহণ করবেন? শতভাগ পুরুষ কোটি টাকার প্রলোভন ভুলে ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড চাইবে। এখানে ধর্ষকদের পক্ষ করা, মানবিকতা দেখানো কিংবা এই অপরাধকে হালকা করে দেখার কোন সুযোগ নাই। ধর্ষকদের প্রতি করুণা করার প্রশ্নই আসে না বরং সর্বদা ঘৃণা করতে হবে। সবাই ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি চাইবে। অ্যাকাডেমিক্যালি: ইসলাম ধর্ষকদের পাথর মেরে হত্যা কিংবা প্রকাশ্যে শিরশ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছে। ন্যায় বিচার ও জনকল্যাণমুখী বিচারের প্রশ্নে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ধর্ষণের খবর পছন্দ করে এমন পাষণ্ডের খোঁজ পাওয়া যাবে না। ধর্ষকদের ক্ষেত্রে যদি প্রকাশ্যে শিরশ্ছেদ শাস্তি দেওয়া হতো তবে মা-বোনদের নিরাপত্তা নিয়ে সমাজকে শঙ্কিত থাকতে হতো না। আমার কন্যা, আপনার বোন বাড়ির বাইরে থাকলেও দুশ্চিন্তায় কাটাতে হতো না। ব্যভিচারের ইসলামিক দণ্ড যদি কায়েম থাকতো তবে সংসারে অশান্তির প্রশ্ন থাকতো না। বিচ্ছেদ কিংবা কলহের আগুনে মানুষকে পুড়তে হতো না। আমরা আমাদের সুবিধামতো ক্ষেত্রে ইসলামকে ব্যবহার করছি বলে ইসলামের অনেক সৌন্দর্য গোপনীয় থেকে যাচ্ছে। আমার বোন ধর্ষিতা হবে আর আমি প্রতিশোধ নেবো না- এমন ধ্বজাধারী সভ্য যাতে কোনোদিন না হই। ইসলামের দণ্ড বিধান মানলে আমি ধর্ষক হতে পারি না, শিরশ্ছেদ সবার আগে আমার হয়- এর জন্যই সবার আগে আমিই ধর্মীয় শাস্তির বিধিবিধানের বিরোধিতা করি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্ষেত্রটি উচ্চমহলে অনেকটা সেটাই হচ্ছে। সংবাদে দেখলাম, এক ভাই স্ত্রীর ধর্ষককে ডেকে নিয়ে হত্যা করেছে- আইন আদালত তাকে দুষবে হয়ত। তবে এই জাতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে অতীতে অনেকেই ন্যায়বিচার বঞ্চিত হওয়ার জন্যই এই পর্যায়ে পৌঁছেছে। রাষ্ট্রের ওপর আস্থাশীলতার ক্ষেত্রটি নড়বড়ে হয়েছে। সোনার ছেলেদের ধর্ষণের সেঞ্চুরি উৎসব হয়েছে। ধর্ষিতা কন্যার পক্ষে ন্যায়বিচার চাইতে গিয়ে বাবাকে অপমান-অপদস্থ হতে হয়েছে। মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছে, আবার ধর্ষকদের হুমকি-ধামকি সামলাতে না পেরে পুরো পরিবার আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। রাষ্ট্রীয় আইন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে কোথাও কোথাও সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বরং ধর্ষিতা যার সাথে ঘটে যায় তার পাশবিকতার বিচার চাইতে গিয়ে বারবার ধর্ষিত হচ্ছেন। ধর্ষক একবার ধর্ষণ করে ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু সমাজ-আইন-আদালত নিয়মের শৃঙ্খলে তাকে ধর্ষণ করেছে বারবার! অন্তত ধর্ষকদের শাস্তির জন্য ইসলামিক হদ বিধান কায়েম করা জরুরি। যদি বাস্তবে মোকাবেলা প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে একবারই ধর্ষকের শিরশ্ছেদ করা হয় তবে দেশের ধর্ষণ পরিসংখ্যান শূন্যমুখী হবে। সম্প্রতি আলোপের কাণ্ড শুনে হতবাক হয়েছি। রোজা ভাঙিয়ে ধর্ষণ! স্বামীকে বাঁচানোর শর্তে ধর্ষক যা চেয়েছে, যেভাবে চেয়েছে নারী সেভাবে বাধ্য হয়েছে। তখন এর বিকল্প সেই নারীর কাছে আর কী উপায় ছিল? যারা ধর্ষকদেরকে গ্রেফতার করে, স্বীকারোক্তি আদায় করে তাদের মধ্যেও কারো এই যদি হয় চরিত্র তবে মানুষ যাবে কোথায়? বিশ্বাস করবে কাকে? নারীর নিরাপত্তা কোথায়? এই দেশে এতো অমানুষের দরকার নাই। কয়েকশো ধর্ষকের জীবন গেলে এই ভূখণ্ডে নারী-শিশু নিরাপদ হবে। আত্মরক্ষার জন্য ধর্ষককে হত্যার বৈধতা থাকা উচিত। পৃথিবীর বুকে যত বর্বরোচিত অপরাধ তার মধ্যে ধর্ষণ অন্যতম। শুধু ধর্ষণ নয় বরং মূল্যবোধ সংরক্ষণের জন্য ব্যভিচারের শাস্তিও কঠোর থেকে কঠোরতর হওয়া উচিত। মানবতার মুক্তির জন্য এর বিকল্প ভাবনার উপায় নাই। খবরের কাগজে আর লাল কালির অক্ষরে ধর্ষণের কোন দুঃসংবাদ পড়তে চাই না। ধর্ষিতা হয়ে কোন নারী আত্মহত্যা করেছে- দেশের কোন প্রান্ত থেকে এমন সংবাদ যাতে আর না আসে। আমার মেয়ে, আমাদের বোন নিরাপদ না থাকলে পুরুষ হিসেবে আমাদের অবস্থান ও আচরণ প্রশ্নবিদ্ধ হয়। আমরা যারা মা-বোনকে মুখ দেখাই কোন মুখে? যেকোনো মূল্যে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। যারা পাশবিক মানসিকতার ধারক তাদের বিচারে নমনীয়তা প্রদর্শন মানে অপরাধকে বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ দেওয়া। দণ্ডের উদ্দেশ্য কেবল সংশোধন নয় বরং প্রতিরোধও দণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। ধর্ষককে সমাজে মুক্ত রেখে, বিলাসী জীবনে বাঁচিয়ে রেখে ভবিষ্যতে নারীর জন্য সমাজের মঙ্গল করার দরকার নাই। ভণ্ড বোল পাল্টাতে পারে কিন্তু চরিত্র পাল্টায় না। মানুষের চেয়ে মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গল কীসে- সেটা স্রষ্টা অধিক ভালো জানেন। ইসলামের শাস্তিবিধান মানবতার জন্য মঙ্গলজনক- অবক্ষেত্রে এটা প্রমাণিত। ধর্ষকের ধর্মীয় বিচারের আওতায় সোপর্দ করতেই হবে। এখনো সমাজ পরিবর্তনের জন্য নারীর নিরাপত্তা ম্যান্ডেটরি। কাজেই ধর্ষণ ও ধর্ষকদের সাধারণ চোখে দিয়ে দেখার সুযোগ নাই। সামাজিকভাবে ধর্ষকদের বয়কট করতে হবে। তাদের দিকে এমনভাবে দৃষ্টি ফেলতে হবে যাতে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়। সমাজে অপরাধীদের বেঁচে থাকা বিষিয়ে তুলতে হবে।

মার্কিন নীতির পরিবর্তনে ইউক্রেনের পরিণতি

এম এ হোসাইন

যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে আলোচনার অনিশ্চিত অবস্থা বিশ্বকে আরও গভীর সংঘাতের প্রান্তে নিয়ে গেছে। যদি এই আলোচনা ব্যর্থ হয়, তবে এর পরিণতি বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক কাঠামোকে প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত– উভয়ভাবেই পুনর্গঠন করতে পারে।কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ভেস্তে গেলে সবচেয়ে তাৎক্ষণিক এবং সুস্পষ্ট ফলাফল হবে শত্রুতার বৃদ্ধি। ইউক্রেন সম্ভবত রুশ ভূখণ্ডের গভীরে ড্রোন হামলা আরও তীব্র করবে যাতে মস্কোর রসদ সরবরাহের মূল অবকাঠামোকে দুর্বল করা যায়। একই সময়ে, রাশিয়া, যা ইতোমধ্যেই যুদ্ধ-অর্থনীতির দিকে ঝুঁকেছে, কৌশলগত সুবিধা নিশ্চিত করতে নতুন আক্রমণ শুরু করতে পারে– ডোনেস্ক, লুহানস্ক এবং সম্ভবত ওডেসার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জনের লক্ষ্যে। পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় মিত্ররা, একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হবে– ইউক্রেনকে ব্যাপক সামরিক সহায়তা দেয়া, নাকি রাশিয়ার আরও অগ্রগতি মেনে নেয়া। উন্নত অস্ত্রব্যবস্থা, দীর্ঘপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র এবং বর্ধিত গোয়েন্দা সহযোগিতা ইউক্রেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে, যদিও এতে ন্যাটো আরও সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হবে। ওয়াশিংটন যখন প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং মধ্যপ্রাচ্যের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে, তখন ইউক্রেনের জন্য সহায়তার প্রধান দায়িত্ব ইউরোপের ওপর বর্তাবে। যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স ইতোমধ্যেই 'ইচ্ছুকদের জোট' গঠনের ধারণা সামনে এনেছে, যারা হয়তো শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠানো বা আকাশ ও নৌবাহিনীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে সরাসরি সামরিক সহায়তা দিতে পারে। তবে এতে নানা ধরনের লজিস্টিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। একটি সম্ভাব্য কৌশল হিসেবে ইউক্রেনের ইইউ সদস্যপদ প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার চিন্তাভাবনা চলছে, যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের পারস্পরিক প্রতিরক্ষা ধারা (অনুচ্ছেদ ৪২.৭) কার্যকর করার পথ খুলে দিতে পারে। আরেকটি আরও আক্রমণাত্মক প্রস্তাব হলো ন্যাটোর সীমিত সদস্যপদ দেওয়া, যেখানে দখলকৃত অঞ্চলগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। এটি প্রতীকী হলেও, রাশিয়ার জন্য কৌশলগত সমীকরণ বদলে দিতে পারে এবং ইউরোপের নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে পুনর্গঠন করতে পারে। আলোচনা ব্যর্থ হলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অন্যতম হবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা। এগুলো প্রধানত রাশিয়ার তেল ও গ্যাস রাজস্ব বন্ধ করার দিক কেন্দ্রিক হবে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত এমন গৌণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে যা রাশিয়ার জ্বালানি ক্রয় করা দেশগুলোকেও (যেমন চীন ও ভারত) শাস্তির আওতায় আনবে। তবে বৈশ্বিক অর্থনীতি আর আগের মতো স্থিতিশীল নয়। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক এখনো দৃঢ়, যেখানে ২০২৪ সালে তাদের মোট পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণ ৫৮২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। ভারত, যা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদার (দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ১১৯ বিলিয়ন ডলার), এমন নিষেধাজ্ঞার কারণে কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়তে পারে। রুশ জ্বালানি রপ্তানি বন্ধ করার প্রচেষ্টা পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে গ্লোবাল সাউথের বিভাজন আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং পশ্চিমা অর্থনীতির ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করতে পারে, যা ইতোমধ্যেই মুদ্রাস্ফীতির চাপ মোকাবিলা করছে। যদি কোনো পক্ষই সরাসরি সামরিক বিজয় অর্জন করতে না পারে, তাহলে কোরিয়ান যুদ্ধের মতো একটি অস্ত্রবিরতি চুক্তি দেখা দিতে পারে– একটি অনির্দিষ্টকালীন যুদ্ধবিরতি, তবে আনুষ্ঠানিক শান্তিচুক্তি ছাড়া। এই পরিস্থিতি রাশিয়ার দখলকৃত অঞ্চলগুলোর ওপর তার নিয়ন্ত্রণকে আরও সুসংহত করবে, আর ইউক্রেনকে একটি দীর্ঘমেয়াদি ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেবে। তবে, প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বারবার স্পষ্ট করেছেন যে তিনি ভূখ- ছেড়ে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার ধারণা মেনে নেবেন না, বিশেষত ক্রিমিয়ার ক্ষেত্রে। যদি ইউক্রেন তার অবস্থানে অনড় থাকে, তবে যুদ্ধ অনির্দিষ্টকালের জন্য দীর্ঘায়িত হতে পারে, যা ইসরায়েল ও হামাসের সংঘাতের মতো একটি চলমান সংঘর্ষে পরিণত হবে– যেখানে সমাধান নয়, বরং ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়েই টিকে থাকবে। একটি দীর্ঘায়িত যুদ্ধ, যেখানে স্পষ্ট বিজয়ের পথ নেই, তা কিয়েভের জন্য রাজনৈতিকভাবে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। ইতোমধ্যেই জেলেনস্কি ও ইউক্রেনের সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে উত্তেজনা প্রকাশ পেয়েছে– বিশেষত সেনা নিয়োগ সংস্কার এবং যুদ্ধক্ষেত্রের কৌশল নিয়ে বিতর্ক তীব্র হয়েছে। আলোচনায় ব্যর্থতা ইউক্রেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে দুর্বল করতে পারে এবং পশ্চিমা সামরিক সহায়তা অব্যাহত রাখার সংকল্পকেও চ্যালেঞ্জ করতে পারে। একই সময়ে, ইউক্রেন তার সীমান্ত অতিক্রম করে হামলার মাত্রা বাড়িয়েছে, যেমন- সম্প্রতি বেলগোরোদে চালানো আক্রমণ। এই হামলাগুলোর মূল উদ্দেশ্য অস্পষ্ট– রাশিয়াকে ফ্রন্টলাইন থেকে সৈন্য সরাতে বাধ্য করা, নাকি ভবিষ্যতের আলোচনায় কৌশলগত সুবিধা অর্জন করা? যেভাবেই হোক, ইউক্রেনের সামরিক অবস্থান স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে তারা একটি 'স্থির সংঘাত' বা ভূখ- ছাড়ার শর্ত মেনে নিতে রাজি নয়। সবচেয়ে গুরুতর উদ্বেগের মধ্যে একটি হলো, কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলে রাশিয়া তার পারমাণবিক হুমকি আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। ক্রেমলিন ইতোমধ্যেই পরোক্ষ হুমকি দিয়েছে যে, যদি ন্যাটো সরাসরি হস্তক্ষেপ করে, তাহলে তারা কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। যদি পশ্চিমা নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি আরও বাড়ে, বিশেষত ইউরোপীয় সেনাদের পশ্চিম ইউক্রেনে উপস্থিতি নিশ্চিত হয়, তাহলে একটি বিপর্যয়কর ভুল গণনার ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যাবে। বেশির ভাগ বিশ্লেষক মনে করেন যে, রাশিয়ার পারমাণবিক হুমকি মূলত কূটনৈতিক চাপে দেয়া বক্তব্য। কিন্তু ইতিহাস দেখায় যে, অনেক সময় চাপে পড়ে নেতারা ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। ন্যাটোর সৈন্যরা যদি রাশিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি চলে আসে, তাহলে পুতিন আগাম প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন, যা যুক্তিযুক্ত না হলেও বাস্তবতায় বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী নীতির অনেকটাই নির্ভর করবে ডনাল্ড ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। বর্তমানে, ট্রাম্প রাশিয়ার আলোচনার কৌশল নিয়ে অসন্তুষ্ট এবং আলোচনা ব্যর্থ হলে কঠোর জ্বালানি নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়েছেন। তার প্রশাসন মূলত চীনকে ঠেকানোর দিকেই বেশি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত, যার ফলে ইউরোপীয় থিয়েটারের গুরুত্ব কমিয়ে দিতে পারে। যদি ট্রাম্প রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করা দেশগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেন, তবে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে বিশাল অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। তবে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হলেও, তা সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রের সামরিক সমীকরণ বদলাবে না বরং, যদি যুক্তরাষ্ট্র কৌশলগতভাবে ইউক্রেন থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেয়, তাহলে ইউরোপকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে– তারা কি সত্যিই ইউক্রেনের প্রতিরক্ষার নেতৃত্ব নিতে প্রস্তুত? যদি ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সরকার পতনের মুখে পড়ে, তাহলে ইউরোপের সবচেয়ে সম্ভাব্য বিকল্প হবে পশ্চিম ইউক্রেনে একটি সামরিক উপস্থিতি নিশ্চিত করা– সম্ভবত একটি 'ট্রিপওয়্যার ফোর্স' গঠন করে, যাতে রাশিয়ার আরও অগ্রগতি প্রতিহত করা যায়। কিন্তু সমস্যা হলো, ইউরোপের সামরিক সক্ষমতা সীমিত। যুক্তরাষ্ট্রের লজিস্টিক ও গোয়েন্দা সহায়তা ছাড়া, ইউরোপীয় সেনা মোতায়েন মূলত প্রতীকী হয়ে যাবে, কার্যকর নয়। সর্বোত্তম পরিস্থিতিতেও, যদি যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স তাদের বিমান ও নৌবাহিনী মোতায়েন করে, তবে এগুলো রাশিয়ার শক্তিশালী বিমান প্রতিরক্ষা ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার সামনে দুর্বল থেকে যাবে। এবং যদি রাশিয়া ইউরোপীয় হস্তক্ষেপকে সরাসরি উসকানি হিসেবে দেখে, তাহলে পোল্যান্ড ও রোমানিয়ার সামরিক ঘাঁটিতে প্রতিশোধমূলক হামলা চালানো অসম্ভব নয়। আলোচনার ব্যর্থতা কেবল যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অর্থ বহন করবে না– এটি নতুন ও অপ্রত্যাশিত বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। গৌণ নিষেধাজ্ঞার অর্থনৈতিক প্রভাব থেকে শুরু করে পারমাণবিক উত্তেজনার ঝুঁকি পর্যন্ত, প্রতিটি সম্ভাবনাই বড় ধরনের ঝুঁকি বহন করে। মূল প্রশ্ন থেকেই যায়: পশ্চিমা বিশ্ব কি ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা দেয়ার বাইরেও একটি সুস্পষ্ট কৌশল তৈরি করেছে? যদি আলোচনা ব্যর্থ হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপকে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে– তারা কি তাদের সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে আরও বড় সংঘাতের ঝুঁকি নেবে, নাকি এমন একটি আপস খুঁজবে, যা রাজনৈতিকভাবে অপ্রিয় হলেও বড় বিপর্যয় এড়াতে পারে? ভূ-রাজনীতিতে, সিদ্ধান্তহীনতাও ভুল সিদ্ধান্তের মতোই বিপজ্জনক হতে পারে। আসন্ন মাসগুলোতে বোঝা যাবে, পশ্চিমা বিশ্ব কি প্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত, নাকি তারা প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থানে যেতে বাধ্য হবে, যেখানে রাশিয়াই সংঘাতের গতিপথ নির্ধারণ করবে।

অটুট থাকুক ঐক্যের ঐকতান

মোস্তফা কামাল

বিশ্ববাসীর অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখা ৫ আগস্টের জাতীয় ঐক্য রচনার কারিগরদের কারো কারো খোঁচাখুঁচি কেবল অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। ক্ষেত্রবিশেষে শঙ্কাও জাগায়। যেকোনো বিপ্লব বা অভ্যুত্থানের পর ক্ষমতাকেন্দ্রিক লড়াই হয় বিপ্লবীদের মধ্যে। এটা স্বাভাবিক ঘটনা। বিভিন্ন মত ও পথের মানুষের সময়ের প্রয়োজনে বিপ্লবে শামিল হওয়ায় এমনটা হয়ে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হয়েছে। বিপ্লবের পর বিভাজন রেখা স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এই স্বাভাবিক ঘটনা, এই বিভাজন এড়িয়ে যেতে পারাটাই কাঙ্ক্ষিত। এর ব্যত্যয় ঘটলে বিতাড়িত ফ্যাসিস্টদের ফিরে আসার পথঘাট তৈরি হয়। বিনষ্ট হয় জাতীয় ঐক্য। ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিপ্লব ঘটানো শক্তি। চব্বিশের জাতীয় ঐক্য গঠনে কারো ঘোষণা বা আহ্বান জানাতে হয়নি। রেজিম বদলে যার যার জায়গা থেকে সবাই অঘোষিতভাবে এক দফায় একমুখী হয়ে যায়। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ঐক্যের ঐকতান বেজে ওঠে। সবাই যেন এ অপেক্ষাই করছিল। কিন্তু মাত্রমাস কয়েকে সেই মনোজগতে পরিবর্তন। জনমনেও নানা সংশয়-শঙ্কা। ৫ আগস্টের আগে আন্দোলনকারী ছাত্রনেতা ও রাজনৈতিক দলের অভিন্ন প্রতিপক্ষ ছিল স্বৈরাচারী সরকার। ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেই সরকার বিদায় নেওয়ার পর জনগণের প্রত্যাশা ছিল, আন্দোলনকারী সব পক্ষের সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার দক্ষতার সঙ্গে দেশ পরিচালনা করবে। অন্তত তারা জনগণের মৌলিক সমস্যাগুলো সমাধানে ব্রতী হবে। কিন্তু বাস্তবতায় গোলমাল ঘটছে। সরকারের দিক থেকে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে- সংস্কার, ফ্যাসিস্টের বিচার ও নির্বাচন একসঙ্গে চলবে। এগুলোর কোনোটি কোনোটির সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। প্রধান উপদেষ্টার ভাষায়- রাজনৈতিক দলগুলো যতটুকু সংস্কার চাইবে ততটুকু সংস্কারের পর নির্বাচন। রাজনৈতিক দলগুলোই করবে মূল সংস্কার। ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে তিনি বলেছেন, তার সরকার সেকেন্ড ইনিংস শুরু করেছে। নতুন বাংলাদেশ মানে নতুন জাতীয় সংসদ নির্বাচন।' এমন বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলার আর কিছু বাকি রাখেননি । প্রায় সবই পরিষ্কার। এরপরও নানা গীত-বাজনা। কে না বোঝে, সংস্কার মূলত চলমান প্রক্রিয়া। শুধু রাজনীতি নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কার অপরিহার্য। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ১০টি সেক্টরে সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। সংস্কার কমিশনগুলো তাদের রিপোর্ট জমাও দিয়েছে। সংস্কার ইস্যুতে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়েছে। কমিশন এরইমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। একটি ফলপ্রসূ বৈঠকের পরও নানা ভেজাল পাকানো হচ্ছে। শঙ্কা ছিল ভারতের দিক থেকে। তা ক্রমশ কেটে যাচ্ছে। পিঠ দেখানো নয়, দিল্লির চোখে চোখ রেখে কথা বলছে ঢাকা। কখনো ঘৃণায়, কখনো কৌশলী কূটনীতিতে ভারতকে অবিরাম চপেটাঘাত করেই চলছে বাংলাদেশ। ভারতের খাস পছন্দের এবং নিয়োগকৃত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের লজ্জাজনক পরিণতি সইতে পারছে না ভারত। তারওপর একের পর এক বাংলাদেশের ডেমকেয়ার ভাব সহ্য করা বিষ খেয়ে বিষ হজমের মতো দেশটির জন্য। কিন্তু, পাল্টা ব্যবস্থা বা প্রতিশোধের কোনো উপায় পাচ্ছে না। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর দিল্লিতে বসে হাসিনা নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের তীর ছুড়েছে বাংলাদেশের দিকে। প্রতিটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। পাচার করা টাকা খরচ করে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনের চেষ্টা করছে। সজীব ওয়াজেদ জয় কোটি কোটি টাকা খরচ করে যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্ট নিয়োগ করেছে। সেটিও কার্যত ব্যর্থ হয়ে গেছে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের মাধ্যমে। হাসিনার রাজনীতিতে জাতিসংঘ কার্যত শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসসহ তার সরকারের ভারত জুজু এরইমধ্যে বকটে গেছে। ট্রাম্প-মোদীর বৈঠকের চব্বিশ ঘণ্টা না পেরুতেই দ্বিতীয় দফায় ভারতীয় অভিবাসীদের সামরিক বিমানে হাতকড়া ও শিকলে পা বেঁধে ফেরত পাঠিয়ে যুক্তরাষ্ট্রও সেই জুজু আরো কাটিয়ে দিয়েছে। ড. ইউনূসের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার ধারেকাছে নয় মোদির গ্রহণযোগ্যতা। চব্বিশের বিপ্লব ও ইউনূসের গ্রহণযোগ্যতা ভারতকে কাবু করে দিয়েছে কেবল অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নয়। বিশ্ব রাজনীতিতেও। সরকার তথা বাংলাদেশ কারো তাগিদের অপেক্ষা করছে না। নিজ গরজেই নানা ক্ষেত্রে সংস্কার আয়োজন চলছে। রাজনৈতিক দলগুলোও কথা দিচ্ছে যার যার জায়গা থেকে। একটি অপশক্তির বিদায়ের পর স্বাধীন বাংলাদেশে তা বড় রকমের পাওয়া। সামরিক - বেসামরিক শক্তি এক হলে দেশি-বিদেশি কোনো অপশক্তি বাংলায় আর সুবিধা করতে পারবে না- জনতার এ বার্তা পরিষ্কার। নিরাপত্তার আধুনিক সংজ্ঞায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলতে কিছু নেই। প্রবল জন ঐক্য, সশস্ত্রবাহিনীর প্রতি আস্থা ও ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটই আসল কথা।

জরুরি প্রয়োজন এখন সামরিক এবং বেসামরিক শক্তির এ সেতুবন্ধন অটুট রাখা। কিন্তু, সময়ে সময়ে মহল বিশেষ ছাত্র-জনতা- সেনার যুথবদ্ধতার গুরুত্ব বুঝতে অনীহা করেছে। যার পরিণামে আধিপত্যবাদি শক্তির সঙ্গে মিতালি হয়েছে ফ্যাসিবাদের। অবিরাম ভুগতে ভুগতে হুঁশ ফিরেছে চব্বিশে এসে। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে অকুতোভয় ছাত্রদের নেতৃত্বে বিপ্লবে শরিক হলো জনতা। এগিয়ে এলো সেনারাও। চব্বিশের ঘটনা তাদের আবার একাট্টা করেছে। সেনা-জনতার শক্তির শক্ত সেতুবন্ধন আবার ফিরেছে বাংলাদেশ। ম্যাজিকের মতো আধিপত্যবাদী শক্তি এবং ফ্যাসিবাদ কেবল হটেইনি, বিতাড়িতও হলো। জান নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। সেই ঐক্যে এখন কোনো ফোঁড়ন-রোদন কাম্য নয়।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

ভিক্ষাবৃত্তি : প্রয়োজন নাকি পেশা?

কামরুজ্জামান

দেশে ভিক্ষাবৃত্তি এখনো চলছে। কে প্রয়োজনে করছে আর কে প্রতারণা করছে বোঝা মুশকিল। আমার বাড়ি গাজীপুর জেলার শ্রীপুর পৌরসভায়। অসংখ্য শিল্প কারখানা গড়ে উঠায় শ্রীপুর পৌর এলাকা এখন শিল্পাঞ্চল। ছোট্ট আয়তনের শ্রীপুর পৌরসভায় বর্তমান স্থানীয় মানুষের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার। অভিগমিত জনসংখ্যা হবে আরও দেড় লাখ। এই মোট প্রায় তিন লাখ লোকের বসবাস। এছাড়া ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক শ্রীপুর পৌরসভার ঠিক মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়ায় বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, পেট্রল পাম্প, সি এন জি পাম্প, মসজিদ ও দোকানপাট গড়ে উঠায় ভিক্ষুকদের পদচারণা সবসময়ই দেখা যায়। দুটো ঘটনা বলে লেখাটি শুরু করছি। প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে–আমাদের এলাকায় গত প্রায় এক বছর যাবত দেখছি একজন মধ্য বয়সী লোক তার বামহাত ব্যান্ডেজ করা এবং একটা ছেঁড়া লুঙ্গি গলা থেকে শরীরের বামদিকে প্যাঁচিয়ে ডানহাতে থালা নিয়ে ভিক্ষা করছে। আমি নিজেও এক দুইবার টাকা দিয়েছি। লোকটা বেশভূষায় ভিক্ষুকের মতোই দেখতে। ভিক্ষা করতে করতে একদিন আমার বাসায় এসে ভিক্ষার জন্য হাঁক ছাড়ে। আমি তাকে দেখে একটু সময় নিয়ে কথা বলি। সে অকপটে স্বীকার করে তার প্রতারণার কথা। এবং সে এটাও বলে প্রথম প্রথম ভিক্ষা বেশি পেত। এখন অনেকেই তার প্রতারণা জেনে যাওয়ায় আয় কমে গেছে। তবে যারা নতুন বা চেনে না তারা টাকা-পয়সা দিয়ে থাকে। সে আরও বলে। কাজ করতে তার ভালো লাগে না। ভিক্ষা করতেই ভালো লাগে। আমি আগ্রহ নিয়ে বললাম, যদি কেউ মাইর দেয়। সে খুব বিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দিল, স্যার আমরা গরিব মানুষ। যারা জানে তাদের কেউ কেউ বকা দেয় কিন্তু মারে না। দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে–প্রতিদিনই সিএনজি পাম্পে গ্যাস নিতে হয় আমাকে। গাড়ি পাম্পে ঢুকলে অন্তত দুই থেকে তিনজন ভিক্ষুক আসবে ভিক্ষার জন্য। পোড়াবাড়ি খান পাম্পের ঘটনা। মধ্যবয়সী মহিলা ভিক্ষা চাইলেন। আমি বললাম আপনি কাজ করেন না কেন? উত্তর দিলেন-টাকা দিলে দেন না দিলে না দেন। আবার উল্টো প্রশ্ন করেন কেন? আমি বললাম, ভিক্ষা করা তো ভালো কাজ না। এবার মহিলা ক্ষেপে গেল এবং আমার প্রতি রাগ দেখাতে দেখাতে দূরে গিয়ে দাঁড়াল। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে সিএনজি দেয়া লোকটা বলল, স্যার এদের কাজ দিলেও কাজ করবে না। সারাদিনে এরা ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করে। আপনি হয়তো টাকা-পয়সা দেবেন না কিন্তু এমন এমন মানুষ আসে যারা ১০০, ৫০০ টাকা পর্যন্ত দিয়ে থাকে। এভাবে টাকা পায় বলে তাদের নেশা হয়ে গেছে। অন্য কাজ করে না। অন্য কাজ এদের ভালোও লাগে না। আমি লোকটাকে বললাম, এদের কারণে তো প্রকৃত অসহায়রা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের মতো মানুষ বুঝি না কে দারিদ্র্যের কারণে ভিক্ষা করছে আর কে স্বভাব দোষে ভিক্ষা করছে। আরও আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে–এই রকম ভিক্ষা চাওয়ায় আমি একদিন এক মহিলাকে ভিক্ষার জন্য ৫ টাকার একটা কয়েন প্রদান করি। মহিলা পরিষ্কার ভাষায় আমাকে জানিয়ে দেয়, সে ৫ টাকা ভিক্ষা নেয় না। তার কথায় আমি অবাক হই! আমাদের দেশে ভিক্ষাবৃত্তি কেন বেশি? বিস্তর গবেষণা প্রয়োজন, প্রয়োজন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা। একটা সমাজে মানুষের কাজ দেখে বোঝা যায় সমাজ জীবনের প্রকৃত চিত্র। ভিক্ষাবৃত্তি কখনো ভালো কাজ নয়। সব ধর্মে ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এখন কথা হলো–আমাদের দেশে অসহায় কারা? সাহায্য সহযোগিতা কারা পাবে? যাদের শারীরিক ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে, যারা অসহায়, প্রতিবন্ধী, যাদের সাহায্য করার মতো কেউ নেই তারাই মূলত সহায়তা পাওয়ার যোগ্য। অন্ধ কিংবা একেবারেই চোখে দেখে না, হাঁটাচলা করতে পারে না, বয়স্ক অসহায় মানুষ, বিভিন্ন কারণে দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে সব হারানো অসহায় মানুষ। এই সব মানুষ সাহায্য সহযোগিতা চাইতে পারে (সাময়িক সময়ের জন্য)। এই সব ক্ষেত্রে সমাজের মানুষের এবং রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব রয়েছে সহযোগিতা করার। আমাদের দেশের ভিক্ষাবৃত্তির বাস্তব চিত্র ভয়াবহ এবং করুণ। ছোট শিশু থেকে শুরু করে তরুণ-তরুণী, মধ্য বয়সী পুরুষ-মহিলা এবং বয়স্ক নারী-পুরুষ পর্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তির মতো ঘৃণ্য কাজটি করে। ভিক্ষাবৃত্তিকে এখন সামাজিক পেশা বানিয়ে ফেলা হয়েছে। কারণ হচ্ছে-ভিক্ষা যারা করে তারা পেশাজীবীদের মতো সকালে নাস্তা খেয়ে বের হয়, সারাদিন একই জায়গায় ভিক্ষা করে। সন্ধ্যা বা তার পরে বাড়ি ফিরে আসে। এটাকে পেশা না বলার কোনো কারণ নেই। রাজধানী ঢাকা শহরসহ বাংলাদেশের বিভাগীয় শহর এবং জেলা শহরগুলোতেও এই দৃশ্য দেখা যায়। ভিক্ষা যারা করে এটা তাদের এক ধরনের নেশা বলা যায়। দুটো বিষয়ের সঙ্গে এরা অভ্যস্ত হয়ে যায়- ১. প্রতিদিন নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে ইন্টারেকশন হয়। ২. কম বেশি টাকা হাতে আসেই। দুজন তিনজন হয়তো ফিরিয়ে দেয় কিন্তু এর মধ্যে একজন টাকা-পয়সা দিয়ে যায়। টাকা হাতে পাওয়াটাই এক ধরনের নেশা। আমাদের দেশের মানুষ আবেগপ্রবণ। বিশেষ করে ধর্মীয় আবেগ খুব বেশি। সওয়াব হবে, জান্নাত পাবে, সুখ শান্তি হবে, উন্নতি হবে ইত্যাদির আশায় দান-খয়রাত করে থাকে। এ ক্ষেত্রে হাতপাতা মানুষগুলোকে ফিরিয়ে দিতে চায় না। আর এভাবেই ভিক্ষাবৃত্তি জিইয়ে থাকছে সমাজে। ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু মানুষ রয়েছে এরা কাজ করতে অনীহাবোধ করে। ফলে ভিক্ষা করেই চলে সবসময়। ভিক্ষাবৃত্তিকে একটা শ্রেণীর মানুষ প্রতারণা হিসাবে নিয়ে অপরাধ অপকর্মে জড়িয়ে থাকে। এরা লেবাস পরিবর্তন করে ভিক্ষাবৃত্তি করে। আবার সুযোগ পেলে চুরি ডাকাতিও করে। মানুষকে মিথ্যা বলে অসহায়ত্ব প্রকাশ করে সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে থাকে। ভিক্ষাবৃত্তি এখন বড় ধরনের ব্যবসা সিন্ডিকেট। এক শ্রেণীর লোক এই সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত। এরা এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে, ছোট ছোট শিশু ও পথশিশুদের প্রতিবন্ধী বানিয়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে ব্যবহার করে, অনেক সংখ্যক ভিক্ষুক নিয়ে দলবাজি করে অপরাধ সংগঠন করে। এসব করে থাকে মূলত অর্থ উপার্জন করার জন্য। ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত তারা প্রায় সবাই মাদকাসক্ত। ভিক্ষাবৃত্তি যেমন ভালো কাজ নয় তেমনি ভিক্ষাবৃত্তি সমাজের নৈতিক ও আর্থিক চরিত্রকেও বাস্তবে প্রকাশ করে। একটা রাষ্ট্রের মৌলিক উন্নয়ন হলো-সার্বজনীন উন্নয়ন। এর জন্য রাষ্ট্রকে ভিক্ষাবৃত্তি নিরুৎসাহিত করতে হবে, প্রয়োজনে বন্ধ করতে হবে। প্রকৃত অসহায়দের খুঁজে বের করে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নিতে হবে। আর স্বেচ্ছায় ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণকারী প্রতারণাকারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করতে পারলে সমাজে আরও অনেক অপরাধ কমে আসবে।

[লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, মুক্তিযোদ্ধা কলেজ, গাজীপুর]

শিক্ষার গুণগত মান পরিবর্তনে শিক্ষকের মূল্যায়ন

কামরুজ্জামান

দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রভূত সমস্যা। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাজনৈতিক প্রভাব। রাজনীতির বলয় থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কোনো কালেই বের হতে পারেনি। এখানে নিয়োগ থেকে শুরু করে পদোন্নতি, পদায়ন ও প্রতিষ্ঠান প্রধান নিয়োগ– সবই হয় রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায়। স্বভাবতই যারা রাজনৈতিকভাবে পদপদবী গ্রহণ করেন তাদের যতটা না প্রতিষ্ঠান ও পড়ালেখা নিয়ে ভাবেন তার চেয়ে বেশি ভাবেন রাজনৈতিক নেতাদের তুষ্ট করতে। আবার শিক্ষকদের মাঝেও প্রবণতা রয়েছে বিশেষ কোনো দলের রাজনীতি করে পদপদবী ভাগিয়ে নেয়ার। রাজনীতি করার অধিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে। কোনো মতাদর্শে বিশ্বাস কারো থাকতেই পারে। তবে শিক্ষকতা যেহেতু মহান পেশা সেহেতু এ পেশায় থেকে শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা বজায় থাকা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে যারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় জড়িত তাদের গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ দেয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে আসবে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী মূল্যায়ন ও বেতনকাঠামো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রয়োজন আর্থিক প্রণোদনা দেয়া। পদপদবী ও পদোন্নতি মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন। অথচ আমাদের দেশে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সব সুবিধা নেই বললেই চলে। এ কারণে যারা এডভান্স স্টাডি করে, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে এবং জার্নালে একাধিক প্রকাশনা থাকে তারা আলাদা কোনো সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায় উৎসাহের জায়গায় ভাটা পড়ে যায়। আমাদের চৌকস মেধাবী যারা তারা দেশেই থাকে না। বিশ্বের বড় বড় নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে চলে যায়। অন্য পেশা বেছে নেয়। বাইরের উন্নত দেশগুলোতে তাদের শিক্ষক নিয়োগ দেয় প্রকৃত মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী। উন্নত দেশের নামকরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও শুধু নিজ দেশে নয় বাইরের দেশের মেধাবী ও উচ্চ ডিগ্রি প্রাপ্ত গবেষক নিয়োগ দিয়ে থাকে। তাদের এখানে নেই রাজনৈতিক পরিচয়, নেই দলীয় নিয়োগ।

আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার থাকায় শিক্ষকরা গবেষণা ও প্রকাশনার চেয়ে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কে কোন পদ পেতে পারে , কার কী পোস্ট পজিশন হতে পারে এসব ভাবনা নিয়েই কাজ করে সারাক্ষণ। গবেষণা ও প্রকাশনা করে যেহেতু আলাদা সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় না সেহেতু আগ্রহও কম থাকে।

শিক্ষার মান ও যুগোপযোগী শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, গবেষণা ও প্রকাশনা যেমন প্রয়োজন তেমনি যথাযথ মূল্যায়ন হওয়াও খুব বেশি প্রয়োজন। কারণ হচ্ছে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই পারে নতুন নতুন আবিষ্কার নিয়ে আসতে। নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের সন্নিবেশ ঘটাতে এবং গবেষণার মাধ্যমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে। গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও প্রকাশনা সমাজ ও রাষ্ট্রের যেমন উপকার হয় তেমনি ছাত্ররাও জ্ঞান ও মেধায় সমৃদ্ধ হয়। শিক্ষার গুণগত মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে মেধাবী ও নতুনদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার জন্য আলাদা বেতনকাঠামো দিতে হবে। শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। গবেষণা হলো জ্ঞান বৃদ্ধির সৃজনশীল এবং পদ্ধতিগত কাজ। গবেষণায় একটি বিষয়কে বোঝার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ, সংগঠন এবং বিশ্লেষণ করা হয়। এতে পক্ষপাত এবং ত্রুটির উৎস নিয়ন্ত্রণ করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো, বাস্তবিক কোনো সমস্যার সমাধান করা। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিসহ প্রতিটা ক্ষেত্রে নতুন নতুন চিন্তাভাবনা ও তত্ত্ব ছাড়া একটা জাতি সামনে যেতে পারে না। আর এসব নতুন তত্ত্ব ও ধারণা লাভ করা সম্ভব হয় গবেষণার মাধ্যমে। যে কোনো ব্যক্তি তার নিজের দক্ষতা অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে গবেষণা করে সেসব পত্রিকা, বই বা অন্যান্য মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেন। শিক্ষকতা পেশায় গবেষণা ও প্রকাশনার সুযোগ অনেক বেশি। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সারা পৃথিবীতে গবেষণা কর্মকা-পরিচালিত হয় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমেই। অনেকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মানেই গবেষণা। আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পড়ালেখা ও গবেষণার জায়গায় হবে এটা দেশ ও জাতীর প্রত্যাশা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান ধরে রাখতে হলে প্রকৃত মেধাবীদের মূল্যায়ন করতে হবে। স্বচ্ছ পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকৃত মেধাবীদের খুঁজে বের করে নিয়োগ দেয়া উচিত। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার জন্য প্রতিষ্ঠান থেকে উৎসাহ দেয়া প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের জন্য গবেষণা ও প্রকাশনায় এগিয়ে থাকা শিক্ষকদের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। প্রয়োজন আলাদা শিক্ষা কমিশন ও পে-স্কেল। মনে রাখতে হবে শিক্ষার মৌলিক পরিবর্তন না হলে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও নৈতিক পরিবর্তন সম্ভব নয়।

মার্কিন সাহায্য কমানোয় সেবা না পেয়ে মারা যাচ্ছে দক্ষিণ সুদানের শিশুরা

আন্তর্জাতিক ডেস্কম : মার্কিন সাহায্য কমানোয় জীবন রক্ষাকারী ক্লিনিকগুলোয় সেবা না পেয়ে দক্ষিণ সুদানের শিশুরা কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। কয়েক মাইল হেঁটেও দেশটির বাসিন্দারা চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারছে না। গত বুধবার একটি আন্তর্জাতিক এনজিও সতর্ক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে। খবর এএফপির। এএফপি জানায়, ২০১১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে অত্যন্ত দরিদ্র দেশটি নিরাপত্তার সঙ্গে লড়াই করছে। সাম্প্রতিক সংঘর্ষের ফলে পাঁচ বছরের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানো শান্তি চুক্তি হুমকির মুখে পড়েছে। দেশটিতে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। সেপ্টেম্বর থেকে প্রায় ৪০ হাজার কলেরা আক্রান্তের খবর জানা গেছে। ইউনিসেফ জানায়, এটিকে দেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ প্রাদুর্ভাব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্রিটিশ দাতব্য সংস্থা 'সেভ দ্য চিলড্রেন' বুধবার জানায়, দক্ষিণ সুদানের কমপক্ষে পাঁচ তরুণের মৃত্যু হয়েছে। দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় জোংলেই রাজ্যে জীবন রক্ষাকারী সেবা পেতে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে যান। দাতব্য সংস্থাটি পূর্ব আকোবো কাউন্টির ২৭টি ক্লিনিককে সহায়তা করেছিল। কিন্তু সংস্থাটি জানায়, ইউএসএআইডির সহায়তা কাটছাঁটের কারণে সাতটি ক্লিনিক স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাকি ২০টি আংশিক খোলা রয়েছে। সংস্থাটি আরও জানায়, দেশব্যাপী প্রায় ৬০০টি ক্লিনিকের প্রায় ২০০ কর্মী ছাঁটাই করতে হয়েছে। ইউএসএআইডির বার্ষিক বাজেট যার প্রায় ৪৩ বিলিয়ন ডলার, যা বিশ্বের মানবিক সাহায্যের প্রায় ৪০ শতাংশ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওই বাজেটের কাটছাঁট করায় বিশ্বজুড়ে এর ওপর প্রভাব পড়েছে। ২৪ বছর বয়সী পুরোনো কলেরা রোগী সারাহ বলেন, 'আমরা আগে খুশি ছিলাম। অনেক ডাক্তার ও পর্যাপ্ত ওষুধ ছিল। তাই আমরা খুব বেশি কষ্ট পাইনি। কিন্তু এখন আমরা কষ্ট পাচ্ছি।' স্বেচ্ছাসেবক স্বাস্থ্যকর্মী মাইকেল বলেছেন, 'সাহায্য কাটছাঁটের পর থেকে রোগীরা ওষুধের অভাবে সংগ্রাম চালিয়েছে যাচ্ছে। আমরা রোগীদের কষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাদের সাহায্য করতে পারছি না।' 'এখন একটি গুরুতর কলেরা প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে' উল্লেখ করে মাইকেল বলেন, তারা শুধু রোগীদের খাবার স্যালাইন সরবরাহ করতে পারছেন। এর আগে ইউনিসেফ জানায়, সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত প্রায় ৭০০ জন কলেরায় মারা গেছে। যার অর্ধেকই ১৫ বছরের কম বয়সী শিশু। ইউনিসেফ জানায়, দক্ষিণ সুদানের ১০টি রাজ্যের মধ্যে নয়টি রাজ্য কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পূর্বাঞ্চলীয় জোংলেই রাজ্য। দক্ষিণ সুদানের সেভ দ্য চিলড্রেনের কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিস নিয়ামান্ডি এএফপিকে বলেন, এই অঞ্চলের পরিস্থিতি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। তিনি জোংলেইয়ের আকোবোর পূর্বাঞ্চলে একটি ভ্রমণের বর্ণনা দেন, যেখানে উপচে পড়া তাঁবুতে পর্যাপ্ত জায়গা না রাখায় অসুস্থ শিশুদের বাইরে গাছের নিচে শুয়ে রাখা হয়। নিয়ামান্ডি এক বিবৃতিতে বলেন, 'অন্যান্য দেশের ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের নেওয়া সিদ্ধান্তের ফলে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এই নিয়ে বিশ্বব্যাপী নৈতিক ক্ষোভ সৃষ্টি হওয়া উচিত।' নিয়ামান্ডি 'দক্ষিণ সুদানে মানবিক বিপর্যয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেন, এটি এমন একটি দেশ যেখানে পাঁচজনের মধ্যে চারজনের বেঁচে থাকার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন।' নিয়ামান্ডি প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে উত্তেজনা আর না বাড়ার এবং যাতে করে চিকিৎসা ব্যবস্থা আর জটিল না হয় তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। দেশের কিছু অংশে সম্প্রতি নতুন করে সহিংসতা দেখা দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট সালভা কি ও তার দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট রিক মাচার উভয়ের মিত্র বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

ডোমিনিকান রিপাবলিকে নাইটক্লাবের ছাদধসে নিহত বেড়ে ১৮৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ডোমিনিকান রিপাবলিকের রাজধানী সান্টো ডোমিঙ্গোতে একটি নাইটক্লাবের ছাদ ধসে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১৮৪ জন, যার মধ্যে দুইজন প্রাক্তন মেজর লিগ বেসবল (এমএলবি) খেলোয়াড়ও রয়েছেন। দেশটির ইতিহাসে এটি সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনাগুলোর একটি বলে মনে করা হচ্ছে। খবর সিএনএনের। স্থানীয় সময় সোমবার রাত ১টার দিকে রাজধানীর বিখ্যাত জেট সেট নাইটক্লাবে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ওই সময় জনপ্রিয় মেরেঙ্গে শিল্পী রুবি পেরেজ এবং তার অর্কেস্ট্রা পারফর্ম করছিলেন। মঙ্গলবার উদ্ধার কাজ চলাকালীন তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে জরুরি বিভাগ। জেট সেট নাইটক্লাবের ভেতরে তখন কমপক্ষে ৩০০ মানুষ ছিলেন। ছাদ ধসে পড়ার পর প্রাথমিকভাবে ১৪৫ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, কতজন আহত হয়েছেন তা এখনও নিশ্চিত করেনি কর্তৃপক্ষ। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন এমএলবি খেলোয়াড় অক্টাভিও ডোটেল ও টনি ব্লাঙ্কো। ডোটেলকে জীবিত উদ্ধার করা হলেও হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। ডোটেলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "কলেজিও সাবিদুরিয়া ই বালুয়ার্তে" এক শোকবার্তায় জানিয়েছে, "তিনি আমাদের সকলের মনে অম্লান ছাপ রেখে গেছেন।"এছাড়াও নিহতদের মধ্যে রয়েছেন মন্টে ক্রিস্টি প্রদেশের গভর্নর নেলসি ক্রুজ, যিনি এমএলবি তারকা নেলসন ক্রুজের আত্মীয়। ডোমিনিকান প্রেসিডেন্ট লুইস আবিনাডার দেশজুড়ে শোক ঘোষণা করেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। পাবলিক ওয়ার্কস মন্ত্রী এদুয়ার্দো এস্ত্রেয়ার ছেলে এখনও নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

হল অফ ফেম বেসবল খেলোয়াড় পেড্রো মার্টিনেজ জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় তার পরিবারের কয়েকজন সদস্য নিখোঁজ আছেন। তিনি ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, "আমরা গভীরভাবে শোকাহত। যুক্তরাষ্ট্রে যাদের আত্মীয়-স্বজন ডোমিনিকান রিপাবলিকে রয়েছেন, তাদের জন্য আমাদের সমবেদনা।" ঘটনার ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, মঞ্চে সংগীত পরিবেশনের সময় ছাদের কিছু অংশ ধসে পড়ছে, আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সম্পূর্ণ ছাদ নিচে পড়ে যায়।

ডিভোর্সের গুঞ্জন নিয়ে এবার মুখ খুললেন ওবামার স্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার পর এবার ডিভোর্সের গুঞ্জন নিয়ে মুখ খুললেন তার স্ত্রী মিশেল ওবামা। গত মঙ্গলবার প্রচারিত একটি পডকাস্টে এ নিয়ে কথা বলেন তিনি। চলতি বছর সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের শেষকৃত্য এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন মিশেল। খবর সিএনএনের। ওই পডকাস্টে মিশেল বলেন, আমি এখন নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে সময় দিচ্ছি। নিজেদের চাহিদামতো সময় কাটাচ্ছি। আট বছর আগে হোয়াইট হাউসে থাকার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, আগে সবসময় নিজের মতো করে সময় কাটানো সম্ভব ছিল না। তবে এখন আমি নিজের ক্যালেন্ডার নিজেই সাজাতে পারছি। নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিচ্ছি। আগে সেই স্বাধীনতা ছিল না। গত জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শপথ অনুষ্ঠান এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে বারাক ওবামার সঙ্গে তার অনুপস্থিত থাকার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, আমি এখন নিজের মতো করে করণীয় ঠিক করছি। বাচ্চাদেরকে বেশি সময় দেওয়ার চেষ্টা করছি। তাদের পড়াশোর খেয়াল রাখছি। আর কিছু মানুষ মনে করছে, ওবামার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হতে যাচ্ছে। সম্প্রতি হ্যামিলটন কলেজের প্রেসিডেন্ট স্টিভেন টেপারের সঙ্গে এক কথোপকথনে বারাক ওবামাও বলেন, এখন তার স্ত্রী মিশেল ওবামার সঙ্গে অনেক বেশি সময় কাটাচ্ছেন। তিনি স্বীকার করেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে হোয়াইট হাউসে দুই মেয়াদ কাটানোর সময় মিশেলের সঙ্গে তার সম্পর্ক বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

ইন্দোনেশিয়ায় ১৭ জনকে হত্যার দাবি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইন্দোনেশিয়ার পাপুয়া অঞ্চলে বিগত কয়েকদিনে ১৭ জনের বেশি মানুষকে হত্যার দাবি করেছে স্থানীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বিদ্রোহীরা এ কথা বলেছে। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। পাপুয়ান বিদ্রোহীদের এক মুখপাত্র সেবি সামবম বলেছেন, গত ৬ এপ্রিল থেকে ১৭ জনের বেশি মানুষকে হত্যা করেছে তারা। কেবল বুধবারই পাঁচজনকে হত্যা করা হয়। তাদের দাবি, নিহতরা আসলে সেনা সদস্য ছিলেন, যারা স্বর্ণখনির শ্রমিকবেশে অভিযানে এসেছিলেন। সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে সেবি বলেছেন, ইন্দোনেশিয়া সরকারের সেনাবাহিনী যদি আমাদের ধাওয়া করতেই চায়।

ছয় সপ্তাহ ধরে অবরুদ্ধ গাজা, শেষ খাবারটুকুও ফুরিয়ে যাচ্ছে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্চের শুরু থেকেই গাজায় ঢোকার চেকপয়েন্টগুলো বন্ধ করে রেখেছে ইসরায়েল। ফলে ঢুকতে পারছে না ত্রাণবাহী ট্রাক। শীঘ্রই এই চেকপয়েন্টগুলো খোলা না হলে, ক্ষুধায় নিশ্চিতভাবেই মৃত্যু হবে বেশিরভাগ গাজাবাসীর। গাজা উপত্যকার ২৩ লাখ বাসিন্দার জন্য সব ধরনের সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার ছয় সপ্তাহ পার হয়েছে। বছরের শুরুতে যুদ্ধবিরতির সময় যেটুকু খাবার মজুত করা হয়েছিল তা

প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। জরুরি খাবার বিতরণ থেমে যাচ্ছে, বেকারিগুলো বন্ধ, বাজারগুলো খালি। খান ইউনিসের একটি শরণার্থী শিবিরে প্লাস্টিকের ছাউনি ঘেরা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় নিজের পরিবারের সঙ্গে বসবাস করছেন আখরাস (৬৪)। সেখানেই তিনি কার্ডবোর্ড জ্বালিয়ে আগুন জ্বালান এবং একটি শিমের ক্যান গরম করেন। এটাই তাদের শেষ খাবার। তিনি বলেন, আমরা ১৩ জনের পরিবার। এক ক্যান ফাভা শিম দিয়ে কী হবে? আখরাস আরও বলেন, 'আমরা যুদ্ধ বেঁচে গেছি, প্রতিদিন সকাল-বিকেল বোমাবর্ষণ সহ্য করেছি। কিন্তু আমরা ক্ষুধা সহ্য করতে পারবো না। না আমরা, না আমাদের সন্তানরা।' উত্তরে নুসাইরাত শরণার্থী শিবিরে শত শত ফিলিস্তিনি একটি খোলা জায়গায় রান্না করা গরম ভাতের জন্য একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন। ছোট শিশুরা সামনে এগিয়ে আসছে, হাতে বালতি-পরিবারের জন্য কিছু খাবার নিয়ে যেতে চায় তারা। এই জরুরি খাবার বিতরণ যেসব ত্রাণ সংস্থা চালাচ্ছে। তারা বলছে, যদি নতুন করে খাবার ঢুকাতে না পারে, তাহলে আর কয়েকদিনের মধ্যেই তাদেরও এই খাবার বিতরণ বন্ধ করে দিতে হবে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি আগে গাজার ২৫টি বেকারিতে রুটি সরবরাহ করতো। এখন সবগুলো বেকারি বন্ধ। অল্প পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী বিতরণও বন্ধ হয়ে যেতে চলেছে। জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংস্থার জুলিয়েট তৌমা বলেছেন, সব ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র শেষ হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, গত এক মাসের বেশি সময় ধরে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ গাজা অবরোধ করায় জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে গেছে। এর মানে, শিশুরা, নবজাতকেরা না খেয়ে ঘুমোতে যাচ্ছে। প্রতিদিন এই সামগ্রী ছাড়া গাজা গভীর দুর্ভিক্ষের দিকে আরও এক ধাপ এগোচ্ছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলছে, গাজা শাসনকারী হামাস ত্রাণের অপব্যবহার করছে। হামাস যোদ্ধাদের হাতে যাতে ত্রাণ না পৌঁছে, সেজন্যই তারা সব সরবরাহ বন্ধ রেখেছে। হামাস তাদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বরং ইসরায়েলকে ক্ষুধাকে যুদ্ধকৌশল হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ করেছে। নুসাইরাতে নাইমা ফারজাল্লা বলেছেন, 'যদি আমরা বোমায় না মরি, তাহলে ক্ষুধায় মরবো।' সূত্রঃ রয়টার্স

ঢাকায় শাবনূরের ঝটিকা সফর

বিনোদন ডেস্ক : রঙিন দুনিয়া ছেড়ে পরিবার নিয়ে দূরদেশে থিতু হয়েছেন বাংলাদেশের রুপালি পর্দার নায়িকা শাবনূর। প্রায় এক দশক ধরে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে থাকছেন নায়িকা। এর মধ্যে কোনো কাজ থাকলে দেশে আসেন, নয়তো আসেন না। তবে শাবনূর দেশে আসলেও খানিকটা সময় নিয়েই আসেন। কিছু কাজ থাকলে তা সেরে আবার চলে যান। এতটা দিন এই তারকার সঙ্গে নিজ দেশের সম্পর্ক এখন এমনই। কিন্তু এবারও দেশে এসেছিলেন শাবনূর। এতটাই চুপিসারে এসে ঘুরে গেছেন কে, কাউকে বুঝতেও দেননি। অবশ্য, কেনই বা বুঝতে দেবেন; এমন ভালো পরিস্থিতিতেও ছিলেন না নায়িকা। সে সময় তার মাঝে ছিল ব্যাপক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও শঙ্কা। দেশের আসার এই খবর সদ্যই জানিয়ে দেন নায়িকা নিজেই। গণমাধ্যমকে দেওয়া এক বার্তায় শাবনূর জানান, সে সময়টা পুরোটা অস্থিরতায় কেটেছে তার। তাই তেমন কাউকে জানানোটা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু কী কারণে এত তাড়াহুড়া ছিল শাবনূরের? জানালেন, নিজের অসুস্থ মা কে নিয়ে যেতেই ঢাকায় এসেছিলেন শাবনূর। তা আবার খুবই স্বল্প সময়ের জন্য। মাত্র আট ঘণ্টা ঢাকায় অবস্থান করেন নায়িকা। শাবনূর বলেন, 'এক মাস ধরে আম্মা বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। ঢাকার বড় বড় হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দেখিয়েছেন। তাতে কাজ হয়নি, আম্মার অসুস্থতা আরও বাড়তে থাকে। আম্মার নিউমোনিয়া হয়েছে। ২৮ মার্চ এমন অবস্থা হয়েছিল, আম্মা কথা বলার মতো শক্তি হারিয়ে ফেলছেন। আমি সেদিন রাতেই অনেক কষ্টে টিকিট পেয়ে যাই, একা- এক কাপড়েই রওনা হই। পুরোটা সময় যে কীভাবে কেটেছে বোঝাতে পারব না।

দর্শকদের কৃতজ্ঞতা জানালেন নুসরাত ফারিয়া

বিনোদন ডেস্ক : এবার ঈদে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে ছয়-ছয়টি ছবি। প্রায় সব ছবিতেই রয়েছে একাধিক গান। তার মধ্যে শ্রোতামহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে কামরুজ্জামান রোমানের 'জ্বীন ৩' ছবির 'কন্যা' গান। গানটি যখন প্রকাশ পায়, তখন থেকেই শ্রোতা-দর্শকের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। সামাজিক মাধ্যমে গানটি নিয়ে আলোচনা ছিল দেখার মতো। বলা বাহুল্য, এই গানের দৃশ্যে থাকা চিত্রনায়িকা নুসরাত ফারিয়ার ঝলকানিতে মজেছিলেন দর্শকেরা; যার ফলাফল এক নতুন মাইলফলক! গত ১৭ মার্চ জাজ মাল্টিমিডিয়ার চ্যানেলে প্রকাশ হয় কন্যা। গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত গানটির ভিউ ছাড়িয়ে যায় এক কোটি ৫ লাখের ওপরে। আর এদিনই নিয়ে দর্শক-শ্রোতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নুসরাত ফারিয়া। এক ফেসবুক পোস্টে নায়িকা লেখেন, 'কোটি র ঘরে কন্যা। এত এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।' 'কন্যা' গেয়েছেন ইমরান মাহমুদুল ও দিলশাদ নাহার কণা। উৎসবের আমেজে তৈরি করা এ গান প্রকাশিত হওয়ার পর রুনা লায়লাসহ শোবিজের অনেক তারকা শেয়ার করেছেন, বাহবা দিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমেও গানটি নিয়ে প্রচুর রিল-শর্টস-টিকটক হচ্ছে। এ গানের কথা লিখেছেন রবিউল ইসলাম জীবন। সুর ও সংগীত ইমরানের। গানের দৃশ্যে নুসরাত ফারিয়ার সঙ্গে পর্দা ভাগ করেছেন অভিনেতা আব্দুন নূর সজল।

নতুন সিনেমা নিয়ে আসছেন ববি

বিনোদন ডেস্ক : একটি সিনেমার শুটিং শেষ হওয়ার আগেই সেই নির্মাতার আরেকটি ছবির কাজের প্রস্তাব পেয়েছেন ইয়ামিন হক ববি। তরুণ নির্মাতা এস কে নিলয়ের 'বউ' ছবিতে অভিনয় করছেন তিনি। ছবিটির গানে শুটিং আছে বাকি। এ নির্মাতার নতুন সিনেমাটির নাম 'দিওয়ানা'। ববির সঙ্গে এর মধ্যে প্রাথমিক আলাপ সেরেছেন নির্মাতা। এর কাহিনি লিখছেন দেলোয়ার হোসেন দিল। এটি শহুরে গল্প। এ কারণে রাজধানীতে হবে দৃশ্যধারণ। ববির বিপরীতে কে অভিনয় করবেন তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। নিলয় বলেন,

'ববিকে নিয়ে 'বউ' সিনেমার কাজ করছি। তার সঙ্গে আমার প্রথম কাজ ছিল এটি। সহযোগিতাপরায়ণ একজন শিল্পী। আমার পরবর্তী 'দিওয়ানা' সিনেমার জন্য তাকেই মানানসই মনে হয়েছে। এ কারণে তাকে নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি। এখন নায়ক ঠিক করেনি। তবে কাজটা নিয়ে কিছুদিন মধ্যে জানবো সবাইকে। নতুন কাজ নিয়ে এ অভিনেত্রী বলেন, 'দিওয়ানা' সিনেমার বিষয়ে কথা হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে কাজ করব। বেশ কিছুদিন আগেই 'বেইমান' সিনেমার শুটিং করেছি। 'বউ' সিনেমার শুটিংয়ে অংশ নেব। এরপর বদিউল আলম খোকনের পরিচালনায় 'তছনছ' সিনেমার শুটিং শুরু করব। দেশের বাইরে আরও একটি সিনেমার কথা হচ্ছে। বলা চলে কাজের মধ্যেই আছি। অভিনয় নিয়েই থাকতে চাই। 'খোঁজ দ্য সার্চ' সিনেমার মাধ্যমে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখেন ববি। সে হিসেবে শোবিজে তার পথচলা দেড় দশকের বেশি। এ পথচলা মোটেই সহজ ছিল না। নানা চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাকে। অভিনয় ক্যারিয়ারে ববি উপহার দিয়েছেন- 'দেহরক্ষী', 'রাজত্ব', 'অ্যাকশন জেসমিন', 'বিজলী', 'বেপরোয়া', 'নোলক'র মতো সিনেমা। বর্তমানে ববির হাতে রয়েছে বেশ কয়েকটি সিনেমা। তার অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ছিল 'ময়ূরাক্ষী'। রাশিদ পলাশ পরিচালিত রহস্যধর্মী এ সিনেমাটি গত বছর মুক্তি পেয়েছিল। এতে তার বিপরীতে দেখা গেছে সুদীপ বিশ্বাস দ্বীপকে। যদিও সিনেমাটি ব্যবসায়িক সাফল্য পায়নি।

জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করলেন রিয়া চক্রবর্তী

বিনোদন ডেস্ক : ভাইবোন দিবসে (সিবলিং ডে) নতুন চিরন্তন বন্ধনের ছবি প্রকাশ করলেন বলিউড অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তী। জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করছেন তিনি। কিছু দিন আগেই সিবিআই সুশান্ত সিং রাজপুত মৃত্যু-মামলার চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, আত্মহত্যাই করেছিলেন সুশান্ত। বেকসুর প্রমাণিত হয়েছেন রিয়া। বিশেষ দিনে ভাইয়ের সঙ্গে ছবি দিয়ে মনের আনন্দ আর পারস্পরিক বন্ধনের কথাই বোধহয় তুলে ধরলেন তিনি। ২০২০ সালে অভিনেতার মৃত্যু নিয়ে জলঘোলা হয়েছিল বিস্তর। আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া, মাদকযোগ, এমনকি খুনের অভিযোগও উঠেছিল রিয়ার বিরুদ্ধে। এক মাস সংশোধনাগারেও থাকতে হয়েছিল অভিনেত্রীকে। অবশেষে সেই সব অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাই এবার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করছেন রিয়া। গতকাল বৃহস্পতিবার অভিনেত্রী একটি ছবি শেয়ার করেছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ভাইয়ের কাঁধে মাথা রেখে অভিনেত্রী, শান্তিতে চোখ বুজে রয়েছেন শৌভিক চক্রবর্তীও। রিয়া এই ছবি ভাগ করে নিয়ে লিখেছেন, 'ছোট্ট ভাই আমার। জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হল।'

যে কারণে বিয়ের পিঁড়িতে বসেননি সুস্মিতা

বিনোদন ডেস্ক : বিয়ে না হওয়ায় কোনো আক্ষেপ নেই বলে জানিয়েছেন সাবেক বিশ্বসুন্দরী ও বলিউড অভিনেত্রী সুস্মিতা সেন। বরং ভুল মানুষের সঙ্গে বিয়ে হতে হতে বেঁচে গেছেন, তা ভেবে স্বস্তি অনুভব করেন অভিনেত্রী। ৫০ ছুঁই ছুঁই বয়স। এখনো অবিবাহিত সুস্মিতা সেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে ব্রহ্মাণ্ডসুন্দরীর তকমা পেয়েছিলেন অভিনেত্রী। সেখান থেকেই অভিষেক বিনোদন জগতের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে। বলিউডে কাজ করতে করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মা হওয়ার। মাত্র ২৪ বছরেই একাকী মায়ের সব দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। তার জীবন অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণা। সেই জীবনে যেমন সাফল্য দেখেছেন, তেমনই ব্যর্থতাও দেখতে হয়েছে। একাধিকবার মন দিয়েছেন, আবার মন ভেঙেছেও অনেকবার। কিন্তু সুস্মিতা ঠিক আর পাঁচজনের মতো চেনা পথের পথিক নন। তাকে ভিড়ের মাঝেও আলাদা দেখতে পাওয়া যায়।

ফাঁস হলো তামান্নার নতুন আইটেম গানের শুটিং ভিডিও

বিনোদন ডেস্ক : শুটিং সেটে একদল নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে নাচের জন্য প্রস্তুত তামান্না ভাটিয়া। দলটির সবার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তামান্নার পরনে ঝলমলে ব্রালেট ও হাই স্লিট লেহেঙ্গা। এ পোশাকে আবেদনময়ী তামান্না উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও ক্লিপে এমন দৃশ্য দেখা যায়। 'ভাইরাল ভায়ানি' নামের এই ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে দাবি করা হয়েছে– "রেইড টু' সিনেমার আইটেম গানের দৃশ্য ভাইরাল। গানটির শুটিং সেট থেকে ভিডিও ক্লিপটি ফাঁস হয়েছে।" দক্ষিণী সিনেমার নায়িকাদের মধ্যে তামান্না খুব ভালো একজন নৃত্যশিল্পী। অনেক সিনেমার আইটেম গানে কোমর দুলিয়ে প্রশংসাও কুড়িয়েছেন। গত বছর 'আজ কি রাত' গানে নেচে হইচই ফেলে দেন। কয়েক দিন আগে জানা যায়, 'রেইড টু' সিনেমার আইটেম গানে দেখা যাবে তাকে। তারপর থেকে আলোচনায় রয়েছেন তামান্না। এরই মধ্যে ভিডিও ক্লিপটি ভাইরাল হওয়ায় পুরোনো আলোচনার পালে নতুন করে হাওয়া লেগেছে। তামান্নাকে এমন লুকে দেখে নানা ধরনের মন্তব্য করছেন নেটিজেনরা। অনেকে তার ভূয়সী প্রশংসা করছেন। অনেকে আবার নতুন আইটেম গানটিকে 'আজ কি রাত ২.০' বলছেন। আবার কেউ কেউ লুকটিতে 'আজ কি রাত' গানের লুকের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন। এর আগে ইন্ডিয়া টুডে জানায়, অজয় দেবগনকে নিয়ে

পরিচালক রাজ কুমার গুপ্তা নির্মাণ করছেন 'রেইড টু'। এ সিনেমার আইটেম গানে দেখা যাবে তামান্নাকে। এরই মধ্যে মুম্বাইয়ে গানটির শুটিংয়ে অংশ নিয়েছেন এই অভিনেত্রী। হাই ভোল্টেজের আইটেম গানটি সিনেমার গল্পের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রাখা হবে। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র সংবাদমাধ্যমটিকে বলেন, "তামান্না ভাটিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে 'রেইড টু' সিনেমার হাই এনার্জি আইটেম গানের শুটিং শুরু করেছেন। শুটিং সেটে গানটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। 'কাভালা', এবং 'আজ কি রাত'-এর মতো আকাশচুম্বী সফল আইটেম গানের পর নতুন গানে পারফর্ম করায় তার প্রতি দর্শকদের প্রত্যাশাও ব্যাপক। ঝলমলে আলো, বোল্ড কালার প্যালেট, স্ট্রোব ইফেক্টসহ অসাধারণ সেট ডিজাইন করেছে শুটিং টিম; যা তামান্না ভাটিয়ার দৃশ্যমান আবেদন আরো বৃদ্ধি করবে।" আইটেম গানে তামান্নার পোশাক নিয়ে সূত্রটি বলেন, "ট্র্যাকটি গ্ল্যামারাস, যেখানে সিকুইন পোশাক পরে তামান্না তার সিগনেচার নাচ পরিবেশন করবেন। এটা নিশ্চিত করা হয়েছে যে, এ গানে ইয়ো ইয়ো হানি সিংয়ের সঙ্গে পারফর্ম করবেন না তামান্না। তবে এ গানের গায়িকাকে গোপন রেখেছেন নির্মাতারা।" 'রেইড টু' সিনেমায় অজয়ের বিপরীতে অভিনয় করছেন বাণী কাপুর। প্রথম পার্টে তার বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন ইলিয়ানা ডিক্রুজ। 'রেইড' সিনেমায় আরো অভিনয় করছেন– রীতেশ দেশমুখ, রজত কাপুর, সুপ্রিয়া পাঠক প্রমুখ। তা ছাড়াও সিনেমাটির বিশেষ চরিত্রে জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ ও হানি সিংয়ের অভিনয়ের কথা রয়েছে। আগামী ১ মে সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পরিকল্পনা করেছেন নির্মাতারা।

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল থেকে লেবু আনা হয়েছে সিলেট নগরের সোবহানীঘাট বাজারে। বিক্রির জন্য ঝাঁপিতে করে সাজিয়ে রাখছেন পাইকারি বিক্রেতারা। এখান থেকে খুচরা বিক্রেতারা লেবু কেনেন। সোবহানীঘাট, সিলেট।

বরিশালে উপজেলা পর্যায়ে শিশু পার্কের উদ্বোধণ

বরিশাল প্রতিবেদক : ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় হাইজিন কর্নার, অভিভাবকদের জন্য ছাউনি এবং উপজেলা পর্যায়ের শিশুদের উন্মুক্ত বিনোদনের জন্য শিশু পার্কের উদ্বোধণ করেছেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন। গৌরনদী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে গত বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলা পরিষদ চত্বরের ডাক বাংলোর সামনে প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা প্রশাসক শিশুদের নিয়ে ফিতা ও কেক কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে উপজেলা পর্যায়ের উন্মুক্ত শিশু পার্কের উদ্বোধণ করেছেন। গৌরনদী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক মো. আবু আবদুল্লাহ খানের পরিকল্পনায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে পৌরসভার অর্থায়নে শিশুদের উন্মুক্ত বিনোদনের জন্য বিভিন্ন রাইড স্থাপনের মাধ্যমে শিশু পার্কটি দৃষ্টিনন্দন করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উদ্বোধনী দিনেই শত শত শিশুদের নিয়ে তাদের অভিভাবকরা ছুটে আসেন গৌরনদী শিশু পার্কে। দীর্ঘদিন থেকে উন্মুক্ত বিনোদন বঞ্চিত গৌরনদীবাসীর স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখে আবিভূত হয়েছেন শিশু পার্ক নির্মানের প্রধান উদ্যোক্তা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও তার সহধর্মীনি অ্যাডভোকেট ফাতিমা আক্তার।

ওইদিন বিকেলে জেলা প্রশাসক গৌরনদীর বাটাজোর অশ্বীনি কুমার ইনষ্টিটিউট এবং মাহিলাড়া এএন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হাইজিন কর্নার ও গৌরনদী সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক ছাউনির উদ্বোধণ করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক মো. আবু আবদুল্লাহ খানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. রাজিব হোসেন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জাহানারা পারভীন, উপজেলা প্রকৌশলী মো. অহিদুর রহমান, প্রেসক্লাবের কো-আহবায়ক জহুরুল ইসলাম জহির, খোন্দকার মনিরুজ্জামান, উপজেলা সহকারী কমিশনারের (ভূমি) সহধর্মীনি ইসাবেলা ইয়াসমিন, বিএডিসির উপ-সহকারী প্রকৌশলী সাহেদ আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ।

চিলমারীতে ব্রীজের সুবিধা থেকে বঞ্চিত পাঁচ গ্রামের মানুষ

চিলমারী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলার থানাহাট ইউনিয়নের বজরাতবকপুর এলাকায় ব্রীজের সংযোগ সড়কের মাটি ও ইট সরে যাওয়ায় কোন কাজে আসছে না ব্রীজটি পাঁচ গ্রামের মানুষের। যানবাহন কোনভাবেই পারাপার করতে পারছে না এবং পথচারীদের মধ্যে কেউ কেউ অতিকষ্টে ব্রীজটি পারাপার হচ্ছেন। যানবাহন ও যাত্রীদেরকে মালামাল নিয়ে ৩-৪ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে গন্তব্যে যেতে হচ্ছে। এতে যাত্রী সাধারনকে অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে। ২০২২ এবং ২০২৩ অর্থ বছরে ব্রীজটি নির্মান করা হয় তখন থেকে রাস্তাটি সংস্কার না করায় ব্রীজের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন পাঁচ গ্রামের মানুষ। বিপাকে পড়েছেন স্কুল, কলেজ ও বিদ্যালগামী শিক্ষার্থীরা। তাদেরকে ঘুরে অন্য রাস্তা দিয়ে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা যেতে অতিরিক্ত সময় লাগছে। মজাইডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তানিয়া চৌধুরী জানান, ব্রীজটির সংযোগ রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় অন্য রাস্তা দিয়ে বিদ্যালয় যেতে সময় এবং অর্থ দুটোই অপচয় হচ্ছে। ঐ এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা রেজাউল করিম জানান, ব্রীজটি দিয়ে মালামাল নিয়ে যেতে না পারায় ৩-৪ কিলোমিটার পথ ঘুরে যেতে হচ্ছে। এতে করে অতিরিক্ত অর্থ ও সময় লাগছে। এ ব্যাপারে চিলমারী উপজেলা প্রকৌশলী মোঃ জুলফিকার আলী জানান, রাস্তাটি মেরামতের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

ইন্দুরকানীতে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন

জিয়ানগর, পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরের ইন্দুরকানীতে এসএসসি ও সমমানের প্রথম দিনের পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রথম দিনের পরীক্ষায় উপজেলার ইন্দুরকানী মেহেউদ্দিন মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সেতারা স্মৃতি সরকারি বালিকা বিদ্যালয় এসএসসি কেন্দ্রে ৬১৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১১জন, ভবানীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোকেশনাল কেন্দে ৪৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪ জন ও টগড়া দারুল ইসলাম কামিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে ৩৭৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৭ জন অনুপস্থিত রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও প্রশাসক হাসান-বিন-মুহাম্মদ আলী জানান, আমি পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো পরিদর্শণ করি এবং কোন ধরণের অপ্রিতিকর ঘটনা ছাড়াই সুষ্ঠু পরিবেশে প্রথম দিনের পরীক্ষা শেষ হয়েছে।

সরাইলে সংঘর্ষে আহত ব্যক্তির মৃত্যু, সতর্কাবস্থায় পুলিশ

সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলের তেরকান্দা গ্রামে সংঘর্ষে আহত মো. জসিম মিয়া (৪৮) মৃত্যুবরণ করেছেন। প্রয়াত মুসলেম উদ্দিনের ছেলে জসিমের মৃত্যুর খবরে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ওই গ্রামে অবস্থান করছেন সরাইল থানা পুলিশ।

গবাদিপশুর জন্য ঝুড়িভর্তি ঘাস নিয়ে বাড়িতে ফিরছেন দুই পাহাড়ি নারী। ভাঙ্গামুড়া, বান্দরবান।

বরিশালে ডায়রিয়ার প্রকোপ শয্যা সঙ্কটে মেঝেতে সেবা নিচ্ছেন রোগীরা

বরিশাল প্রতিবেদক : চৈত্রের কাঠফাটা রোদ আর তাপপ্রবাহের সাথে বরিশালে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ডায়রিয়ার প্রকোপ। বরিশাল জেনারেল হাসপাতালে গত তিনদিন থেকে প্রতিদিন গড়ে ৩০ থেকে ৪০ জন নারী-পুরুষ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হচ্ছেন। তবে পর্যাপ্ত বেড না থাকায় বাধ্য হয়েই রোগীদের সেবা নিতে হচ্ছে হাসপাতালের মেঝেতে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় পর্যাপ্ত স্যালাইন মজুদ রয়েছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তবে রোগীদের সামলাতে চরম হিমশিম খেতে হচ্ছে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের। পাশাপাশি হাসপাতালের বহির্বিভাগেও চিকিৎসা নিচ্ছেন রোগীরা। বরিশাল জেনারেল হাসপাতালের ডায়রিয়া ওয়ার্ডের নার্স অর্চনা রানী জানান, গরম বাড়ার সাথে সাথে হাসপাতালে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা সবাইকে চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করছি। সরেজমিনে দেখা গেছে, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে বয়স্কদের সংখ্যা বেশি। হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আশিকুর রহমান বলেন, ডায়রিয়া একটি পানিবাহিত রোগ। তাই সবাইকে পরিস্কার পানি পান ও খাবার খেতে হবে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আক্রান্তদের মধ্যে অনেকেই খাওয়ার পরে প্রথমে পেটে ব্যথা অনুভব করেন। পাশাপাশি বমি ও পরে ডায়রিয়া শুরু হওয়ার পর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বরিশাল জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. মলয় কৃষ্ণ বড়াল বলেন, গত কয়েকদিন থেকে গড়ে প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০ জন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। এছাড়া হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিচ্ছেন অনেক রোগী। তিনি আরও বলেন, আমাদের পর্যাপ্ত ওষুধ ও স্যালাইন মজুদ রয়েছে। তবে বেড না থাকায় সমস্যা হচ্ছে। সামনে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে হাসপাতালে রোগীর চাপ আরও বাড়তে পারে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বরিশালের আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে বরিশালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৭ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সামনে তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দিঘির মাঝে ভাসমান রেস্তোরাঁ সৌন্দর্যে মুগ্ধ দর্শনার্থীরা

বরিশাল প্রতিবেদক : ঐতিহ্যবাহী ও বহুল আলোচিত বরিশাল নগরীর প্রাণকেন্দ্র সংলগ্ন ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের পাশ্ববর্তী গড়িয়ারপাড় এলাকার গড়িয়ার দিঘিটি দীর্ঘদিন থেকে কচুরিপানা, ময়লা ও অবহেলায় হারিয়ে ফেলেছিল তার আপন সৌন্দর্য। তবে সেই পুরনো দৃশ্য এখন একেবারেই বদলে গেছে। নতুন রূপে, নতুন সাজে ফিরে এসেছে গড়িয়ার দিঘি। এখন এটি শুধু একটি দিঘি নয়; বরং হয়ে উঠেছে বরিশালের নতুন বিনোদন স্পট যার নাম 'ক্যাফে গড়িয়া'।

পরিস্কার-পরিচ্ছনতার পর গড়িয়ার দিঘির মাঝখানে গড়ে তোলা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন ও আধুনিক ভাসমান রেস্তোরা। দিঘির ওপর কাঠের তৈরি ভেলা ও বাঁশের টঙের ওপর বসার সু-ব্যবস্থা, চারপাশে জলরাশি, মাঝে মাঝে মাছের লাফালাফি, আর উপরে খোলা আকাশ। সবমিলিয়ে এ এক অসাধারণ অনুভূতি। যেখানে বসে খাবারের স্বাদ নিতে পারছেন দর্শনার্থীরা। শুধু তাই নয়, রেস্তোরাঁটির চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ এতোটাই মনোমুগ্ধকর যে, দিনভর সেলফি তোলা আর ভিডিও করতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন আগত দর্শনার্থীরা। শহরের ব্যস্ততা ও ক্লান্তি ভুলে কিছুটা সময় কাটানোর এক অপূর্ব জায়গা হয়ে উঠেছে গড়িয়ার দিঘি। দিনের আলোতে দিঘির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চোখে পড়লেও রাত নামতেই যেন বদলে যায় তার চেহারা। পানির ওপর প্রতিফলিত লাল, নীল, সবুজ আলোর ঝলকানিতে পুরো দিঘির রূপ পরিবর্তন হয়ে যায়। দূর থেকে দেখে মনে হয় এযেন জলে ভাসা কোনো এক স্বপ্নপুরী। যেকারণেই রোমান্টিক পরিবেশে পরিবার, বন্ধু কিংবা প্রিয়জনদের সাথে সময় কাটাতে প্রতিনিয়ত এখানে ছুটে আসছেন দর্শনার্থীরা। ক্যাফে গড়িয়ার স্বত্বাধিকারী কামরুজ্জামান পনির বলেন, রেস্তোরাঁটিতে আপাতত কিছু নির্দিষ্ট খাবারের আয়োজন রয়েছে।

বাসা থেকে পরিক্ষার্থীর প্রবেশপত্র এনে দিলেন পুলিশ

রংপুর প্রনিধি : সারাদেশে একযোগে উৎসবমুখর পরিবেশে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমান পরীক্ষা। পরিক্ষার শুরুর পূর্বে পুলিশ লাইন স্কুল এন্ড কলেজ রংপুর কেন্দ্রের একজন পরীক্ষার্থী শ্রী তীর্থ রায় ভুলে প্রবেশপত্র বাসায় রেখে আসেন। পরিক্ষার্থী তীর্থ রায়ের বাড়ি নগরীর মুলাটোল এবং সে কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ রংপুরের শিক্ষার্থী। পরে সে উপায়ান্তর না পেয়ে পুলিশের সহযোগিতা কামনা করেন ওই পরিক্ষার্থী। তাৎক্ষণিক বিষয়টি রংপুর জেলা ট্রাফিকের টিআই নূর আলম সিদ্দিক টিআই তৎপরতায় রংপুর জেলা ট্রাফিকে কর্মরত এটিএসআই মোস্তাফিজুর রহমান মোটরসাইকেল যোগে তার বাসা থেকে প্রবেশপত্র আনতে সহযোগিতা করেন। এদিকে পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্রসহ যথাসময়ে কেন্দ্রে পৌছে দেওয়ায় কেন্দ্রে উপস্থিত অভিভাবকগন এটিএসআই মোস্তাফিজসহ জেলা পুলিশ রংপুরের প্রশংসা করেন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পরীক্ষার্থী শ্রী তীর্থ রায় বলেন, সত্যি বলতে কি তড়িঘড়ি করতে গিয়ে প্রবেশপত্র ছেড়ে আসি বাসায়। কেন্দ্রে প্রবেশ করে দেখি আমার কাছে প্রবেশপত্র নাই। হাতে সময়ও কম। তাৎক্ষনিকভাবে পুলিশকে বিষয়টি জানাই। আমার শোনার পরপরই আমাকে তিনি প্রবেশপত্র এনে দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞ পুলিশের প্রতি। রংপুর জেলা ট্রাফিকে কর্মরত এটিএসআই মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, পরিক্ষার শুরুর পূর্বে এক পরিক্ষার্থী তার প্রবেশ পত্র বাসায় ছেড়ে এসেছেন বিষয়টি জানায়। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টিআই (এডমিন) গুরুত্বসহকারে বিষয়টি দেখার।

কুষ্টিয়ায় চুরির অভিযোগে যুবককে হত্যার অভিযোগ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : কুষ্টিয়ায় চুরির অভিযোগে সুরমান আলী (৩৫) নামে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। থানাপাড়ার জিকে বালির ঘাট এলাকায় অর্ধঝুলন্ত অবস্থায় সুরমানের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত সুরমান জিকে বালির ঘাট এলাকার আব্দুল কালামের ছেলে। সে পেশায় একজন রিকশাচালক ছিলেন। পরিবারের দাবি চুরির মিথ্যা অভিযোগে একই এলাকার হালিম বিক্রেতা হাকিমসহ বেশ কয়েকজন সুরমানকে নির্যাতন করে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে রেখেছে। নিহত সুরমান আলির ছোট ভাই সেলিম জানান, আমাদের বাড়ির সামনের হালিম বিক্রেতা হাকিম গত বুধবার সকালে তার বাড়ি থেকে গহনা ও নগদ টাকা চুরির অভিযোগ এনে আমার ছোট ভাই আশরাফুলকে প্রথমে আটকে রেখে বেধড়ক মারপিট করে। এরপর দুপুরে আমার বড় ভাই রিকশাচালক সুরমানকে ধরে নিয়ে যায় এবং আমাদের বাড়ি থেকে সবাইকে বের করে দিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয় হাকিমসহ তার লোকজন। এরপর থেকে আমরা ভাইকে কোথাও খুঁজে পাইনি। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে জিকে বালির ঘাট এলাকায় আমেনা খাতুনের বাড়ির বাথরুমের চালের এঙ্গেলের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় আমার ভাইয়ের মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। সেলিম আরো বলেন, গত বুধবার হাকিম আমার ভাই সুরমানকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে ইলেক্ট্রিক শকসহ লাঠি এবং ধারালো অস্ত্রদিয়ে আঘাত ও নির্যাতন করে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে রেখেছে। আমরা ভাই হত্যার বিচার চাই। গত বুধবার থেকে পরিবার নিয়ে খোলা আকাশের নিচে রয়েছে বলেও জানান তিনি। কুষ্টিয়া মডেল থানার এস আই মো. খাইরুজ্জামান বলেন, নিহত সুরমানের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ময়না তদন্তের পরেই প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

লালমনিরহাটে হত্যা মামলার আসামী আ.লীগ নেতা গ্রেফতার

লালমনিরহাট প্রতিনিধি : লালমনিরহাটে আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক কাউন্সিলর রাশেদুল হাসান রাশেদ ওরফে মুন্সী রাশেদুল হাসান রাশেদকে গ্রেপ্তার করেছে সদর থানা পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লালমনিরহাট সদর হাসপাতাল এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রাশেদকে ঢাকার লালবাগ থানায় গণহত্যা, মিরপুর থানায় হত্যাচেষ্টার দুইটি মামলায় ও লালমনিরহাটের তিনটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। রাশেদুল হাসান রাশেদ খোর্দ্দসাপটানা এলাকার হাসান আলীর ছেলে এবং লালমনিরহাট পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক কাউন্সিলর। লালমনিরহাট সদর থানা ওসি নুরুন্নবী বলেন, লালমনিরহাট জেলা বিএনপি অফিস ভাঙচুর, সদর উপজেলার মহেন্দ্রনগর ইউনিয়ন বিএনপি পার্টি অফিস ভাঙচুর ও মহেন্দ্রনগর দোকানপাট ভাঙচুর মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখায় পুলিশ। এছাড়াও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে জুলাই গণহত্যার ঘটনায় ঢাকা লালবাগ থানায় হত্যা মামলা এবং মিরপুর থানায় হত্যা চেষ্টায় দায়ের করা মামলার এজাহার নামীয় আসামি আওয়ামী লীগ নেতা রাশেদ।

রাণীনগরে মাদক মামলার পলাতক আসামী গ্রেফতার

রাণীনগর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর রাণীনগর থানাপুলিশ অভিযান চালিয়ে মাদক মামলার পলাতক আসামী সাজেদুল ইসলাম (৩০) কে গ্রেফতার করেছে। উপজেলার খট্রেশ্বর পশ্চিম পাড়া থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার সাজেদুল ওই গ্রামের লতিফ উদ্দীনের ছেলে। রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাফিজ মো: রায়হান জানান, আদালতের পরোয়ানা অনুযায়ী গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সিলেট বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষার্থী এক লাখের বেশি, ছাত্রী সংখ্যা এগিয়ে

সিলেট প্রতিনিধি : সারাদেশের মতো সিলেট শিক্ষা বোর্ডেও গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষা। এ বছর সিলেট বোর্ডের অধীনে মোট ৯৪৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ১ লাখ ৩ হাজার ১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র ৪২ হাজার ১০৮ জন এবং ছাত্রী ৬০ হাজার ৮৯৩ জন। বোর্ডের সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শরীফ আহমেদ জানিয়েছেন, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার মোট ১৫৪টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। জেলাভিত্তিক কেন্দ্র ও পরীক্ষার্থী সংখ্যার হিসাব অনুযায়ী– সিলেট জেলায় ৩৬১টি প্রতিষ্ঠানের ৪১ হাজার ৪৮ জন পরীক্ষার্থী ৬০টি কেন্দ্রে, সুনামগঞ্জে ২২৬টি প্রতিষ্ঠানের ২১ হাজার ৪১৩ জন পরীক্ষার্থী ৩৫টি কেন্দ্রে, মৌলভীবাজারে ১৯০টি প্রতিষ্ঠানের ২২ হাজার ২৫৭ জন পরীক্ষার্থী ২৬টি কেন্দ্রে, হবিগঞ্জে ১৬৮টি প্রতিষ্ঠানের ১৮ হাজার ২৮৩ জন পরীক্ষার্থী ৩৩টি কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। পরীক্ষার্থী কমেছে ৬ হাজারের বেশি। গত বছরের তুলনায় এবার সিলেট বোর্ডে পরীক্ষার্থী কমেছে ৬ হাজার ৪১১ জন। ২০২৪ সালে এ বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১ লাখ ৯ হাজার ৪১২ জন, যার মধ্যে ছাত্র ছিল ৪৫ হাজার ৬৬ জন এবং ছাত্রী ৬৪ হাজার ৩৪৬ জন। বিভাগভিত্তিক অংশগ্রহণ বিজ্ঞান বিভাগে ২৩ হাজার ৮৮২ জন পরীক্ষার্থী। ছাত্র ৯ হাজার ৬৮০, ছাত্রী: ১৪ হাজার ২০২, মানবিক বিভাগে ৭১ হাজার ৬৩০ জন। এরমধ্যে ছাত্র ২৮ হাজার ৭০৭ ছাত্রী ৪২ হাজার ৯২৩ ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৭ হাজার ৪৮৯ জন। এতে ছাত্র ৩ হাজার ৭২১ ছাত্রী ৩ হাজার ৭৬৮। নিয়মিত ও অনিয়মিত পরীক্ষার্থীর পরিসংখ্যান: চলতি বছর নিয়মিত পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করেছে ৯৭ হাজার ৯৬১ জন। এর মধ্যে পরীক্ষায় বসছে ৭৬ হাজার ৭৪৯ জন। অনিয়মিত পরীক্ষার্থী ২৬ হাজার ২২০ জন, যাঁদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অকৃতকার্য এবং মানোন্নয়ন পরীক্ষার্থীরা রয়েছেন।

বর্গা নিয়ে প্রায় এক বিঘা জমিতে ইরি ধান লাগিয়েছিলেন তপন বিশ্বাস। কৃষিশ্রমিকের খরচ বাঁচাতে একাই জমির পাকা ধান কাটছেন তিনি। রাজবাঁধ, বটিয়াঘাটা, খুলনা।

রাণীনগরে বীজ-সার বিতরনের উদ্বোধন

রাণীনগর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর রাণীনগরে বিনামূল্যে বীজ-রাসায়নিক সার বিতরনের উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রনোদনা কর্মসূচীর আওতায় উফশী আউশ, পাট ও গ্রীস্মকালীন তিল আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক এক হাজার ৫৬০জন কৃষকদের মাঝে উপজেলা চত্বরে এই বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরনের উদ্বোধন করা হয়। রাণীনগর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে অনুষ্ঠিত বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাকিবুল হাসান। এসময় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শেখ নওশাদ হাসান, কৃষি কর্মকর্তা মোস্তাকিমা খাতুন, উপজেলা এলজিইডি প্রকৌশলী ইসমাইল হোসেন ও সমাজ সেবা কর্মকর্তা মাহাবুবু আলম কচিসহ কৃষি অধিদপ্তর ও বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বাঘায় তিন ভাইকে চাকু দিয়ে কুপিয়ে জখম

বাঘা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘায় স্ত্রীর পরকীয়া সন্দেহে কথা কাটাকাটির জেরধরে তিন ভাইকে চাকু দিয়ে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। উপজেলার বাউসা ইউনিয়নের বাউসা মাঝপাড়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন বাউসা হেদাতিপাড়া গ্রামের আফতার আলীর ছেলে জেকের আলী (৫০), আরশাদ আলী (৪০), একের আলী (৪৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আরশাদ আলী সন্দেহ তাঁর স্ত্রী পরকীয়ায় লিপ্ত। এমন সন্দেহ থেকে প্রায়ই প্রতিবেশি আসমত আলী ছেলে মারফত আলীর ঝগড়ার হয়। গত বুধবার রাত রাত সাড়ে ৮টার দিকে মাঝপাড়া বাজারে মারফত আলীর সাথে আরশাদ আলীর কথা কাটাকাটি হয়। এর এক পর্যায়ে মারফত আলী কাছে থাকা চাকু দিয়ে কুপিয়ে আরশাদ আলীকে জখম করে। পরে তার ভাই জেকের আলী ও একের আলী এগিয়ে আসে তাদেরকেও কুপিয়ে জখম করে করা হয়। পরে তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে জেকের আলী ও আরশাদ আলীর অবস্থা বেগতিক দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক হাসিবুল হাসান রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। এ বিষয়ে বাঘা থানার থানার ওসি আ.ফ.ম আসাদুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। এ ঘটনায় কেউ কোন অভিযোগ করেনি, অভিযোগ পেলে আইনী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

সুখ নেই হাসিনার দেওয়া বাড়িতে ৮৩ পরিবারের মানবেতর জীবণ

চিতলমারী, বাগেরহাট প্রতিনিধি : পলাতক স্বৈরাচারি শেখ হাসিনার আশ্রায়ন প্রকল্প-২ "জমি আছে ঘর নেই"এই প্রকল্পে বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলার ৬০০টি ঘরের ১ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও তার গংদের বিরুদ্ধে। ইতিপূর্বে (১২ফেব্রুয়ারি) দুর্নীতি দমন কমিশন তথ্য উপাত্ত ও কাগজপত্র চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন চিতলমারী উপজেলা প্রশাসন বরাবর। চিতলমারী উপজেলার সাবেক ইউএনও মোঃ আবু সাঈদ তৎ সংঙ্গীয়রা কোটি টাকার দুর্ণীতির সাথে জড়িত বলে উক্ত চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। দুদক এর সহকারী পরিচালক মোঃ সাইদুর রহমান (পরিচিতি নং-পি-এসিসি ০৯৯৫২২০২৪৩) স্বাক্ষরিত চিঠিতে (স্মারক নং এর শেষ ডিজিট-১২৫, এর (ক) এ) জানানো হয়েছে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আশ্রায়ণ প্রকল্প ২ এর আওতায় "যার ঘর আছে জমি নেই"তার নিজ ভূমিতে গৃহ নির্মান প্রকল্পভূক্ত বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলায় নির্মিত ৬০০টি ঘর সংক্রান্ত সকল প্রকার কাগজ ও রেকর্ডপত্র জমা দিতে বলা হয়েছে উপজেলা প্রশাসনকে। উল্লেখ্য, "সুখ নেই হাসিনার দেওয়া বাড়িতে, ৮৩টি পরিবারের মানবেতর জীবণ"।

গত ৭ জানুয়ারি (২০২৫) আমার দেশ পত্রিকার দশম পাতায় চিতলমারী উপজেলা প্রতিনিধির পাঠানো সংবাদটি লিড আকারে ছাপা ও মাল্টি মিডিয়ায় প্রকাশ করা হলে প্রশাসন লড়ে চড়ে বসে। সংবাদে উল্লেখ করা হয়, ২০২৪ সালের জুন মাসে মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে আশ্রায়ন প্রকল্পের বসতঘর অসম্পন্ন রেখে সুবিধাভোগিদের হাতে আনুষ্ঠনিকভাবে দলিল ও চাবি হস্তান্তর করেন উপজেলা প্রশাসন। ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষ হয়ে ২০২৫ সালেও ভূক্তভোগিরা তাদের পরিপূর্ণ ঘরগুলো বুঝে পাননি কাজে রয়েছে সীমাহীন দুর্ণীতি। এ দুর্ণীতির মূল হোতা ছিলেন চিতলমারী উপজেলার সাবেক ইউএনও মোঃ আবু সাঈদ ও পরবর্তী পর্যায় যোগদানকৃত কয়েকজন ইউএনও এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির লোকজন তবে বর্তমান কর্মরত ইউএনও তাপস পাল এ ব্যপারে জড়িত নন।

গজারিয়ায় নারী মাদক বিক্রেতা আটক

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ার ভবেরচর পৈক্ষারপাড় কন্দু সরকার বাড়ি এলাকায় ক্রেতা সেঁজে মাদক বিক্রেতা চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে মাদক ব্যবসায়ী রাসেল সরকারের স্ত্রী মাজেদা বেগমকে (৩৫) আটক করেছে গজারিয়া থানার পুলিশ। এ সময় তার হেফাজত থেকে ৫৫ পিছ ইয়াবা জব্দ করা হয়েছে। আনুমানিক পৌনে দশটায় দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে গজারিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো: আনোয়ার আলম আজাদ জানান, "রাসেল সরকার ও তার স্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করে আসছিল। আমাদের অফিসার ফোর্স ক্রেতা সেঁজে তাকে (মাদক ব্যবসায়ী মাজেদাকে) ৫৫ পিছ ইয়াবা সহ আটক করতে সক্ষম হয়েছে। এই দম্পতির বিরুদ্ধে গজারিয়া থানাসহ দেশের বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। আসামির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। তিনি আরো বলেন মাদক প্রতিরোধ করাসহ ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার অভিযান অব্যাহত থাকবে। প্রসঙ্গত গেল গত সোমবার দুপুরে গজারিয়া উপজেলার শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী একেএম জিয়াউল হক ওরফে মুরাদ ও তার স্ত্রী সোনিয়াকে দুইশত ইয়াবা ট্যাবলেটসহ উপজেলার বালুয়াকান্দী গ্রামের কাজী পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাদক ব্যবসায়ী দম্পতিকে গ্রেপ্তার করেছিল গজারিয়া থানার পুলিশ। পরে উপজেলা বাসীসহ তাঁর ডিপার্টমেন্টের বাহবা কুড়িয়েছেন।

রামুতে খালের পানিতে মাছ ধরতে গিয়ে দুই শিশুর মৃত্যু

রামু, কক্সবাজার প্রতিনিধি : কক্সবাজারের রামুতে খালের পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড ইলিশিয়া পাড়া এলাকার সোনাইছড়ি নামক খালে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুরা হলো, ইলিশিয়াপাড়া এলাকার কামাল হোসেনের ছেলে আব্দুল্লাহ হাবিব (৭) ও রমজান আলীর ছেলে ইয়াছিন (৬)।

সকালের রোদে বাগানবিলাসের সৌন্দর্য। ভাগলপুর, কিশোরগঞ্জ।

পিছিয়ে পড়েও জয়ের দেখা পেলো মিয়ামি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালের স্মৃতি মনে পড়লে এখনো আর্জেন্টিনা সমর্থকদের হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। এতটাই উত্তেজনাপূর্ণ ও শ্বাসরুদ্ধকর ছিল ফ্রান্স ও আর্জেন্টিনার মধ্যকার সেই ফাইনাল। সেই ম্যাচে ফ্রান্সের বিপক্ষে দুটি গোল করে আর্জেন্টিনাকে শেষমেশ শিরোপা উপহার দিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। এবার ইন্টার মিয়ামির জার্সিতে প্রায় আড়াই বছর আগের সেই স্মৃতি ফেরালেন লিওনেল মেসি। ফ্রান্সের বিপক্ষে ম্যাচের মতোই গতকাল বৃহস্পতিবার লস অ্যাঞ্জেলস এফসির বিপক্ষেও সমান দুটি গোল করেছেন মেসি। দলও জিতিয়েছেন। বিশ্বকাপের ফাইনালেও ফ্রান্সের গোলরক্ষক ছিলেন হুগো লরিস, এই ম্যাচেও লস অ্যাঞ্জেলসের গোলরক্ষক হয়ে খেলেছেন তিনিই। লরিস যেমন বিশ্বকাপে মেসিকে থামাতে পারেননি, তেমনি এবারও পারেননি। ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার সাথে সাথেই মিয়ামির কোচ হ্যাভিয়ের মাচেরানো উল্লাসে মুষ্টি আকাশে ছুঁড়ে দেন। একটি জায়গায় পার্থক্য আছে। আগেরটি বিশ্বকাপের ফাইনাল হলেও এই ম্যাচটি ছিল কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগ। তবে এই ম্যাচে জিততেই হতো মিয়ামিকে। কেননা প্রথম লেগে ১-০ গোলে হেরেছিল মেসিরা। এমনকি দ্বিতীয় লেগের শুরুতেই গোল করে ব্যবধান ২-০ করে ফেলেছিল লস অ্যাঞ্জেলস। তবে সব অনিশ্চিয়তা দূর করে নাটকীয়ভাবে তিন গোলের প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপ সেমিফাইনালে পৌঁছে গেছে মিয়ামি। দ্বিতীয় লেগে জিতেছে ৩-১ ব্যবধানে। আর দুই লেগ মিলিয়ে মেসিরা জয় পেয়েছেন ৩-২ ব্যবধানে। গতকাল বৃহস্পতিবার মিয়ামির ঘরের মাঠ চেজ স্টেডিয়ামে ৯ মিনিটে অ্যারন লংয়ের গোলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় লস অ্যাঞ্জেলস। এতে দুই লেগ মিলিয়ে ব্যবধান ২-০ করে তারা। এর মানে দাঁড়ায়, মিয়ামিকে অন্তত তিনটি গোল করতে হবে। যা তখন অসম্ভবই মনে হচ্ছিল। ৩৫ মিনিটে মেসি গোলের শুভসূচনা করেন। ১৮ গজ বক্সের সামনে থেকে বাম পায়ে দুর্দান্ত শটে গোল করে ম্যাচ ১-১ সমতায় আনেন এবং মিয়ামিকে নতুন করে আশা দেন। এটি ছিল মিয়ামির হয়ে মেসির ৪৮ ম্যাচে ৪১তম গোল। ৬১ মিনিটে নোয়া অ্যালেন মিয়ামিকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন এক অপ্রত্যাশিত গোলে। বক্সে একটি বল চিপ করে ফেডেরিকো রেডোনদোর দিকে বাড়ান তিনি।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের আগে ইনজুরির ধাক্কা প্রোটিয়া শিবিরে

স্পোর্টর্স ডেস্ক : আগামী ১১ জুন ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক লর্ডসে শুরু হবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া। মর্যাদাবান এ লড়াইয়ের আগে দুঃসংবাদ পেল দক্ষিণ আফ্রিকা। আবারও কনুইয়ের চোটে পড়েছেন অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। চোটের কারণে গতকাল বৃহস্পতিবার জোহানেসবার্গে শুরু হওয়া ঘরোয়া ফার্স্ট-ক্লাস ফাইনালে খেলতে পারছেন না বাভুমা। ক্রিকেট-বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকইনফো জানতে পেরেছে, বাভুমা কেপটাউন থেকে গত মঙ্গলবার লায়ন্স দলে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি জোহানেসবার্গে পৌঁছাননি। লায়ন্স দল গত বুধবার রাতেই জানতে পারে যে, কনুইয়ের ব্যথার কারণে বাভুমা ম্যাচে অংশ নিতে পারবেন না। বাভুমার কোন কনুইয়ে চোট এবং সেটি কতটা গুরুতর, তা জানাতে পারেনি লায়ন্স দল। শেষ মুহূর্তে ফাইনাল থেকে বাভুমা সরে দাঁড়ানোয় হতবাক হয়ে গেছে দলটি। গত বুধবার সকালেও লায়ন্স অধিনায়ক ডোমিনিক হেনড্রিকস সংবাদমাধ্যমকে বলেছিলেন, তিনি বাভুমার সঙ্গে খেলার জন্য মুখিয়ে আছেন। ২০২২ সালে বাভুমার বাম কনুই ভেঙেছিল। ফলে ওই বছর ইংল্যান্ড সফর মিস করেন তিনি। তিন মাস মাঠের বাইরে থাকার পর আবু ধাবিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ফিরেই আবারও চোটে পড়েন ডানহাতি এ ব্যাটার। রান নেওয়ার সময় অস্বাভাবিকভাবে পড়ে গিয়ে একই কনুইয়ে চোট পান এবং বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে খেলতে পারেননি। চলতি মৌসুমে কোনো টেস্ট না খেলেই মাঠে নামতে হয় বাভুমাকে। ইনজুরি ও খারাপ ফর্মের কারণে মানসিকভাবে চাপের কথাও স্বীকার করেছেন। এছাড়া দুইবার হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতেও পড়েছিলেন। দারুণভাবে কামব্যাক করে চারটি টেস্টে দুটি শতক ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে চারটি ফিফটির ইনিংস খেলেন বাভুমা। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকাকে নেতৃত্ব দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে তোলেন। যদিও পুরো মৌসুমে কনুইয়ে ভারী ব্যান্ডেজ পরে ব্যাটিং করতে হয়েছে তাকে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর কোনো প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলেননি বাভুমা। তবে লায়ন্স দলের সঙ্গে ব্লুমফন্টেইনে শেষ ফার্স্ট-ক্লাস লিগ ম্যাচে ছিলেন। ওই ম্যাচ পুরোপুরি বৃষ্টিতে ভেসে যায়। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আগে মে মাসের মাঝামাঝিতে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে চায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে একটি ম্যাচও খেলার কথা রয়েছে প্রোটিয়াদের। ফাইনালের আগে দক্ষিণ আফ্রিকা কোনো আনুষ্ঠানিক ম্যাচ খেলবে না।

ফিক্সিং অভিযোগে তদন্ত শুরু করলো বিসিবি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : গুলশান ক্রিকেট ক্লাব এবং শাইনপুকুর ক্রিকেট ক্লাবের মধ্যকার ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি শেষ হওয়ার পরই সন্দেহ দানা বাধতে শুরু করে। শাইনপুকুরের শেষ ব্যাটার মিনহাজুল আবেদীন সাব্বির যেভাবে আউট হয়েছেন, তাকে চোখ বন্ধ করে যে কেউ বলে দিচ্ছেন, এটা নিশ্চিত ফিক্সিং। তার আউট হওয়ার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই ছি ছি করছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। প্রিমিয়ার লিগের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন তারা। দীর্ঘদিন ধরে ঘরোয়া ক্রিকেটে ম্যাচ পাতানো হয়- এই অভিযোগটারই যেন সত্যতা মিললো আউট হওয়ার এ ঘটনায়। অথচ, বিসিবির বর্তমান কমিটি ক্রিকেটে যে কোনো ধরনের অন্যায়-দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির ঘোষণা দিয়েছিল। শাইনপুকুর এবং গুলশান ক্রিকেট ক্লাবের মধ্যে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় যখন তোলপাড় দেশের ক্রিকেটাঙ্গনে, তখন নড়েচড়ে বসেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও। বিষয়টা তাদেরও নজরে এসেছে। এ কারণে বিসিবির অ্যান্টি করাপশন ইউনিট এবং লিগ টেকনিক্যাল কমিটি শাইনপুকুর ও গুলশান ক্রিকেট ক্লাবের মধ্যে ঘটে যাওয়া এ ঘটনা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে। গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে বিসিবির পক্ষ থেকে। বিসিবি থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) গত ৯ এপ্রিল-২০২৫ তারিখে মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বসুন্ধরা ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগে অনুষ্ঠিত গুলশান ক্রিকেট ক্লাব ও শাইনপুকুর ক্রিকেট ক্লাবের মধ্যে অনুষ্ঠিত ম্যাচটি ঘিরে যে অভিযোগ উঠেছে, সেটি আমলে নিয়েছে। বিসিবি সবসময়ই বলে আসছে, তারা খেলার প্রতিশ্রুতি বজায় রাখা এবং ক্রিকেটে সর্বোচ্চ নৈতিক মান বজায় রাখার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। খেলার চেতনাকে লঙ্ঘন করতে পারে এমন যে কোনো ধরণের দুর্নীতি বা অসদাচরণের প্রতি বোর্ড জিরো-টলরারেন্স নীতি প্রদর্শণ করবে। বিসিবির দুর্নীতি দমন ইউনিট এবং লিগের টেকনিক্যাল কমিটি এরই মধ্যে এই ম্যাচের সাথে সম্পর্কিত অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে। বিসিবি তার এখতিয়ারের অধীনে সকল ক্রিকেটীয় কার্যক্রমে ন্যায্যতা এবং শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

হামজার হোম অভিষেকের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে ঢাকা স্টেডিয়াম

স্পোর্টর্স ডেস্ক : বাংলাদেশের লাল-সবুজ জার্সিতে অভিষেক হয়ে গেছে ইংলিশ লিগ খেলা ফুটবলার হামজা দেওয়ান চৌধুরীর। গত ২৫ মার্চ ভারতের বিপক্ষে শিলংয়ে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে লাল-সবুজ জার্সি পরা হামজা এখন হোম অভিষেকের ক্ষণ গুনছেন। আগামী ১০ জুন সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে হোম ম্যাচ বাংলাদেশের। এই ম্যাচ দিয়ে ঢাকা স্টেডিয়ামে ফুটবল ফিরবে বলে এরই মধ্যে বাফুফেকে আশ্বস্ত করেছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। হামজা চৌধুরী ঢাকায় আসার পর ১৯ মার্চ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছিলেন ক্রীড়া উপদেষ্টার সাথে। ওই সময় তার সঙ্গে ছিলেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। ক্রীড়া উপদেষ্টা ওই দিনই বাফুফে সভাপতিকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ১০ জুনের ম্যাচ ঢাকা স্টেডিয়ামে আয়োজনের। এরপর ৬ এপ্রিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবসেও একই আশ্বাস দিয়েছিলেন ক্রীড়া উপদেষ্টা। আশ্বাসতো পাওয়া যাচ্ছে। বাস্তবে স্টেডিয়াম সংস্কার কাজের অগ্রগতি কতটুকু? এসব দেখতে বাফুফের একটি প্রতিনিধি দল পরিদর্শন করেছে সংস্কারাধীন জাতীয় স্টেডিয়াম। বাফুফের অন্যতম সহসভাপতি ফাহাদ করীমের নেতৃত্বে এই প্রতিনিধি দলে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন সদস্য কামরুল হাসান হিলটন, গোলাম গাউস, ইকবাল হোসেন ও জাকির হোসেন চৌধুরী। মাঠ পরিদর্শন শেষে ফাহাদ করীম বলেছেন, ‘আমি তো টেকনিক্যাল তেমন কিছু বুঝি না। আমাদের এখনো গ্রাউন্ডস কমিটি গঠন হয়নি। দ্রুতই হবে। এছাড়া এই স্টেডিয়ামের তদারকির জন্য আলাদা একটা কমিটি গঠন করা হবে।’ মাঠের কাজ প্রায় শেষ দিকেই বলে জানিয়েছেন বাফুফের এই শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা, ‘আমাদের ক্রীড়া উপদেষ্টা আশ্বাস দিয়েছেন হামজার হোম অভিষেক এই জাতীয় স্টেডিয়ামেই হবে। প্রথম থেকেই উনি এই বিষয়ে বেশ আন্তরিক।

প্রথম লেগে ডর্টমুন্ডের সাথে জয় পেলো বার্সা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল প্রথম লেগে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে জয় তুলে নিয়ে সেমিফাইনালে এক পা দিয়ে রাখল বার্সেলোনা। গত বুধবার দিবাগত রাতে রবার্ট লেভানডোভস্কির জোড়া গোলে ৪-০ গোলে জয় পেয়েছে বার্সা। গোল পেয়েছেন রাফিনহা ও লামিনে ইয়ামালও। প্রথমার্ধের ২৫ মিনিটেই গোলের দেখা পায় বার্সা। স্কোরশিটে নাম লেখান রাফিনহা। এ সময় ইনিগো মার্টিনেজের ফ্রি কিক থেকে বলটি পাউ কুবার্সির থেকে গোলপোস্টের সামনে আসে এবং রাফিনহা জালে জড়ান। চলতি আসরে এটি ছিল ব্রাজিলিয়ান তারকার ১২তম গোল। এরপর অবশ্য প্রথমার্ধে বেশ কিছু সুযোগ পেলেও ব্যবধান বাড়াতে পারেনি বার্সা। ম্যাচের ৪৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে। এ সময় রাফিনহার হেডে বাড়িয়ে দেওয়া বলে আবার হেড নিয়ে জালে জড়ান লেভানডোভস্কি। এরপর ৬৬ মিনিটে ফারমিন লোপেজের বাড়িয়ে দেওয়া বল থেকে দুর্দান্ত শটে নিজের দ্বিতীয় এবং আসরে নিজের ১১তম গোলটি করেন পোলিশ স্ট্রাইকার লেভানডোভস্কি। ৭৭ মিনিটে ডর্টমুন্ডের পরাজয়ের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকেন কিশোর সেনসেশন ইয়ামাল। রাফিনহার পাস থেকে বল পেয়ে দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে দারুণ এক গোল করেন তিনি। অবশ্য ম্যাচের ৮৯ মিনিটে ডর্টমুন্ড একবার বল জালে পাঠালেও অফসাইডের কারণে সেটি বাতিল হয়। তাতে ৪-০ গোলে হারের হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়ে জার্মানির ক্লাবটি। আগামী ১৫ এপ্রিল ডর্টমুন্ডের মাঠ সিগনাল ইদুনা পার্কে ফিরতি লেগে মাঠে নামবে বার্সা। তবে প্রথম লেগে বড় ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় সেমিফাইনালের যাওয়ার ক্ষেত্রে এখন অনেকটাই স্বস্তিতে বার্সা শিবির।

আইটি

উন্নত গেমিং চিপ নিয়ে আসছে এনভিডিয়া

আইডি ডেস্ক : এ বছরের সিইএস ২০২৫ সম্মেলনে, বিশ্বের অন্যতম প্রযুক্তি জায়ান্ট এনভিডিয়া তার নতুন উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি প্রদর্শন করেছে। এই উদ্ভাবনগুলোতে রয়েছে রোবট ও স্বয়ংচালিত গাড়ির উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, উন্নততর গেমিং চিপ এবং তাদের প্রথম ডেস্কটপ কম্পিউটার। এনভিডিয়া এর সিইও জেনসেন হুয়াং এই সম্মেলনে প্রদর্শিত প্রযুক্তিগুলো নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এনভিডিয়া “কসমস” নামে একটি নতুন ফাউন্ডেশন মডেল প্রকাশ করেছে, যা ফটো-রিয়ালিস্টিক ভিডিও তৈরি করতে সক্ষম। এই ভিডিওগুলি রোবট ও স্বয়ংচালিত গাড়ির প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা যাবে। বর্তমান পদ্ধতিতে গাড়ি বা রোবট প্রশিক্ষণের জন্য প্রচুর পরিমাণে বাস্তব ভিডিও সংগ্রহ করতে হয়, যা ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ। কসমস মডেলের সাহায্যে ব্যবহারকারীরা টেক্সট বর্ণনার মাধ্যমে এমন ভিডিও তৈরি করতে পারবেন, যা বাস্তব বিশ্বের পদার্থবিদ্যার নিয়ম মেনে চলে। এই পদ্ধতি প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় অনেক সস্তা এবং কার্যকর। কসমস মডেলের আরও একটি বিশেষ দিক হলো এটি ওপেন লাইসেন্সে উপলব্ধ করা হবে, ঠিক যেমন মেটা প্ল্যাটফর্ম-এর লামা-৩ মডেল। ওপেন লাইসেন্সের মাধ্যমে কসমস বিভিন্ন প্রযুক্তি সংস্থা ও গবেষকদের কাছে সহজলভ্য হয়ে উঠবে। এনভিডিয়া আশা করছে, কসমস রোবোটিক্স এবং শিল্প ক্ষেত্রে এমন প্রভাব ফেলবে, যেমন লামা-৩ এন্টারপ্রাইজ এআই-এ ফেলেছে। গেমিং প্রযুক্তিতে এনভিডিয়া এর নেতৃত্ব দীর্ঘদিনের। এবারের সিইএস-এ তারা আরটিএক্স ৫০ সিরিজের নতুন গেমিং চিপ প্রকাশ করেছে। এই চিপগুলিতে এনভিডিয়া এর “ব্ল্যাকওয়েল” এআই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। নতুন চিপগুলো গেমিং জগতকে চলচ্চিত্রের মতো বাস্তব অভিজ্ঞতা দিতে সক্ষম। বিশেষ করে “শেডার্স” নামক প্রযুক্তি ব্যবহার করে, এটি এমন ছবিও তৈরি করতে পারে যেখানে একটি সিরামিকের পাত্রে আঙুলের ছাপ বা ক্ষুদ্র দাগ দেখা যাবে। এই চিপগুলো মানুষের মুখের মতো সূক্ষ্ম বিষয়বস্তুও আরও নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে, যা গেমারদের অভিজ্ঞতাকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করবে। আরটিএক্স ৫০ সিরিজের চিপগুলোর মূল্য ৫৪৯ থেকে ১,৯৯৯ ডলারের মধ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সিরিজের শীর্ষ মডেল ৩০ জানুয়ারি এবং নিম্ন-মূল্যের মডেল ফেব্রুয়ারি মাসে বাজারে আসবে। প্রযুক্তি বিশ্লেষক বেন বজারিন মনে করেন, এই চিপগুলো এনভিডিয়া এর বিক্রিতে স্বল্পমেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। এনভিডিয়া তাদের প্রথম ডেস্কটপ কম্পিউটার “প্রজেক্ট ডিজিটস” উন্মোচন করেছে। এটি সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য নয়, বরং সফটওয়্যার ডেভেলপারদের জন্য তৈরি। এই ডেস্কটপটি ৩,০০০ ডলার দামের এবং এনভিডিয়া এর লিনাক্স-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে চলবে। এই কম্পিউটারটি এনভিডিয়া এর ডেটা সেন্টারের চিপের সমান শক্তিশালী। তবে, এটি ছোট আকারের প্যাকেজে আসবে এবং এটি সফটওয়্যার ডেভেলপারদের দ্রুত তাদের এআই সিস্টেম পরীক্ষা করতে সাহায্য করবে। প্রজেক্ট ডিজিটস মার্চ মাসে বাজারে আসবে। সিইএস ২০২৫-এ, এনভিডিয়া ঘোষণা করেছে যে জাপানের টয়োটা মোটর তাদের ওরিন চিপ এবং অটোমোটিভ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করবে উন্নত ড্রাইভার অ্যাসিস্ট্যান্স সিস্টেম (অউঅঝ) এর জন্য। তবে, কোন মডেলগুলোতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। টয়োটা এর শেয়ারের মূল্য এই ঘোষণার পর ১.৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। এনভিডিয়া এর সিইও জেনসেন হুয়াং পূর্বাভাস দিয়েছেন যে, ২০২৬ অর্থবছরে তাদের অটোমোটিভ হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার আয় হবে। এই বছর এই খাত থেকে ৪ বিলিয়ন ডলার আয়ের প্রত্যাশা করা হচ্ছে। সিইএস ২০২৫-এ এনভিডিয়া এর প্রদর্শিত উদ্ভাবনগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, গেমিং এবং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট খাতে নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে। যদিও বিশেষজ্ঞরা রোবটিক্সের ক্ষেত্রে বাজারে এর বিস্তার নিয়ে কিছুটা সংশয় প্রকাশ করেছেন, তবে গেমিং চিপ এবং অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সাফল্যের আশা করা হচ্ছে। এনভিডিয়া এর এই উদ্ভাবনগুলো প্রযুক্তি খাতকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে।

অনাকাঙ্ক্ষিত ফোন কল থেকে যেভাবে মুক্তি পাবেন

আইটি ডেস্ক : ফোনে অপরিচিত নম্বর থেকে কল আসাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেই সঙ্গে বিরক্তিকর স্প্যাম, রোবোকল বা স্বয়ংক্রিয় প্রমোশনাল কলের সংখ্যাও বাড়ছে। প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করেই চলছে বহু প্রতারণা চক্র। না বুঝে অপরিচিত নম্বর থেকে আসা ফোন রিসিভ করেও অনেক মানুষ প্রতিদিন বিপদে পড়েন। অপরিচিত নম্বর থেকে আসা ফোন রিসিভ করলে কেউ লোন নেওয়ার প্রস্তাব দেন। কেউ আবার চাকরি বা অন্য কিছুর অফার দেন। অনেককে লোন সংক্রান্ত ফোন করে রীতিমতো কড়া বার্তা দেওয়া হয়। এই ফোনগুলোর নেপথ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে প্রতারকরা। সব সময় অপরিচিত নম্বর দেখলেই তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাহলে কীভাবে মুক্তি পাবেন এদের হাত থেকে? সবার আগে নজর রাখতে হবে, কোন নম্বর থেকে ফোন আসছে। যদি দেখেন কান্ট্রি কোডে +৯১ (ভারত) ছাড়া অন্য কিছু রয়েছে, তাহলে সেই ফোন এড়িয়ে যান। বেশকিছু নম্বর যা দেখলেই বোঝা যায় যে আর পাঁচটির থেকে তা আলাদা, সেগুলোও এড়িয়ে যান। ভুলেও কল ব্যাক করবেন না। তবে আগেই বলা হয়েছে এড়িয়ে যাওয়া সবসময় সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ট্রু কলার অত্যন্ত উপযোগী। এই অ্যাপে মুহূর্তেই দেখে নিতে পারবেন যে নম্বর থেকে ফোন আসছিল, সেটি কার। সেটি স্প্যাম নম্বর হলে তাও দেখতে পারবেন। এরপর ব্লক বা রিপোর্ট তো আপনারই হাতে।

মোবাইল ফোনের নেশা কাটাতে যা করবেন

আইটি ডেস্ক : মোবাইল ফোন ধরে বসে থাকাটা আজকাল আর অভ্যাস নয়, রীতিমতো ‘খারাপ অভ্যাসে’ পরিণত হয়েছে। কিন্তু উপায়ান্তরই বা কোথায়ড় অচেনা এলাকা চিনতে হোক কিংবা বেড়াতে যাওয়ার টিকিট কাটা, অফিসের প্রজেক্ট সময়ের মধ্যে পাঠানো হোক কিংবা সিনেমা দেখাড় সবই তো করতে হয় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। এমনকি অ্যালার্ম দেওয়ার প্রয়োজন হলেও হাত বাড়িয়ে দিই মোবাইল ফোনের দিকে। তা হলে ফোন থেকে নজর এড়িয়ে চলবেন কী করে? এ বিষয়ে ব্রুকলিনের ‘বেস্টসেলিং’ লেখিকা লিজ মুডির গবেষণায় যা উঠে এসেছে। আমাদের সামাজিকতাকে বিসর্জন দিয়ে ডিজিটাল দুনিয়া থেকে সরে আসার কথা বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছেড় মোবাইল ফোনে আসক্তি বা ডিজিটাল আসক্তি থেকে শরীর ও মেধার ক্ষতি হচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণায় চিকিৎসকরাও মোবাইল আসক্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অথচ ডিজিটাল সমাজের রাশ হাতে রেখেও কীভাবে আসক্তির মুশকিল আসান হবে, তা জানা যায়নি। এ বিষয়ে ব্রুকলিনের ‘বেস্টসেলিং’ লেখিকা লিজ মুডি অবশ্য বলেছেন, সমাধান মিলেছে। একটি গবেষণাতেই উঠে এসেছে সেই ‘কার্যকরী’ উপায়। যার সাহায্যে মাত্র ৬ মিনিটেই মোবাইলের আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লেখিকা লিজ। আবার তার নিজস্ব পডকাস্টের চ্যানেলও রয়েছে। সেই চ্যানেলেই তিনি বিস্তারিত জানিয়েছেন। লিজ বলেছেন, একটি গবেষণায় দেখা গেছেড় মাত্র ৬ মিনিট বই পড়লেই আমাদের মানসিক চাপ ৬৮ শতাংশ কমে যায়। শুধু তা-ই নয়, পড়ার অভ্যাস মনকে হালকা করার পাশাপাশি মনঃসংযোগ বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে।

তিনি বলেন, স্মার্টফোন আসার আগে বই পড়ার অভ্যাস ছিল। কিন্তু ইদানীং সেই অভ্যাস অধিকাংশই মানুষ ভুলতে বসেছেন। গবেষণার কথা মেনে দিনের একটা সময় মোবাইল ফোন থেকে ৬ মিনিটের জন্য চোখ সরালে চাপমুক্তির পাশাপাশি আরও একটা ভালো কাজ হবে। মন একমুখী বা বলা ভালোড় ফোনমুখী না হয়ে অন্য পথে চালিত হবে। আর কে বলতে পারে, মানসিক চাপ কমানোর পাশাপাশি পড়ার অভ্যাস হয়তো আমাদের মোবাইল আসক্তিকেও দূর করবে। লিজ যে গবেষণার কথা বলছেন, সেই গবেষণা করা হয়েছিল সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাইন্ডল্যাব ইন্টারন্যাশনালের গবেষকরা কগনিটিভ নিউরোসাইকোলজিস্ট চিকিৎসক ডেভিড লুইয়ের নেতৃত্বে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। পরে সেই গবেষণা বিজ্ঞানবিষয়ক পত্র-পত্রিকার পাশাপাশি বহু আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়। গবেষণাটি প্রসঙ্গে ডেভিড অবশ্য বলেছিলেনড়বই পড়লে যে আমাদের মন অন্য পথে চালিত হয়, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তার চেয়েও বড় বিষয় হলোড় সাদা পাতায় ছাপার অক্ষরগুলো আমাদের কল্পনাশক্তির সঙ্গে জুড়ে আমাদের মধ্যে থাকা সৃষ্টিশীলতাকেও জাগিয়ে তুলতে পারে।

জাল কিউআর কোড থেকে নিরাপদ থাকার উপায়

আইটি ডেস্ক : একটি কিউআর কোডের মাধ্যমে যেকোনো পেমেন্ট করার সময়ে প্রথমে যে বিবরণ দেওয়া থাকে, তা ভালো করে পড়ুন। সাধারণত, পেমেন্ট করার আগে যাকে টাকা পাঠানো হবে তার নাম দেখা যায়। লেনদেন করার আগে সেই নামটি ক্রস-চেক করে নেওয়া উচিত। কিউআর কোডগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেমেন্টের অঙ্ক পূরণ করে নিতে পারে। ফলে সব সময়ে পেমেন্ট করার আগে একাধিকবার যাচাই করুন। যদি কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো কাছে অর্থ চলে যায়, তাহলে অবিলম্বে আপনার ব্যাংকের সাহায্য নিন। যেকোনো জায়গায় কিউআর কোড স্ক্যান করা একটি বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নয়। আপনি স্ক্যান করে পেমেন্ট করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সব সময়ে কিউআর কোডের উৎস পরীক্ষা করুন। এসএমএস বা ই-মেইলের মাধ্যমে প্রাপ্ত অজানা-অচেনা কিউআর কোড কখনো স্ক্যান করবেন না। এতে আপনার ডেটা চুরি করার জন্য ক্ষতিকারক সফটওয়্যার থাকতে পারে। একটি কিউআর কোড স্ক্যান করার পরে এবং একটি ওয়েবসাইট বা অ্যাপে ঢোকার পরেও ইউআরএলটি ভালোভাবে পড়ুন। নিশ্চিত করুন, এটি বৈধ। ফিশিং ওয়েবসাইট নয়। স্ক্যান করার আগে কিউআর কোড পরীক্ষা করুন। ভালোভাবে দেখুন তাতে কোনো টেম্পারিংয়ের লক্ষণ আছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখুন। যদি দেখতে পান কিউআর কোডের সঙ্গে টেম্পার করা হয়েছে, তাহলে সেই নির্দিষ্ট কোডটি কোনো মতে স্ক্যান করবেন না। এছাড়া, যদি কোনো লোভনীয় অফার আসে তা হলে অতিরিক্ত সতর্ক হওয়া উচিত।

হোয়াটসঅ্যাপে ভুয়া ছবি ধরার সহজ উপায়

আইটি ডেস্ক : জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপ প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ফিচার যুক্ত করছে। যা ব্যবহারকারীদের হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারের অভিজ্ঞতা আরো ভালো করছে। তাই ব্যবহারকারীদের কথা ভেবে সম্প্রতি নতুন আপডেট এনেছে হোয়াটসঅ্যাপ। এ ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা সহজে ভুয়া সংবাদ বা মিথ্যা ছবি শনাক্ত করতে পারবেন। এমনকি সেগুলোর আসল উৎস সম্পর্কেও জানতে পারবেন। জানা গেছে, ইতিমধ্যেই অ্যান্ড্রয়েডে বিটা টেস্টিং ফিচার শুরু করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে ওই টিপস্টার এই ধাপগুলো ভাগ করে নিয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপের চ্যাট স্ক্রিনের একদম উপরে ডান দিকে একটি নতুন থ্রি-ডট মেন্যু অপশন পাওয়া যাবে। যেকোনো ছবিতে ব্যবহারকারীকে ক্লিক করতে হবে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান! হাত মেলালো স্যামসাং ও অ্যাপল

আইটি ডেস্ক : ফোনের ব্যাটারি ক্ষমতা বাড়াতে একসঙ্গে কাজ করতে চলেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী স্মার্টফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্যামসাং ও অ্যাপল। অত্যাধুনিক ব্যাটারি প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করতে যাচ্ছে এই দুই কোম্পানি। যার ওপর ভর করে বাড়ানো হবে ফোনের ব্যাটারি ক্যাপাসিটি। আসলে, অপো এবং রেড ম্যাজিকের মতো চীনের সংস্থাগুলো ইতোমধ্যে ৭ হাজার এমএএইচ এর ব্যাটারিযুক্ত ফোন এনেছে বাজারে। এই লড়াইয়ে ছাপ ফেলতে এখন সময় এসেছে বলে মনে করছে দক্ষিণ কোরিয়ার স্মার্টফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্যামসাং ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপল। ফ্ল্যাগশিপ ফোনগুলোতে সিলিকন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চাইছে স্যামসাং। এর জন্য আনুষঙ্গিক উপাদানগুলি তৈরি করছে সংস্থাটি। স্যামসাং তাদের ফোনের ব্যাটারিতে সিলিকন উপাদান বৃদ্ধি করতে উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য অ্যানোড এবং ক্যাথোড সামগ্রী তৈরি করা হচ্ছে। ব্যাটারিতে একটি সাধারণ সমস্যা হলো ফুলে যাওয়া। সংস্থার দাবি, এই সমস্যা সমাধান করবে সিলিকন টেক। পাশাপাশি এটি ব্যাটারির কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি করবে। যদিও কবে এই উন্নত ব্যাটারি বিশিষ্ট স্মার্টফোন লঞ্চ হবে তা এখনো অস্পষ্ট। অন্যদিকে, ২০২৬ সালে অ্যাপল তাদের নিজস্ব ব্যাটারি আনবে বলেও জানা গেছে। তখন ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোনগুলোতে আপগ্রেড প্রযুক্তি চালু করতে পারে অ্যাপল। স্যামসাং এবং অ্যাপল একদিকে যখন রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্টে মনোনিবেশ করছে। অন্যদিকে, চীনের ব্র্যান্ডগুলো ইতোমধ্যেই উচ্চ ব্যাটারি ক্ষমতাসহ ফোন ইতোমধ্যেই এনে ফেলেছে বাজারে। রেড ম্যাজিক ১০ প্রো-তে ৭০৫০ এমএএইচ ব্যাটারি রয়েছে। তবে চীনের সংস্থাগুলো নাকি চলতি বছরের শেষের দিকে ৮ হাজার এমএএইচ ব্যাটারির ফোনও আনতে পারে। এই প্রযুক্তি স্যামসাং ও অ্যাপলকে কাজের গতি বাড়ানোর ক্ষেত্রে বাড়তি বুস্ট দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে এই ধরনের উচ্চ ব্যাটারি ক্যাপাসিটির ফোন নেই স্যামসাং ও অ্যাপলের।